আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

দেশের জন্য আর যুদ্ধ করতে চায় না আমেরিকানরা!

বিশেষ প্রতিনিধি: সাম্প্রতিক একটি জরিপ বলছে, আমেরিকানরা আর তাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করতে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

২৮ বছরে

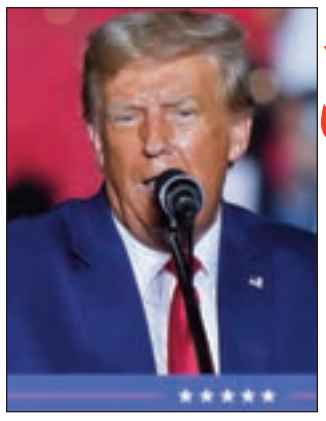
বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ০৭ || সোমবার || কার্তিক ২৮ || ১৪৩০ || রবিউস সানি ২৯ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 07 || November 13 || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হলে আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের 'ঝেঁটিয়ে বিদায়' করবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ২০২৫ সালে ফের রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রথম দফার ক্র্যাকডাউন নীতিতেই ফিরবেন। তার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে যত আনডকুমেন্টেড মানুষ বাস করছে তাদের রীতিমতো ঝেঁটিয়ে বিদায় করা। প্রথমে তাদের চিহ্নিত করে ক্যাম্পে রাখা হবে আর এরপর বহিষ্কার করা হবে। তবে কেবল অবৈধদেরই নয়, বৈধ যারা আছেনে তাদের বিরুদ্ধেও থাকবে আমেরিকা ছাড়া করার নানাবিধ উপায়। প্রথম মেয়াদের সীমান্ত নীতিতেই ফিরবেন মি.ট্রাম্প। বিশেষ কিছু মুসলিম **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

চোখ প্রতিস্থাপন যুক্তরাষ্ট্রে, চিকিৎসা জগতে অনন্য অর্জন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রথমবারের মতো পুরো চোখ প্রতিস্থাপনে সফল হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা। নিউইয়র্কের একদল চিকিৎসক এ অসম্ভবকে সম্ভব করে চিকিৎসাজগতে এটিকে অনন্য একটি অর্জন নিশ্চিত করলেন। অ্যারন জেমস, ৪৬ নামের এক পুরুষ **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

জাতিসংঘ তালিকা চায়

বাংলাদেশে আটকে রাখার গোপণ স্থানগুলো কোথায়?

ঢাকা ডেস্ক: রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও গুমের মতো ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে জাতিসংঘের। ফলে তুলে নিয়ে যেসব স্থানে ভুক্তভোগীদের 'গোপনে আটকে রাখা হয়', সেগুলোর তালিকা প্রকাশ করতে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে সংস্থাটি। জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের মানবাধিকার নিয়ে ইউনিভার্সেল পিরিয়ডিক রিভিউ (ইউপিআর) বা সর্বজনীন **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

গাজা প্রশ্নে বিভেদ ভুলে এক হয়েছে ইরান-সৌদিআরব

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পুরোনো বিভেদ ভুলে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী ইরান ও সৌদি আরব গাজায় যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি বর্বরতা ও গণহত্যা বন্ধে গত শনিবার (১১ নভেম্বর) সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত ওআইসি ও আরব লিগ নেতাদের জরুরি সম্মেলনে নেতারা নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব পাশ কাটিয়ে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেন। তারা গাজায় অবিলম্বে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

মেয়র এরিকের সেলফোন আইপ্যাড জব্দ করেছিলো এফবিআই! কেনো?



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের মেয়র এরিক অ্যাডামসের সেলফোন ও আইপ্যাড জব্দ করেছিলো এফবিআই। নির্বাচনের সময় তার ক্যাম্পেইনে তহবিল সংগ্রহে দুর্নীতি তদন্তের অংশ হিসেবে এসপ্তাহের গোড়ার দিকে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন মেয়রর **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

আমেরিকান মুসলিমদের খেপিয়ে এখন নমনীয় বাইডেন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলায় পক্ষে দাঁড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ক্ষোভের কারণ হয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। এখানকার মুসলমানদের রীতিমতো চাপের মুখে পড়েছেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্রে **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়নে পৌঁছেছে। নতুন সন্তান জন্মদানে অনীহা থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত বেশি জীবনকালের কারণে বিশ্বে জনসংখ্যা বাড়ছেই। তবে বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান ব্যুরো বৃহস্পতিবার এই তথ্য জানিয়েছে। ব্যুরোর গণনামতে গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন ছোঁয়। **(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem

WIN ZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Associate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

Tax & Consulting Services

for Individual and Businesses

Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

নিউইয়র্কে ব্যালট থেকেই মুছে দেওয়া হতে পারে ট্রাম্পের নাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ঘটনাটি হয়তো এমনই হবে। নিউইয়র্ক স্টেট বোর্ড অব ইলেকশনস এটাই বলছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২৪ সালের নির্বাচনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি শেষ পর্যন্ত রিপাবলিকানদের মনোনয়ন পানও, তার নাম থাকবে না নিউইয়র্কের ব্যালট পেপারে। আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে বোর্ড। এদিকে সাবেক এই প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে তার নির্বাচনী প্রচার কাজ শুরু করেছেন। গত ৩ নভেম্বর পাঠানো একটি চিঠিতে নিউইয়র্ক স্টেট বোর্ড অব ইলেকশনস ইউএস ডিস্ট্রিক্ট জাজ গ্লেন সাডাব্বির কাছে বিষয়টি অবহিত করেন। এতে বলা হয়েছে ব্যালটে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা না থাকলেই তা হবে আদালতের নির্দেশনাকে যথার্থ অনুসরণ। যুক্তরাষ্ট্রের ২৭টি আদালতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২৪ এর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিউইয়র্কের মামলাটিও তার একটি।





মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ গ্রেফতারকৃত বিএনপির নেতা-কর্মীদের মুক্তি দাবী

নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিন) বিএনপি'র প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দসহ গ্রেফতারকৃত তৃনমূলের সকল নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবী ও গণগ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ পরবর্তী একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবীতে নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপি প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৭টায় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির আহবায়ক মোহাম্মদ অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) এর সদস্য সচিব মোহাম্মদ বদিউল আলম ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাকসুদুল হক চোধুরী। খবর ইউএনএ'র।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহবায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সভা পরিচালনা করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট বিবিএনপি'র সদস্য সচিব সাইদুর রহমান সাইদ। সভায় উল্লেখযোগ্য দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপির যুগ্ম সদস্য সচিব রিয়াজ মাহমুদ, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ)-এর যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে রুহুল আমিন নাসির, জিয়াউল হক মিশন, জোহরা বেগম ও শেখ জহির, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র যুগ্ম আহবায়ক যথাক্রমে নাসিম আহমেদ, নীরা রাব্বানী, দেওয়ান কাওছার ও আরিফুর রহমান, নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি নেতা আজিজুল বারী তিতাস, মোঃ কামাল হাওলাদার, সুলতান আহমেদ ভূইয়া, আব্দুল মান্নান হোসাইন, মোহাম্মদ জামাল হোসেন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি নেতা মোঃ মোতাহার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মসিউর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা অহেদ আলী মন্ডল, মোঃ আলমগীর হোসেন, রইছ উদ্দিন, জিয়াউর রহমান মিলন, মাহবুবুর রহমান মুকুল, সাবেক ছাত্রনেতা জীবন সফিক, ছাত্রনেতা মাজাহারুল ইসলাম মিরন, মোঃ বাশার, এনায়েত খান, আজিজুল হাওলাদার, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মহিলাদল নেত্রী পলি আক্তার, মনি বেগম, সৈয়দা সাইয়াদা বেগম উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে 'ভোট-ারবিহীন নির্বাচনের সরকার ও জালিম সরকার' আখ্যায়িত করে দলের গ্রেফতারকৃত সকল নেতা-কর্মীর মুক্তি দাবী এবং জাতীয়তাবাদী শক্তিতে বিশ্বাসী সকল প্রবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলন জোদার করার আহবান জানান।

গিয়াস আহমেদ বলেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি নেতা-কর্মীদের উপর জুলুম-নির্যাতন ও গ্রেফতার প্রমাণ করে শেখ হাসিনা সরকারের পায়ের নীচে মাটি নেই। আওয়ামী লীগ সরকার স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হয়েছে। তাই এই সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিকল্প নেই।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের হয়ে জ্যাকসন হাইটসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার ডাইভারসিটি প্লাজায় এসে শেষ হয়।





সন্দ্বীপ সোসাইটির প্রথম সভায় অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস
















(শেষের পাতার পর)

জেমস প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। পরিষদের ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটি শনিবার (১১ নভেম্বর) এই সভার আয়োজন করে।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

সহিংস পরিস্থিতি জনস্বার্থে অর্থনীতিকে বাঁচাতে হবে

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশের রাজনীতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বলা যায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংসতার দিকে মোড় নিয়েছে। নির্বাচনকালীন সরকার প্রশ্নে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে অচলাবস্থা বিরাজ করছিল, তা ক্রমেই আরও জটিল হচ্ছে। বিশেষ করে ২৮ অক্টোবরের পর বিএনপির ডাকা হরতাল-অবরোধ এবং সরকার কর্তৃক বিএনপি নেতাদের ধরপাকড়ে সংলাপ-সমঝোতার ন্যূনতম সম্ভাবনাও যেন তিরোহিত হয়েছে। এ পরিস্থিতি দেশকে শুধু রাজনৈতিকভাবেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবে না, অর্থনৈতিক সংকটকেও আরও গভীর করে তুলবে। তাছাড়া এ পরিস্থিতি থেকে জনমনে সৃষ্ট আতঙ্কের প্রভাব পড়বে শিক্ষাক্ষেত্রেও। কাজেই দেশ ও জনগণের স্বার্থে এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ জরুরি।

সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ায় বিশ্বব্যাপী যে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা দেশের অর্থনীতিতেও বড় ধাক্কা দিয়েছে। বর্তমানে দেশে সামষ্টিক অর্থনীতির অবস্থা নাজুক। উচ্চ দ্রব্যমূল্যের কারণে সাধারণ মানুষ অসহনীয় কষ্ট ভোগ করছে। আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ও রেমিট্যান্স পরিস্থিতিও ভালো নয়।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। অথচ রাজনীতি ক্রমেই অস্থিতিশীল ও সহিংস হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা ভালো নয়। অতীতে বিভিন্ন কারণে এবং ক্ষমতার পালাবদলের প্রেক্ষাপটে দেশে সহিংস রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দিনের পর দিন হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি পালনকালে সহিংসতায় বহু প্রাণহানি হয়েছে। আমরা দেখেছি, সেসময় দেশজুড়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে যে ব্যাপক ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদহানি হয়েছে, তার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল অর্থনীতিতে।

বস্তুত দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক সংকটকে আরও গভীর করে তোলে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে পড়ে এর নেতিবাচক প্রভাব। সামগ্রিক বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণ। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দিলে রুদ্ধ হয় কর্মসংস্থানের পথ। তাই সব পক্ষেরই উচিত সহিংসতার পথ পরিহার করা। জনস্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেওয়া। বস্তুত জনগণের জন্যই যে রাজনীতি, এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের।

আমরা মনে করি, রাজনীতিতে যত অচলাবস্থাই বিরাজ করুক, যে কোনো সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব। সেক্ষেত্রে সংলাপ বা আলোচনার বিকল্প নেই। রাজনৈতিক অচলাবস্থায় সৃষ্ট সমস্যাগুলো যদি আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসা যায় এবং সেখানে সমাধানের পথ খোঁজা হয়, তাহলে দেশের রাজনীতিতে সংঘাত হ্রাস পাবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের নেতাদের শুভবুদ্ধির উদয় হওয়া জরুরি।

আজকের ফিলিস্তিন এবং অপেক্ষার পালা

॥ ড. এমদাদ খান ॥

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার এক সবুজ সামিয়ানার নিছে বসবাস করছি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা আমরা দেখিনি। আমরা শুনেছি শুধু মুরব্বিগণের মুখে মুখে। এই দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে গঠিত হয়েছিল জাতিসংঘের মত বিশ্ব নিয়ন্ত্রক এক অভিভাবক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক বিশ্বে ঘটে যাওয়া যাবতীয় অনাচার-অত্যাচারের মোকাবেলা করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য অবশ্য দায়বদ্ধ তারা।

আমার জানা নেই বিগত ৭৮ বছরে তারা কতখানি দায়িত্ব পালন করে আসছে। আমার এই ছোট্ট জীবনে বসনিয়া হারজেগবিনা, চেচনিয়া, কাশ্মীর, চীনের উইঘুর, রোগিঙ্গা, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকার দেশে দেশে একতরফা কত অত্যাচার আর নিপীড়ন দেখা হল, তার হিসেব কষা বড়ই মুশকিল আজ।

সবসময় দেখেছি জাতিসংঘের নিরব ভূমিকাটি আমি। তারা গুটি কয়েক মোড়লদের কথা ছাড়া এক কদম সামনে চলে না। মাজলুমরা সবসময় মার খাচ্ছে আর তারা নীরব ভূমিকা পালন করে আসছে। তাদের জন্য নির্ধরিত রয়েছে এত বড় বাজেট যা কল্পনা করা যায় না। আজ আমার মত বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের একটিই প্রশ্ন- তাহলে কি এই জাতিসংঘ নামক পুতুলটির প্রয়োজন আছে?

বর্তমান পেক্ষাপটের কথা বলে আমার এই লেখার সূচনা। জায়নবাদী ইহুদি জাতিটিকে কে না চেনে এই ধরার মানুষ। বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব কর্তৃক বেলফোর ডিক্লিয়াশন অনুযায়ী নভেম্বর ১৯১৭ সালে ইহুদিদের জন্য একটি জায়গার প্রয়োজন উল্লেখ করা হয়। আর সে জমির প্রস্তাব করা হয় ফিলিস্তিনের ভূমিকে।

তখন থেকেই তারা ফিলিস্তিনের মাটিতে আসতে শুরু করে। তখন হতে ভিক্ষুকের মতো এরা সেখানে গিয়ে একটু আশ্রয় খুঁজতে থাকে। তখন ফিলিস্তিনবাসীরা দয়া করে, মায়া করে তাদের ঘরের সাথে ঘর বানিয়ে থাকতে দিয়ে সাহায্য করে। কে জানতো একদিনের এই ইহুদি জায়নবাদীরা আজকের দখলদার বনে তাদেরই আশ্রয়দাতাদের তাড়িয়ে দিবে? দখল করে নিবে তাদের প্রিয় মাতৃভুমি। শুনেছি তারা নাকি আগামীর জন্য একটি ছক তৈরি করেছে। তাতে কিভাবে পুরো ফিলিস্তিন, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন আর হেজায অঞ্চলসহ সমর্গ আরবের অর্ধেক দখল করা যায় সেটি।

আসমামি কিতাব আল-কুরআনে এদের হটকারীর কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। শতশত নবী বা অবতারদের হত্যা করেছে এরা। নবী যাকারিয়াসহ আরো কত শতশত নবী রাসূলদের হত্যা করেছে এরা এর হিসেব কে দিবে।

রোমান সম্রাটদের মাধ্যমে কত তিরস্কার আর বিচারের সম্মুখিন হয়েছে তাও ইতিহাস কিংবা কিংবদন্তীর পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এরা সেই অভিশপ্ত জাতি যাদেরকে ইউরোপের বুকে কেউ রাখতে চায় না। কেউ বিশ্বাসও করে না তাদের। এরা জাতি, দেশ আর সমাজের মাঝে ফাছাদ কিংবা ঝগড়া লাগাতে বড়ই পটু। তাইতো তাদেরকে গোটা ইউরোপবাসী দায়সাড়া হয়ে আরবের মাটিতে পৌছাতে সক্ষম হয়। আজকে এই জাতি গোটা আরবের বুকে যেনো এক বিষফোঁড়ার মত জেকে বসেছে। এরা তাদের নবী মুসাকে (আ.) অসামান্য কষ্ট দিয়েছে। সবসময় নবী মূসাকে অনেক বিব্রতকর করে তুলতো সারাটি জীবনভর। এসব কথা পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে বারবার। তারা নবী মূসাকে শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার সময় বলেছিলো, হে নবী তুমি আর তোমার প্রভু যাও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আমরা যেতে পারবো না। মহান আল্লাহ কতবার কতভাবে এদের শাস্তি দিয়েছেন তা তো বিশ্ববাসী সকলের জানা আছে।

এরা আসমানী খাবার খেতে অনিহা প্রকাশ করেছিল বিধায় আল্লাহ এদেরকে তীহ্ নামক খোলা ময়দানে চল্লিশ বছর জাযাবরের এক জীবন দিয়েছিলেন। ইতিহাসের চরম এক অশৃঙ্খল জাতির নাম ইহুদি। এরা দখলদারিত্ব ছাড়া, অন্যের অনিষ্ঠ করা ছাড়া আর কিছু বুঝে না। যে কোন অপরাধ আর অনিষ্টতা এরা করতে পারে না এমন নজীর এদের মাঝে নাই। ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ লাগানো, একের বিরুদ্ধে অন্যকে ক্ষেপিয়ে তোলা এসব কাজ এদের দশ আঙুলের খেলা মাত্র। আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার সময় সাড়ে তিন হাজার ইহুদি কেনো সেখানে ঢুকেনি সেদিন? আর এই হামলার দোষ নিরীহ মুসলিমদের উপর চাপানো হয়েছিল- এ বিষয়টি কি বিবেকবানদের নিকট স্পষ্ট নয়? অহেতুক মুসলিমদের বিরোদ্ধে বিশ্ব পরাশক্তিদের ক্ষেপিয়ে তুলে তাদের ধংসের নীল-নকশা করে এরা ঠিক নবী ইসা মসীহ এর আগমনের সময় যেমন করে রোমানদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো। আজো তাই করছে বিরতিহীনভাবে। এই ব্যাপারে ইউরোপের সকলের জানা আছে। তাইতো এদেরকে ইউরোপ ছাড়ার পরিকল্পনা তৈরী করা হয় বেলফোর চুক্তিটির মাধ্যমে।

ফিলিস্তিনবাসী আজ যে অত্যাচার নিপীড়ন দেখছে, তা গোটা বিশ্বের একশত নব্বই কোটি মুসলমানদের চরম আহত করছে। বড়ই ব্যথিত করছে তাদের। রক্তক্ষরণ হচ্ছে তাদের হৃৎপিন্ডে। গোটা বিশ্বের মাত্র তিন কোটির কম ইহুদি জায়নবাদীদের অত্যাচারে দিনদিন ফুঁসে উঠছে বিশ্ব মুসলিমদের বিবেক। তাহলে শুধু অপেক্ষার পালাই বলবো নাকি বলবো সেই হাদিসটির কথা।

নবী করীম (সা.) এদের সম্বন্ধে যা বলে গেলেন সেই কথা। হ্যাঁ, আমাদের নবী করীম (সা.) বলেছেন- একদিন মুসলিম যুদ্ধাদের হাতে এরা সবাই মৃত্যু বরণ করবে। এরা মৃত্যুর পথ ধরে ছুটে যাবে। এরা একত্রিত হবে সবাই মিলে। তখন মুসলিম মুজাহিদরা এদেরকে খুঁজে বেড়াবে হন্যে হয়ে। এরা পাথর আর গাছের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। পাথর এবং গাছ তখন কথা বলবে। বলবে- হে মুসলিম! চেয়ে দেখো, আমার পেছনে লুকিয়ে আছে ইহুদি। একে তুমি হত্যা করো।

আল-কুরআন ও হাদিসে এদের ব্যাপারেই শুধু কেন এসব কথা বলা হয়েছে তা আজকের প্রেক্ষাপটই আমাদের বলে দিচ্ছে। অন্য কোন জাতির ব্যাপারে এ সব কথা কেনো বলা হলো নাতো।

এডলফ হিটলার তাদেরকে চিনেছিলেন ভালোভাবেই। তিনি ৬ বছরে ৬০ লাখ ইহুদি হত্যা করেছিলেন। তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন- আমি কিছু ইহুদি আজ বাঁচিয়ে রাখলাম। আমি কেন ইহুদি নিধন করেছিলাম তা একদিন বিশ্ববাসী বুঝতে পারবে।

হাদিসের ব্যাখ্যাটি কে কিভাবে করবেন আমি তা জানি না। আমি কোন ব্যাখ্যা দিতে চাই না।

তবু বলবো- আমরা শুধু অপেক্ষার প্রহর গুনছি আজ। ফিলিস্তিনের বুকে আজকের জন্ম নেয়া শিশুরাই যারা এতিম হল আজ তারাই প্রতিশোধ নিবে। শেষ দেখাটির অপেক্ষার পালা শুধু আমাদের। উল্লেখিত হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী কবে আসবে সে দিনটি। তার প্রতিক্ষার প্রহর গুনছি আমরা আজ।



নামাজের সময়-সূচী

নভেম্বর	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
ফজর	৫.২৩	৫.২৪	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৯
সূর্যোদয়	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৫	৬.৪৬	৬.৪৭
জোহর	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪১	১১.৪২
আসর	২.৫৮	২.৫৮	২.৫৭	২.৫৬	২.৫৫	২.৫৫	২.৫৪
মাগরিব	৪.৪০	৪.৩৯	৪.৩৮	৪.৩৭	৪.৩৬	৪.৩৬	৪.৩৫
এশা	৫.৫৮	৫.৫৭	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৫	৫.৫৪

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

স্বাভাবিকীকরণের বিড়ম্বনা, দৃশ্যপট মধ্যপ্রাচ্য

॥ মোঃ বজলুর রশীদ ॥



সংযুক্ত আরব আমিরাত ২০২০ সালে ইসরাইলের সাথে যখন সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হয় তখন সবাই বলেছিল, আমিরাত ফিলিস্তিনিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। চুক্তির নামকরণে একজন রাসূলের নাম দেয়া হয়, আব্রাহাম অ্যাকর্ডস। মুসলমানরা জাতির পিতা হিসেবে ইবরাহিম আ:-কে বোঝে, তাই এই নামে কোনো দর কষাকষি হয়নি। কিন্তু বর্তমান গাজা যুদ্ধকে অনেক সমালোচক ক্রুসেড-ক্রিসেন্টের যুদ্ধের প্রতিবিম্ব বলে মনে করছেন। পশ্চিমা নেতারা একত্রিত হয়ে ইসরাইলের পক্ষ নিয়েছেন। মুসলিম দেশগুলো কমবেশি হামাস বা ফিলিস্তিনিদের পক্ষ নিয়েছে। সুলতান মাহমুদ কনস্টান্টিনোপল জয় করতে গিয়ে দেখলেন, সব খ্রিষ্টান শাসক, তার সাথে বা তুর্কি সুলতানের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এখানেও বিষয়টি সেরকম।

আমিরাত বলে আসছিল, স্বাভাবিকীকরণে ইসরাইলের আঞ্চলিক সম্প্রসারণ রোধ হবে। সেটি কিন্তু হয়নি। চুক্তির পর ইসরাইল-আমিরাত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে, আমিরাত প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সামরিক অস্ত্র কিনেছে। বিভিন্ন আড়িপাতার সফটওয়্যার কিনেছে। বেশুমার ইসরাইলি আমিরাত ভ্রমণ করেছে। তাদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ আমিরাতিদের অনেক ভয়াবহ চিত্র পত্র-পত্রিকায় বেরিয়েছে। বাহরাইনের কর্মকর্তারা সপ্তাহ ধরে তেলআবিবে অবসর কাটিয়েছেন। ফিলিস্তিনিদের কথা খুব কমই উচ্চারিত হয়েছে।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে আবুধাবির রাষ্ট্রদূত, ইউসেফ আল-ওতাইবা চুক্তির সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছেন। আব্রাহাম অ্যাকর্ডের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষে ওয়াশিংটনের একটি অনুষ্ঠানে আল-ওতাইবা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রশাসন কার্যকরভাবে পশ্চিম তীরকে সংযুক্ত করছে। এর ফলে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান আরো জটিল হয়ে পড়েছে। টাইমস অব ইসরাইলকে রাষ্ট্রদূত আরো জানান, 'আমাদের চুক্তির একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল, যা প্রায় শেষ। সুতরাং, আমরা সেই সময়ের পরে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো প্রভাবিত করতে পারি না।' স্বাভাবিকীকরণকে সমর্থন জানালেও সংযুক্তকরণকে ভবিষ্যৎ ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের জন্য একটি ‚রুতর হুমকি বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। ইসরাইল বলেছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য সংযুক্তি বন্ধ করার বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি তারা দেয়নি। কূটনীতিকরা ইসরাইলকে সুবিধা দেয়ার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতকে দোষারোপ করেছে।

মার্কিন মধ্যস্থতায় সম্ভাব্য সৌদি-ইসরাইল স্বাভাবিকীকরণ চুক্তি সম্পর্কে চলমান আলোচনার মধ্যে আল-ওতাইবা এই বিবৃতি দেন। সৌদিরা পরমাণু অস্ত্র সমৃদ্ধকরণের বিনিময়ে স্বাভাবিকীকরণে রাজি বলে প্রাথমিক আলোচনায় প্রকাশ পায়।

ফিলিস্তিনের বিষয়ে ইসরাইল কোনো আপস করতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলে আলোচনা স্থবির হয়ে পড়ে। সৌদিরা ফিলিস্তিনি ইস্যুকে স্বাভাবিকীকরণের সাথে যুক্ত করায় ইসরাইলি কর্মকর্তারা হতবাক হন বলে জানা যায়। প্রিন্স বিন সালমান যে রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রয়োগে আগের চেয়ে বেশি প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন সেটি বোঝা যায়।

াভাবিকীকরণের জন্য বাহরাইন, সুদান ও মরক্কোর পর



সৌদি আরবের সাথে ইসরাইল আলোচনা চালায়। নেতানিয়াহু বলেছেন, সৌদি আরবের সাথে একটি স্বাভাবিকীকরণ চুক্তিতে পৌঁছাতে ইরান বাধা দেবে না। ফিলিস্তিন ইস্যুটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও কিছু আরব শাসকদের হাতে বিভ্রান্তিতে পরিণত হয়েছে। ফিলিস্তিনিরা যখন জেগে ওঠে, তাদের রক্ত ও জীবন দিয়ে আরো মূল্য দেয় এবং বিশ্বকে সতর্ক করে যে তারা এখনো এখানে আছে। সুবিধাবাদী ও দখলদাররা বিভিন্ন কারসাজি করে। ৭০ বছর ধরে ফিলিস্তিনিরা নির্যাতিত হচ্ছে, বিচিত্র ধরনের নির্যাতন হত্যা, খুন, বোমাবর্ষণ তাও সাধারণ জনগণের ওপর তাতে কেউ ইসরাইলকে সন্ত্রাসী বলেনি। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে যারা নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আক্রমণ চালাল তারা এক দিনেই 'সন্ত্রাসী' হয়ে গেল। ওয়াশিংটন মনে করেছে, সৌদি স্বাভাবিকীকরণ কেবল সময়ের ব্যাপার। তারা মনে করল, ফিলিস্তিনি জনগণের পিঠে আরেকটি আরব শাসনের ছু-রিকাঘাত হবে, তারপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা বলা হবে। জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ অনতিবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেছে। আরব দেশগুলো একমত হলেও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি নয়; বরং সেনাসদস্য মোতায়েনের ব্যবস্থা করছে। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তের পর গাজায় স্থল আক্রমণ শুরু হয়েছে। নেতানিয়াহু বলেছেন, এটি যুদ্ধের দ্বিতীয় ধাপ।

যারা দুই রাষ্ট্র পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে ফিলিস্তিন ইস্যুতে নতুন করে আগ্রহের ভান করেছে, জাতিসঙ্ঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা বুঝতে পারে যে, বর্তমান ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠী ও ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থানের সম্পূর্ণ বিরোধী। দখলকৃত ভূখন্ড থেকে ইসরাইলকে সরে যেতে বাধ্য করে সেখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসরাইলের ওপর চাপ সৃষ্টি করা বা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো অভিপ্রায় পশ্চিমা বা পূর্ব কোনো পক্ষেরই নেই। এখন অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সমস্যা সমাধানের জন্য। আসলেই কি তাই? একটি হায়েনার সামনে বিড়াল কি স্বাধীনতা ভোগ করবে? স্বাধীন ফিলিস্তিনকে আগামী দিনগুলোতে হায়েনার সাথে যুদ্ধই করে যেতে হবে। সেটি হবে আরো ভয়াবহ। তাই ফিলিস্তিনি ইস্যুটি অনেক জটিল।

হামাস-ইসরাইল যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ স্থগিত করেছে সৌদি আরব। এটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য বড় ধরনের আঘাত। কেননা, তিনি মনে করেছেন, আগামী নির্বাচনে একটি রাজনৈতিক বিজয় বলে এটি প্রচার করা যাবে যা তার নিজের বা দলের জন্য সুবিধা বয়ে আনবে। কেননা, তিনি ইতোমধ্যে আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার, ইউক্রেন যুদ্ধের দায়ভার, চীনাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য পলিসিতে সুবিধা করতে না পারা, হরমুজ প্রণালীতে ইরানি জাহাজের ধাওয়া খাওয়া, হংকংয়ে উল্টো দৌড়, তাইওয়ান ও চিপস নিয়ে চীনের সাথে বিরোধে কো‡না সুবিধা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক সমালোচিত হয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সৌদি আরব যে বার্তা দিয়েছে তাতে বলা হয়, 'ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের উদ্যোগ স্থগিত করা হয়েছে, বাতিল নয়।' ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া স্থগিত করে সৌদি আরব ওই অঞ্চলে সহিংসতার বিস্তার প্রতিরোধে ইরানের সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল উভয়ের জন্য আরো বড় সঙ্কট।

ফিলিস্তিনের বাইরে, এমনকি আমেরিকাসহ পশ্চিমা জনমতের কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো ইসরাইলকে বর্ণবৈষম্যের অপরাধী হিসেবে বর্ণনা করছে, যা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মতো।

‡বনিয়ামিন নেতানিয়াহুর দীর্ঘ ও অত্যন্ত সফল রাজনৈতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সর্বোপরি, তিনি ইসরাইলের ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ সামরিক বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। নেতানিয়াহু এই ধারণায় আতঙ্কিত যে, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি ইসরাইলের ওপর 'মিনি-হলোকাস্ট' এনেছেন। হামাসের অতর্কিত আক্রমণে তিনি এতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

সাধারণ ইহুদি, সেনা কমান্ডারদের সাথে নেতানিয়াহুর বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। তার বিরুদ্ধে তিন মাস ধরে লাগাতার ক্ষমতা ছাড়ার আন্দোলন হয়েছে। তার নিজের, তার স্ত্রী সারা ও ছেলের বিরুদ্ধে আদালতে ক্রিমিনাল মামলা করা আছে। এখন পর্যন্ত, কমপক্ষে দেড় হাজার ইসরাইলি প্রাণ হারিয়েছে ও সমপরিমাণ আহত হয়েছে। এক লাখের কাছাকাছি ইহুদি দেশ ছেড়েছেন। হামাসের হাতে ২২০ জন ইসরাইলি জিম্মি রয়েছে।

‡নতানিয়াহু নিজেকে একজন ধর্মনিরপেক্ষ মসিহ হিসেবে দেখেন। হিটলার, মুসোলিনি, বুশ- এরাও নিজেদের ত্রাণকর্তা মনে করতেন। ইসরাইলের প্রয়াত প্রধান রাব্বি ওভাদিয়া ইয়োসেফ, নেতানিয়াহুকে 'অন্ধ ছাগল' বলে অভিহিত করেছেন। নেতানিয়াহু মনে করেন, তিনি কখনো ভুল করেন না, অন্তত তার নিজের চোখে তিনি একজন অনন্য, সর্বোচ্চ নেতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকারের একটি দেশ পরিচালনা করতে সক্ষম। নেতানিয়াহু এটিকে 'অ্যাডেড ভ্যালু' বলেছেন। এই উচ্চতর আত্মমূল্যায়ন বছরের পর বছর চলতে শুরু করে। তিনি নির্বাচনের পর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার সাথে সাথে নিজের মনের মধ্যে বৃহত্তর হয়ে ওঠেন, অবশেষে তার নিচের মাটি শক্তি হারিয়ে ফেলে।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে, নেতানিয়াহু কিভাবে হামাসের হামলার বিশাল রণসজ্জার তথ্য মিস করেছেন এবং কেন ইসরাইল অত্যন্ত শক্তিশালী সামরিক বাহিনী হামলার মোকাবেলা করতে সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত হয়েছিল সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের মুখোমুখি হবেন।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার



টাঙ্গাইলের নাগরপুর জমিদার বাড়ি

কলকাতার আদলে এক নগর গড়তে চেয়েছিলো

॥ বোহেমিয়ান ফয়সাল ॥



নাগরপুর জমিদার বাড়ি বলতে আমি যা জেনেছি বা যা শুনেছি তা হলো নাগরপুর মহিলা কলেজের আওতায় দু'তিনটি ভবন আছে শুধু, আর কিছুই নেই। যাই হোক কলেজের ভিতর নাকি প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আমাদের সাথে পরিচিত কয়েকজন স্থানীয় তুষার ভাইর পরিচিত বন্ধুরা যোগ দেওয়ায় আমাদের জন্য বড় একটা সুযোগ তৈরি হলো। স্থানীয় থাকার কারনে ভিতরে ঢুকতে কোন রকম কোন ঝামেলা হয় নেই, জমিদার বাড়ির মূল রাজ-ভবনটি বর্তমানে মহিলা কলেজের আওতায় এখন এবং এর পাশেই আরো ২টি পুরাতন ভবন আছে, একটা হলো জমিদার বাড়ির জলসা ঘর। যেই জলসা ঘরের জৌলুশ এখনো পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাইনি। সুউচ্চ জলসা ঘরটি প্রমাণ করে এই জমিদার বাড়ির জৌলুশ কতদূর ছিলো। কত উচ্চ পর্যায়ের ছিলো এদের আকাঙ্খা, কত বাইজি নেচেছে এখানে তার কোন হয়তো হিসেব নেই।

এই জমিদার বাড়িটি একটি বিশাল এলাকাজুড়ে অবস্থিত (প্রায় ৫৪ একর)। জমিদার যদুনাথ চৌধুরী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। যদিও আমি এই তিনটি ভবন বাদে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু জমিদার বাড়ির বিশাল এরিয়া যে কলেজের পিছনের অংশে তখনও আমার তা অজানা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা তখন ব্রিটিশদের শাসন চলছে ভারতীয় উপমহাদেশে, ইতিহাস থেকে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা হলো- সুবিদ্ধা খাঁ'র সূত্র ধরেই চৌধুরী বংশ নাগরপুরে জমিদারী শুরু করেন। চৌধুরী বংশের প্রথম পুরুষ যদুনাথ চৌধুরী। তাদের বংশক্রমে দেখা যায়- এমন তার তিন ছেলে যথাক্রমে উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী, জগদীন্দ্র মোহন চৌধুরী ও শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী।

নাগরপুরের পূর্ব দিকে ধলেশ্বরী এবং পশ্চিম পাশ ঘেষে আছে যমুনা নদী। এক সময় এই যমুনা নদীর মাধ্যমে



নাগরপুর এলাকার সাথে সরাসরি কলকাতার ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল। এই বাড়ির সাথে 'কলকাতা'র নাম স্মরণীয়। যাইহোক নদী তীরবর্তী এলাকা হওয়ার কারনে এখানে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা।

বিশাল এই জমিদার বাড়ীতে যা দেখছি, তা দেখে নিজেই তাজ্জব হয়ে গেছি। কলেজ থেকে বের হয়েই পাশের গলিতে ঢুকে পরলাম, আর এ গলিতেই রয়েছে রাজবাড়ীর আরো ১০/১২টি ভবন যার ৬/৭টি ভবন অনেক বড় ৩/৪ তলা করে এবং প্রায় ভবনেই মানুষ বাস করে। রাস্তা দিয়ে ঢুকলেই সামনে পরবে একটা পরিত্যক্ত মন্দির ঘর, এরপাশে রয়েছে আরো একটি পরিত্যক্ত ঘর।

এই জমিদার বাড়িতে ঢুকার সময় আমি এই বাড়ি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি। বৃটিশ সরকার উপেন্দ্র মোহন চৌধুরীর বড় ছেলে সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরীকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্যে বিভিন্ন সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'রায় বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করে। তিনি যখন রায় বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হন তখন তিনি এই নাগরপুরকে কলকাতার মত একটা নগর অর্থাৎ আরেকটি 'কলকাতা' করতে চাচ্ছিলনে। পুরো নাগরপুরকে সাজাতে চেয়েছিলনে কলকাতা'র আদলে।

এক সময়ের আধুনিক এক নগর 'নাগরপুর নগর' যা আজ ভৌতিক এক নগরে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশভাগের করুণ পরিনাম এই নাগরপুর। ফুটবল জগতে কলকাতার ইষ্ট বেঙ্গলের নাম কে না জানে। সেই ইস্ট বেঙ্গলের সাথে এই পরিবারের সম্পর্ক ছিলো খুবই ঘনিষ্ট।

উপেন্দ্র মোহন চৌধুরী'র ছোট ছেলে মানে সতীশ চন্দ্র রায় চৌধুরীর ভাই অপেক্ষাকৃত পাশ্চাত্য সংস্কৃতিঘেষা। তিনি ছিলেন অনেকের চেয়ে সৌখিন প্রকৃতির মানুষ, ছিলেন খুব ক্রীড়ামোদী। তিনিই ছিলেন ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।

বর্তমানে এই জমিদার বাড়ির কোনটা কি ভবন ছিলো তা বলা দায়, এখন প্রায় ভবন দখলদারদের কবলে চলে গেছে। যেসব ভবন দখলদারদের কবলে যায়নি তারা তাদের ভগ্ন দেহের ধ্বংসের দিনক্ষণ গুনছে নিয়মিত। পাশ্চত্য এবং মোঘল সংস্কৃতির মিশ্রনে এক অপূর্ব নান্দনিক সৌন্দর্যে নির্মিত এই বৈঠকখানা বিল্ডিং এর উপরে ছিল নহবতখানা।

যারা এই বাড়িতে বসবাস করে তারা স্থানীয় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় এখানে বসবাস করেন। তিনতলা দুটি ভবনের ছাদ থেকে আশপাশের সবগুলো ভবন দেখা যায়। বাহ কি দারুণ এক নগর ছিলো। ব্রিটিশ এবং মোঘল স্থাপত্য মিশেলে এসব বাড়িঘর নির্মাণ করা হয়েছিলো। যেনো কলকাতার স্বাদ প্রত্যেকটা বাড়িতে নিহিত রয়েছে, কিন্তু কে রাখে কার খোঁজ? আজ যে-সবই দখল হয়ে গেছে।

চৌধূরী বাড়ীর অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে ঝুলন দালান অন্যতম। প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন শিল্প কর্মে মন্ডিত চৌধুরী বংশের নিত্যদিনের পূজা অনুষ্ঠান হত এই ঝুলন দালানে। বিশেষ করে বছরে শ্রাবনের জ্যোৎস্না তিথিতে সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের নাটক, যাত্রা মঞ্চায়িত হতো। এখানেই চৌধুরী বংশের শেষ প্রতিনিধি মিলন দেবী (মিলন কর্ত্রী) স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চৌধুরীদের উপাসনা বিগ্রহ 'বৃন্দাবন বিগ্রহ'-এর নিরাপত্তা দিতে গিয়ে দুষ্কৃতকারীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

ছাদগুলো এখনো এই নাগরপুর জমিদার বাড়ির ইতিহাসের স্বাক্ষী দিচ্ছে, আমরা যে দুটো বাড়ির ছাদে উঠেছি সে বাড়ি দুটো ছোট একটি উঠোনকে কেন্দ্র করে চারপাশে সুউচ্চ তিনতলা বিল্ডিং। আমরা এখানে যেসব বাড়ির নাম জানতে পেরেছি এবং যেসব বাড়ি দেখতে পেয়েছি তা হলো-

ঝুলন্ত দালান, ঘোড়ার দালান, রং মহল, পরীর দালান ও বাঘের দালান।

দূর থেকে দেখলে কয়েকটি ভবনের জানালাগুলো দেখে মনে হয় যেন অনেক আগেই ভবনগুলো পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। অথচ এখানেই এক সময় জমিদার এবং তার পরিবার বসবাস করতেন। তখন হয়তো ভবনগুলোর চাকচিক্য দেখে মানুষ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতো। কিন্তু এখন এই ভবনগুলো জৌলুস হারিয়ে শুধুমাত্র ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে, আর নির্জীবতাকে সঙ্গী করে বিলীন হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

বি.দ্রঃ তবে কারো কারো মতে যদুনাথ চৌধুরীরা কেউ জমিদার ছিলেন না। তবে চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত খানদানী ব্যবসায়ী ছিলেন। অর্থাৎ এটা জমিদার বাড়ি নয়, চৌধুরী বাড়ি। সূত্রঃ ফেসবুক, আমাদের টাঙ্গাইল,

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ইন্ডিয়া, না ভারত?

॥ পবিত্র সরকার ॥

সবাই জানে, ভারতে বিজেপিবিরোধী দলগুলোর একটি জোট হয়েছে। তাতে আদর্শের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে লাঠালাঠি চলে এমন নানা দলও আছে, যেমন বাংলায় সিপিআই (এম) তৃণমূল। অনেকেই এ ব্যাপারটায় অবাক হলেও নিশ্চিতভাবেই একটা জোট হয়েছে। এবং যেসব খবর বেরোচ্ছে, সে জোটও এখনো খুব পোক্ত হয়নি। বেশ নড়বড়ে, আদৌ কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তাতে কী! বিরোধীদের জোট হয়েছে, এতেই শাসকরা ভয়ংকর ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে যে গেছে তার প্রমাণ মিলেছে, 'ইন্ডিয়া' বনাম ভারত যুদ্ধে। 'ইন্ডিয়া' কী? না, ভারত নামে দেশটা নয়, তা আপাতত বিরোধীদের দলের জোটটির সমবেত নাম। কতগুলো ভালো ভালো কথার প্রথম অক্ষর জুড়ে ধপৎড়ংঃরপ বা অগ্রবর্তীয় নাম, Indian National Developmental Inclusive Alliance-এর সংক্ষেপ। এ বছর ১৮ জুলাইয় বোধহয় তৈরি হয়েছে এ জোট।

আর কিছু নয়, তার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন দাঁড়ায়, সে হামাগুড়ি দিচ্ছে নাকি হাঁটছে, তা দেখার আগেই আমাদের ছাপ্পান্ন ইঞ্চির ভদ্রলোক তার টেবিলের কাঠের নামপাটায় ইন্ডিয়ার জায়গায় 'ভারত' কথাটা বসিয়ে দিলেন, বোঝালেন যে 'ইন্ডিয়া' কথাটা তিনি আর ব্যবহার করবেন না। যেন 'ইন্ডিয়া' কথাটা তার বা তার দলের গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে, কোথাও ইন্ডিয়া কথাটার নামগন্ধ থাকলে ২০২৪-এর সংসদের নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি সুনিশ্চিত।

ওই যে বাংলার গাঁয়ের লোকদের বিশ্বাস থাকে না, রাত্রিবেলায় সাপের বা বাঘের নাম করতে নেই, করলেই এসে কামড়াবে-এ অনেকটা সেরকম। তাই দাও ওদের নাম বদলে : সাপকে বলো 'লতা', আর বাঘকে বলো 'ব-ড়মিঞা' বা 'বড় শেয়াল'। ব্যাস, নিশ্চিন্ত। এ এক অদ্ভুত কুসংস্কার! কে ভাবতে পেরেছিল যে, একটা বানানো নাম তাদের কাছে এমন আতঙ্কর হয়ে উঠবে। অবশ্য কুসংস্কার এদের প্রিয় ব্যসন, কারণ কুসংস্কারই এদের কাছে বিজ্ঞান। ফলে মনে হয়, আগামী নির্বাচনে যাই হোক, এ একটি কাজ করেই তারা একটা অগ্রিম পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। ভয় পেয়ে গেছেন যে, এটা এত সহজে সবাইকে বুঝতে দেবেন, তা ভাবতেই কী রকম লাগে। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতির কি এটা মানায়?

কুসংস্কার মূর্খতারই নামান্তর, একটা অন্যের যমজ। এর পুরো ব্যাপারটাই, আমাদের মনে হয়, আসছে সেই অশিক্ষিত ধারণা থেকে যে, ইন্ডিয়া একটা ইংরেজি শব্দ। এর সূত্র ধরে প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ আবার হ্ ফেলে দিয়ে 'ইন্দ্' কথাটা নিয়েছিলেন, নিয়ে 'ইন্দিয়া' (গ্রিকে ট্, ড্ নেই, আমাদেরই মতো ত্, দ্ আছে) ব্যবহার করেছিলেন। -ইয়া-টা তখন ছিল দেশবোধক প্রত্যয়, যেমন পারসিয়া, রুশিয়া, রুমানিয়া, এমনকি ব্রিটানিয়া। আমাদের শাসকদের 'আংরেজি হটাও' বলে একটা স্লোগান আছে আমরা জানি, হিন্দিকে ভারতের সর্বত্র গিলিয়ে দিতে পারলে এরা বিমল আনন্দ পাবেন। 'ইন্ডিয়া' কথাটা যেহেতু ইংরেজরা তৈরি করেনি, তাই তাদের ক্রোধ আর বিদ্বেষের যোগ্য নয়, সেটা তারা বুঝবেন কিনা জানি না।

কাজেই হিন্দিপ্রেমী রাষ্ট্রপ্রধানদের তার ওপর সাত্ত্বিক রাগ হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়। সিন্ধু থেকে পারস্যের লোকেরা পূর্ববঙ্গ আর অসমের ধরনে 'হি›দু' করেছিল। পূর্ব বাংলার লোকেরা 'শালা'কে কী বলে তা আপনারা জানেন, আর অসমিয়ারা অসম সাহিত্য সভার সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাকে বলেন অহম হাহিত্য হভার হভাপতি হত্যেন্দ্রনাথ হর্মা।

আরে 'ইন্ডিয়া' ছেড়ে দিন মশাইরা। এখন তো দেখছি 'হিন্দু' কথাটাই বাদ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে, ফেসবুকে কদিন থেকে 'সনাতন ধর্ম' কথাটা খুব ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি জানি না, হিন্দু-এই ছোট্ট কথাটার বদলে 'সনাতনী' বা 'সনাতন ধর্মী' কথাটা আমরা হিন্দুরা কীভাবে সামলাব। সনাতন মানে যদি প্রাচীন হয়, হিন্দুধর্মের সবকিছু কি সমান প্রাচীন? ঔপনিষদিক আর বৈষ্ণব ধর্ম কি সমান প্রাচীন? এসব পুরাতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন জানি না।

২.

কিন্তু মোদ্দা ফল যা দাঁড়াল, এ শব্দযুদ্ধের কারণে নির্বাচনের আগে, ভারতবাসীর ঘাড়ে আরেকটা বিপুল খরচের দায় চাপল। এমন নয় যে, ভারতের দারিদ্র্য সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে অমৃত মহোৎসবের মওকায়; শিক্ষায়, সমৃদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে, আনন্দে থইথই করছে দেশ, রাষ্ট্রের কর্তব্যের হাত একেবারে খালি; কাজেই ইন্ডিয়াকে ভাগাও, ভারতকে লাগাও। দেখা যাচ্ছে, থরহরি কম্পমান শাসকরা নির্বাচনকে ছাড়িয়ে এটাকে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার রূপ দিতে চলেছে। এর মূলে আছে আরেকটা কুসংস্কার-যেন সব 'ইন্ডিয়া' মুছে 'ভারত' করলে শাসকদের দল চিরস্থায়ীভাবে ভারতের সিংহাসনে অনড় হয়ে সেঁটে থাকবে। তা যদি এরা ভেবে থাকে, সে গুড়ে যথেষ্ট পরিমাণ বালি শুধু নয়, প্রচুর কাঁকরও আছে।

কী কী পরিবর্তন করতে হবে, তার তালিকা করা হয়তো আমাদের মতো লোকের অসাধ্য। আমি ঐতিহাসিক নই, নথিসংগ্রাহক তথ্যভান্ডারিও নই, জিজ্ঞাসু নাগরিকমাত্র। এরই মধ্যে স্বাধিকারপ্রাপ্ত সংগঠন এনসিইআরটির কাছে নির্দেশ চলে গেছে, আর সে নির্দেশ তারা মাথানত করে মান্যও করেছে যে, সিবিএসই, আইএসসি ইত্যাদির যত পাঠ্যবই আছে, সব জায়গাতেই ইন্ডিয়া কেটে ভারত করতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব হবে জানি না। যেখানে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বা প্রপার নাউন আছে, সেখানেও কি এই কর্ম হবে? ধরা যাক, বিভার্লি নিকল্সের 'মাদার ইন্ডিয়া' বইটার উল্লেখ আছে কোথাও, সেটাও কি কেটে 'মাদার ভারত' করবে? বা ব্যাশাম সাহেবের 'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়জ ইন্ডিয়া'?

এরা আমাদের সংবিধানের প্রথম বাক্য 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' কেটে 'ভারত দ্যাট ইজ ভারত' করবে না তো? আমি তো সেই ভেবেই আতঙ্কে শিউরে আছি। শুনেছি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছেও নির্দেশ গেছে এবং রিজার্ভ ব্যাংকও নাকি চটপট নোটিশ জারি করেছে। এবার 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ভারত' হবে, 'স্টেট ব্যাংক অব ভারত' হবে (আমার ব্যাংকের নাম আর নথিপত্রও বদলে যাবে, 'ই-ন্ডিয়ান ব্যাংক' 'ভার্তীয় ব্যাংক' হবে। শুধু তাই নয়, যত নোট, মুদ্রা সব কিছুতে ইন্ডিয়া কেটে ভারত বসাতে হবে। অনেকগুলোতে মহাত্মা গান্ধী হাসিমুখে বসে আছেন, তিনি ব্যাপারটা কীভাবে দেখবেন জানি না।

আমাদের ডাকঘরগুলোতে 'ইন্ডিয়া পোস্ট' লেখা আছে, দেশজুড়ে তার লাখ লাখ সাইনবোর্ড নতুন করে লেখাতে হবে। ভারতে যত কিছু উৎপাদিত হয়, ওষুধ ও প্রসাধনদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, জামা-কাপড়, বাসনকোসন, বইপত্র, টুথ্ব্রাশ, পেস্ট থেকে দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র-অর্থাৎ যা কিছু ব্র্যান্ডিং আর প্যাকেজ করতে হয়, সব কিছুতে মেড ইন ইন্ডিয়ার বদলে 'মেড ইন ভারত' লিখতে হবে। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সিংহাসনে বসার কিছু পরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বলে একটা স্লোগান দিয়েছিলেন-তারও কী সদ্গতি হবে জানি না।

এখানেই শেষ নয়। সরকারি এলাকার বাইরে, প্রাইভেট যে কোম্পানিগুলো, তাদের নামে ইন্ডিয়া থাকলে তাদেরও কি সেগুলো বদলাতে বাধ্য করা হবে? তারা তো সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়! বা এ পরিবর্তন কি মেরা ভারত মহানের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে? ধরুন, বিদেশে-সেখানে কী হবে? সেখানে প্রচুর 'ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট' আছে, যাতে 'ইন্ডিয়ান কুইজিন' পরিবেশন করা হয়, তাদের নাম বদলাতে বাধ্য করা হবে? রাজার হাত কতটা লম্বা তাই ভাবছি আমরা। মুম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে, তাজ বেঙ্গলের সামনেকার 'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া'-এর কী হবে? দিল্লিতেও তো বোধহয় একটা 'ইন্ডিয়া গেট' আছে, তার?

এতে যে বিপুল খরচ হবে, তা তো জনসাধারণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকারই এক রকমের শ্রাদ্ধশান্তি, তাই না? তা তো শাসক বা শাসক দলের পকেট থেকে আসবে না, তাদের বন্ধু শিল্পপতিরাও জোগাবেন না। তাহলে? এ এক উন্মাদের কারবার বলে আমার মনে হয়, গোষ্ঠীবিশেষের একটা রাজনৈতিক আতঙ্ক থেকে এই মূঢ় অপব্যয়ের দায়। আমি এই 'তাহলে'র হেঁয়ালির সামনে আমার বিহ্বল জিজ্ঞাসা নিয়ে বসে থাকি।

৩.

আমার এক অতিচালাক বন্ধু এ বিষয়টা নিয়ে এক বিচিত্র ঠাট্টা করল। বলল, দ্যাখ্, আমেরিকানরা আমাদের শাসকদের বুকজোড়া বন্ধু, তা শুধু প্যালেস্টাইন নীতি কেন, এ ব্যাপারটা থেকেও বোঝা যায়। আমি বোকার মতো বললাম, কী রকম? সে বলল, কেন, এই যে ওরা রেড ইন্ডিয়ান নামটা তুলে দিয়ে 'নেটিভ আমেরিকান' করে নিল, তাতে কি এর ইঙ্গিত নেই? কিংবা ওদের একটা রাজ্যের নামও রেখেছে 'ইন্ডিয়ানা', তার রাজধানীর নাম 'ই-ন্ডিয়ানাপোলিস'। ইন্ডিয়ানা মানে 'ইন্ডিয়া-না'। সহজ ব্যাপার!

আমি হাসব, না কাঁদব-বুঝতে পারলাম না।

লেখক: ভারতের খ্যাতনামা লেখক; সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।

এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Purchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

বাইডেনের আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) সংক্রান্ত নির্বাহী আদেশঃ

আপনারা অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিদেশি আর্টিফিসিয়ান ইনটেলিজেন্স (এআই) বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আইন সহজতর করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। এই আদেশের বলে আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স (এআই) বিশেষজ্ঞ এবং উঠতি প্রকৌশলীদের ভিসা প্রাপ্তির পথ আধুনিকায়ন হবে। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে, এই পদক্ষেপ উচ্চদক্ষ শ্রমিকদের ইমিগ্রেশন পাবার ব্যাপারে সাহায্য করতে নিচের কয়েকটি উপায়েঃ

বৈশ্বিক এআই মেধা আকর্ষণ কর্মসূচিঃ

এই আদেশে বলা হয়েছে, এই অর্ডার স্টেট ডিপার্টমেন্টকে একটি বৈশ্বিক এই টেলেন্ট আকর্ষণ কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়েছে। জে-ওয়ান এক্সচেঞ্জ ভিজিটর দক্ষতা তালিকা আপডেট করাঃ

জে-ওয়ান এক্সচেঞ্জ ভিজিটরস ইউএস'র দক্ষমতা তালিকা আপডেট ও সম্প্রসারণ করার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক কৃত্রিম মেধার (এআই) বাজার পূর্নমূল্যায়ন আপডেট এবং সম্প্রসারণ করা।

ভিসা নবায়ন দ্রুততর করাঃ

নির্বাহী আদেশের ফলে জে-ওয়ান গবেষণা পন্ডিতদের ইউএস'র ভিসা প্রক্রিয়া সহজতর করে ৫০ হাজার আন্তর্জাতিক ছাত্রের ইউএসএ প্রবেশের পথ সজতর করবে।

এইচ-১বি বিষা বিধি আধুনিকরণঃ

নির্বাহী আদেশে এইচ-১ বি ভিসার বিধি আধুনিকরণ করার কথা বলা হয়েছে। এতে ৫ লক্ষাধিক এইচ-১ বি ভিসাধারী উপকৃত হবে। তারা কাজ পরিবর্তন এবং ভিসা নবায়ন প্রক্রিয়া সহজতর করার মধ্য দিয়ে উপকৃত হবে।

'স্ক্যাজুয়েল এ' আপডেটঃ

'স্ক্যাজুয়েল এ' হচ্ছে পেশাজীবিদের তালিকা যা থেকে ডিপার্টমেন্ট অব লেবার (ডিওএল) নির্ধারণ করতে পারে যে, ওপেন পজিশন পূরণের জন্য আমেরিকান শ্রমিক যথেষ্ট নয়।



নির্বাহী আদেশে এআই বিশেষজ্ঞদের কাছে নিয়োগ দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

ভিসা সার্ভিসকে দ্রুততর করাঃ

নির্বাহী আদেশে উঠতি টেকনিক্যাল ফিল্ডে ইউএস'র শ্রমিকদের প্রবেশ হ্রাস পেয়েছে।

উপসংহারঃ

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, নির্বাহী আদেশ ইউএস ইমিগ্রেশন এবং স্টেড ডিপার্টমেন্ট এআই সম্পর্কিত ইমিগ্রেশনকে উৎসাহিত করতে বলা হয়েছে। নতুন নীতিমালার এআই প্রযুক্তিবীদদের ইউএসএ'র ভিসা পাওয়া সহজ হবে। এছাড়াও নন ইউএস সিটিজেনদের ইউএসএতে এআই সম্পর্কিত ব্যবসা শুরু করতেও সহায়তা করবে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য 'বিল অব রাইটস' অনুমোদন করেছেঃ

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ইমিগ্র্যান্টদের জন্য 'বিল অব রাইটস' প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রস্তাব গত সপ্তাহে ডেমক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত সিটি কাউন্সিলে ৪৩-৮ ভোটে পাশ হয়েছে। এখন সিটির এজেন্সিগুলোকে ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নির্বিশেষে নিউইয়র্ক সিটির সকল শ্রমিকের উপর প্রযোজ্য এমন ফেডারেল স্টেট এবং স্থানীয় আইন প্রনয়ণ করতে হবে। আর সেই আইনে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। বিলটি স্পন্সর করেছিলেন সিটি কাউন্সিলের সদস্য শাহানারা হানিফ। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিলটি জরুরী। তিনি এর সঙ্গে আরো যোগ করেন ইমিগ্র্যান্ট ও তাদের পরিবারদের সাপোর্ট করার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন, সেই জ্ঞান আহরণে এটা সহায়তা হবে। এই বিল অব রাইটস অনুসারে মালিকদের নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের একটা কপি দিতে হবে এবং দৃশ্যমান স্থানগুলোতে বিল অব রাইটস-এর কপি টাঙ্গিয়ে দিতে হবে ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায়। আর লংঘনকারীদের প্রাথমিক সতর্কীকরণের পর ৫০০ ডলার জরিমান করা হবে।

ইউএসএতে মেক্সিকো সীমান্তে বিপুল সংখ্যক অধিবাসী জড়ো হয়েছে। গত এক বছরে নিউইয়র্ক সিটিতে এসেছে দেড় লক্ষাধিক অভিবাসী। বর্তমানে নিউইয়র্কে আশ্রয় লাভের অধিকার আইনের আওতায় হোটেল এবং বড় আশ্রয় শিবিরে ৬৪ হাজারের অধিক অধিবাসী অবস্থান করছে। ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নির্বিশেষে যারাই সিটিতে আশ্রয় চাইবে সিটি তাদের আশ্রয় দিতে বাধ্য থাকবে।

সিটির ইমিগ্রেশন পরিবহণ বাবদ ইতিমধ্যেই প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে। মেয়র এ্যাডামস স্টেট এবং ফেডারেল সরকারের কাছে আরো তহবিল বরাদ্ধের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য।

নিউইয়র্ক থেকে চৌধুরী হাসানের প্রশ্নঃ

একজন টুরিস্ট হিসেবে আমি এদেশে এসেছি। বাংলাদেশে থাকাকালীন আমি একজনকে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় সব সময় ঝামেলা হতো। সে কারণে আমরা অফিসিয়ালী ডিভোর্স নিয়েছি। সঙ্গতকারণে অফিসিয়াল ডিভোর্সের পর তার সাথে আর আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এদেশে আসার পর একজন ইউএস সিটিজেনকে বিয়ে করেছি। স্ত্রী হিসেবে সে আমার জন্য আবেদন করলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা? ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমার তেমন কোন ধারণা নেই বলে আপনার পরামর্শের জন্য লিখলাম। আশা করি উত্তর পাব।

চৌধুরী হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি আর এ ব্যাপারে উত্তর প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আপনাদের জন্য আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনারা নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং তা থেকে আপনার প্রশ্নের উত্তর জেনে নিন।

বরাবরের মতো এবারো আমরা উত্তরে বলবো যে আপনার আগের স্ত্রীর সাথে যে আপনার ডিভোর্স হয়ে গেছে সে ব্যাপারে আপনাকে কোর্টের দেয়া ডিভোর্স সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হবে। আপনাকে স্থানীয় ইমিগ্রেশন অফিসে কল করতে হবে। সেই সাথে ৪৮৫ ফর্ম, আই-১৩০ এবং জি-৩২৫ ফর্ম পূরণ করতে হবে। আর আই-৭৩৫ ফর্ম করতে হবে ওয়ার্ক অথরাইজেশনের জন্য। সেই ইমিগ্রেশন ফিস (যথাযথ) দিতে হবে।

আপনার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন সে কারণে তার প্রমাণ হিসেবে আপনাকে আপনার স্ত্রীর বার্থ সার্টিফিকেট উপস্থাপন করতে হবে। আপনার স্ত্রীল আগে বিয়ে হয়ে থাকলে কিংবা মারা গেলে বা ডিভোর্স হলে তার প্রমাণ আবেদনের সাথে সংযোগকরে দিতে হবে।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

দুর্নীতি প্রতিরোধে হাইকোর্টের পরামর্শগুলো গুরুত্বপূর্ণ

॥ ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু ॥

দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে গত ৭ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন হাইকোর্ট। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কর্মচারী নিয়োগের জন্য পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নিয়োগ বোর্ড এবং স্বতন্ত্র ক্যাডার সার্ভিস গঠনসহ এ ১৬ পরামর্শ বাস্তবায়ন করলে ১০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে এবং ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের (রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পদক্রম) আওতাভুক্ত ব্যক্তিরা যদি দুর্নীতিমুক্ত হন, তাহলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব হবে না বলেও আশা প্রকাশ করেছেন হাইকোর্ট।

দেশে দুর্নীতি নতুন কোনো বিষয় নয়। অনেক আগে থেকেই তা চলে আসছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে এ প্রবৃদ্ধির সুফল কারা ভোগ করছে, সেটা সঠিকভাবে বণ্টন হচ্ছে কিনা এ বিষয়গুলো সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সবারই ভালোভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ¶‡Î বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করলেও সমাজে দুর্নীতি থাকায় জনগণ এর সুফল পরিপূর্ণভাবে পাচ্ছে না।

দুর্নীতি না থাকলে আমাদের দেশের যে আরও অনেক উন্নতি হতো, সে কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে। এদেশে যতগুলো সমস্যা জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি, ন্যায়বিচার ও সুশাসনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়াচ্ছে, দুর্নীতি এর অন্যতম। অধিক জনসংখ্যা ও ক্ষুদ্র আয়তনের এদেশটিতে একদিকে যেমন এখনো বিরাজ করছে দারিদ্র্য ও সম্পদের অভাব, তেমনি অপরদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিরাজ করছে দুর্নীতির কালো ছায়া।

দুর্নীতির কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এদেশের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। দুর্নীতির কারণে একদিকে যেমন জিডিপি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি, তেমনি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিও কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায়নি। অপরদিকে জীবনযাত্রার মানও হয়েছে নিুগামী। আবার দুর্নীতির কারণে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে, বিভিন্ন সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে নাটকীয়ভাবে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতির মহোৎসব চলতে দেখা গেছে।

আইডিবি, এডিবিসহ বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও নীতিনির্ধারকরা দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতি হ্রাস করার উপায় হিসাবে অনেক পরামর্শ দিয়ে আসছে। টিআইবিও বিভিন্ন সময় সভা, সেমিনার ও রিপোর্টের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে নানাভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবার দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদ ও দুর্নীতি দমন কমিশনকে হাইকোর্ট ১৬টি পরামর্শ দিলেন। ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের (রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পদক্রম) আওতাভুক্ত ব্যক্তিরা যদি দুর্নীতিমুক্ত হন, তাহলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে দুর্নীতি করা সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেছেন হাইকোর্ট।

পরামর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে-যে প্রক্রিয়ায় জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়, একই প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুদকের কর্মকর্তা নিয়োগ করা; দুদকের অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রেও পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নিয়োগ বোর্ড গঠন করা; দুদকে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ পাওয়ার পর যোগদানের সময় সম্পদের বিবরণ দাখিল করা; প্রতিবছর বাধ্যতামূলকভাবে সম্পত্তির হিসাব জনসমক্ষে বা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা ইত্যাদি।

অপর এক পরামর্শে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্য থেকে দুদকের চেয়ারম্যান, হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্য থেকে দুদকের সদস্য নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে। আরও যেসব পরামর্শ দেওয়া হয় সেগুলো হলো-সৎ, দক্ষ, অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সমন্বয়ে উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালতের জন্য দুদকের পৃথক প্রসিকিউশন প্যানেল গঠন করা; প্রতি তিন বছর পর প্যানেল পুনর্গঠন করা; প্রসিকিউশন প্যানেলে আইনজীবী মনোনয়নের জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বোর্ড গঠন করা; প্রসিকিউশন প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত আইনজীবীদের জন্য যুগোপযোগী সম্মানিসহ অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে সব কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যথাযথ ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়বৈষম্য কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন, সর্বদা দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া এবং দুর্নীতিবিষয়ক মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা জরুরি। পাশাপাশি দুর্নীতিবাজদের রাজনৈতিক পরিচয় বাদ দিয়ে তাদের শুধু 'দুর্নীতিবাজ' হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করাসহ তাদের সামাজিকভাবে বর্জন করার ব্যবস্থা করা দরকার।

দুর্নীতি রোধের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কারসহ কার্যকর গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতির প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও তা দূর করতে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করাও আবশ্যক। এছাড়া গণমাধ্যমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়া, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দলীয় সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন করা এবং সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানোও জরুরি। সর্বোপরি, দুর্নীতি থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য দেশের সর্বত্র প্রয়োজন 'সততা'র একটি আবহ। দরকার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি সুষ্ঠু-সুন্দর পরিমন্ডল।

সবারই স্মরণ রাখা দরকার, এদেশটি আমার, আপনার, সবার। ১৯৭১ সালে যেসব উদ্দেশ্য সামনে রেখে এদেশের জন্ম হয়েছে, সেসব উদ্দেশ্যকে সফল করার পাশাপাশি স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল পেতে হলে এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে হলে দেশ থেকে দুর্নীতি নামক সর্বগ্রাসী ব্যাধিকে যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে দুর্নীতিকে 'না' বলি। দুর্নীতির পাশাপাশি দুর্নীতিবাজদের ঘৃণা করি এবং তাদের কঠোর হস্তে প্রতিহত করি। আর সত্যিকার অর্থেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে চেষ্টা করি বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে দুর্নীতিমুক্ত একটি দেশ হিসাবে উপস্থাপন করার। দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকার হাইকোর্টের দেওয়া ১৬ পরামর্শ সঠিকভাবে পর্যালোচনাপূর্বক গ্রহণ করবে বলে সবার প্রত্যাশা। সর্বোপরি, দুর্নীতি প্রতিরোধে যা কিছু করণীয়, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

লেখক: অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি



ভালো নির্বাচন, ভালো গণতন্ত্র

॥ সাকিব সাদমান ॥

চীন রাশিয়া ভিয়েতনামও নিজেদের সরকারব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক মনে করে। হ্যাঁ, গণতন্ত্র তো বটেই; তবে সেটি নিজেদের বানানো, নিজেদের মতো করে। নিজেদের বলতে 'ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছের গণতন্ত্র'। ওসব দেশের মানুষ তা মেনেও নিয়েছে। বাকশাল ব্যবস্থার মধ্যেও এক প্রকারের গণতন্ত্র ছিল। কিন্তু পশ্চিমা ধাঁ‡চর গণতন্ত্রই আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও প্রাচীনকালের পন্ডিতরা যে গণতন্ত্রের আভাস দিয়েছেন বা আলোকপাত করেছেন, অর্থাৎ কেতাবি গণতন্ত্র- সেটি পশ্চিমি দেশের বর্তমান গণতন্ত্রের সাথেই যায়। প্রশ্ন উঠেছে, গণতন্ত্রই কি রাষ্ট্র পরিচালনায় অতি উত্তম পন্থা। এই প্রশ্নের জবাব নানাভাবে দেয়া গেলেও এই কথায় দ্বিমত নেই যে, দোষ-ত্রুটি থাকলেও নতুন কোনো ব্যবস্থা না আসা অবধি গণতন্ত্রই উত্তম ব্যবস্থা- এর বিপরীতে আছে কর্তৃত্ববাদী শাসন, একদলীয় শাসন, সামরিক ব্যবস্থা, স্বৈরশাসন, গণতান্ত্রিক-স্বৈরশাসন কিংবা একাধিক ব্যবস্থার মিশ্র শাসন ইত্যাদি। প্রতিটি দেশ সংবিধান প্রণয়নের মাধ্য‡ম স্বীয় শাসনব্যবস্থা নির্ধারণ করে নেয়। বিচ্যুতি ঘটালে বা পরিবর্তন করতে চাইলে প্রথমেই দেশটির সংবিধান পরিবর্তনের কথা আসে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই আমাদের সংবিধানের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ। ফলে গণতন্ত্রের কামনাই হচ্ছে- রাজনীতিতে বহুদলীয় কাঠামো, সংসদের ভেতরে ও বাইরে শক্তিশালী বিরোধী দল, বাকস্বাধীনতা, সরকারের জবাবদিহি, আইনের শাসন, মানবাধিকার রক্ষা এবং সুষ্ঠু ভোটের ব্যবস্থা ইত্যাদি। এই সময়ের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের ধারক বাহক বলে বিবেচিত পাশ্চাত্য দেশ ও প্রতীচ্যের উন্নত দেশগুলোর শাসনব্যবস্থায় ব্যতিক্রম ছাড়া এসব আছে বলেই মনে করা হয়। বর্ণিত দেশের শাসনব্যবস্থায় ওসব নিশ্চিত করা হচ্ছে বলেই আমাদেরও কামনা, একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং এই শাসনব্যবস্থার জন্য চাই একটি অবিতর্কিত গ্রহণযোগ¨ নির্বাচন।

আদতে রাজনৈতিক চর্চায় শুদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। আবার গণতন্ত্রে সার্বিক বিবেচনায় একটি ভালো ভোটের আয়োজন ও এই ভোটের মাধ্যমে শাসনক্ষমতার পরিবর্তন কাম্য, আর এটিই গণতন্ত্রের অমোঘ বাণী। বলাই হয়, ভালো নির্বাচন ভালো গণতন্ত্রকে নির্দেশ করে। নির্বাচন ভালো না হলে গণতন্ত্রের মাত্রা ও মান দুটোই নিচে নেমে যায়। গণতন্ত্র আগে, না নির্বাচন আগে- এই প্রশ্নে নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্রই আগে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে গণতন্ত্রের যে হাল তাতে গণতন্ত্রের উপর নির্বাচন নয়; বরং ভালো নির্বাচনের উপর গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেছে; এ হয়তো গণতন্ত্রেরই দুর্ভাগ্য! এখন ভালো নির্বাচনটা কী বস্তু, সে নিয়ে তর্কের শেষ নেই।

আমাদের সামনেই একটি জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনটি ভালো হলে, গণতন্ত্রের শরীর-স্বাস্থ্য ভালো বলেই প্রশস্তি মিলবে। এই প্রশংসাপত্র কে দেবে আর কে নেবে, সে প্রশ্ন তো আছেই। একটি জাতীয় তথা সংসদীয় নির্বাচনে দেশের ভোটাররা বড়পক্ষ; ভোটাররাই পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসক‡দর নির্বাচিত করে। এরপর রাজনৈতিক দলও প্রধানতম পক্ষ- জাতীয় সংসদ নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে করার রেওয়াজ রয়েছে। দল ছাড়াও যে কেউ নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু সংসদীয় রাজনীতিতে দলীয়ভাবে নির্বাচনই মূল কথা। তৃতীয় এবং চতুর্থ পক্ষ হচ্ছে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনকালীন সরকার। কমিশন নির্বাচনের যাবতীয় আয়োজন করবে, সরকারের সহায়তা নেবে। সরকার ও সরকারের শত হাত নির্বাচনে কমিশনকে চাহিদামতো সহায়তা দেবে। এরপর রয়েছে মিডিয়া, পর্যবেক্ষক, আন্তর্জাতিক সহযোগী ইত্যাদি। সবার সম্মিলিত ভূমিকা একটি ভালো নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। কোথাও ব্যত্যয় ঘটলে নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য।



একটি ভালো নির্বাচনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠির সাথে এই দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার বিশেষ পার্থক্য নেই। ভোটাররা নির্বিঘ্নে ও স্বাধীনভাবে ভোট দেবে এবং প্রদত্ত ভোটানুযায়ী ফলাফল দেখতে চাইবে- ভোট দেয়ার জন্য প্রচার চালাতে আপত্তি নেই, কিন্তু নির্দিষ্ট ব্যক্তি দল মার্কাকে ভোট দিতে বাধ্য করা যাবে না, ভয়-ভীতি প্রদর্শন তো দূর। দ্বিতীয় বাসনা, রাজনৈতিক দলের নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ। এ জন্য সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের প্রসঙ্গ এসেছে। সব দল প্রচারে ও অন্যান্য বিষয়ে সমান সুযোগ পাওয়ার হকদার। কোনো দল অযথা হয়রানির শিকার হবে না। তৃতীয় প্রত্যাশা হচ্ছে, নির্বাচনের সাথে যুক্ত সবার নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালন- ভোট গ্রহণকারী কর্মী, নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও মিডিয়ার নিরপেক্ষ ভূমিকা- তাদের কোন কাজই একটি দলের বা প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে যাবে না। চতুর্থ চাওয়া, নির্বাচনে সরকারের নিরপেক্ষ আচরণ ও নির্বাচনে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা। সরকার নির্বাচন কমিশনের চাহিদা মোতাবেক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকবে। ঠিক যেমন- ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া সরকার করেছিল এবং মনে করা হয়, এটি সম্ভব হয়েছিল নির্বাচনে ইয়াহিয়া সরকারের কোনো দল ছিল না বলে। পঞ্চমত, নির্বাচন হবে সহিংসতামুক্ত- গোলমাল মারামারি প্রাণহানিহীন। পরের চাওয়া, ভোটের আগে-পরে ও ভোটের দিনটি হবে গোলযোগহীন- বাক্স নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, জোর করে সিল মারা, এজেন্টকে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া, ভোট গণনায় বাধা, ফল প্রকাশে ঘাপলা ইত্যাদি বিষবৎ পরিত্যাজ্য হবে। শেষত হতে পারে- দেশী-বিদেশী মিডিয়া এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক কর্তৃক অবাধে ভোটপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ। এসব কথার অতি সংক্ষিপ্তকরণই হচ্ছে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন।

উপরের আকাঙ্ক্ষার সাথে আমাদের নিকট অতীতের নির্বাচনগুলোকে মিলিয়ে দেখতেই পারি। ১৯৯১ থেকে ২০১৮ সময়ের নির্বাচনগুলোকে যে কেউ নম্বর দিয়ে অতি সহজেই মূল্যায়ন করতে পারে। সে সব বাদ দিলেও এই দেশের সাধারণ মানুষ তথা জনভোটার, সরকার, মিডিয়া, নির্বাচন কমিশন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই দেখতে চায়। এই দেশের নির্বাচনে আন্তর্জাতিক সহযোগীদের আগমন নানা কারণেই ঘটে। সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু মোড়লরা যেহেতু এসে গেছে- আমরা তাদের পাত্তা না দিয়ে পারছি না। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন- এই প্রত্যয়গুলোর মধ্যে 'অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন' নিয়েই যত বিপত্তি, তুমুল আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক; কী নেই! আবার এই অংশগ্রহণমূলক ধারণাটি নির্বাচনের আগের ব্যাপার বলেই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার আগেই এর নিষ্পত্তি আবশ্যক। ফলত, এই বিষয়টিই আগামী নির্বাচনের জন্য আপাতত মূল নিয়ামকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে।

Ôঅংশগ্রহণমূলক নির্বাচন' প্রপঞ্চটির গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা আছে কি? নানা কিছু জেনে-শুনে মনে হয়, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে নির্বাচনই 'অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন'। ২০১৩ সালে প্রধানতম বিরোধী দলের নির্বাচনে অংশ না নেয়া থেকেই এই ধারণাটি উঠে এসেছে। এর বিপরীতে আছে, জনভোটারের অংশগ্রহণই 'অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন'-এর কথা। জনগণের অংশগ্রহণের মধ্যেই আবার অন্যরকমের হিসেবি গোলমাল আছে। বলা হচ্ছে, একটি বড় দল নির্বাচনে না এলে ভোটারদের একটি বড় অংশ ভোটকেন্দ্রেই যাবে না। একটি বড় দলের সমর্থক-কর্মী-ভোটার ভোট দিতে না এলে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ ভোটারই অনুপস্থিত থাকবে। ফলে ভোটারদের অংশগ্রহণই 'অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন', এই তত্ত্ব মার খাবে। সমস্যা আরো আছে। একটি বড় দল নির্বাচনে না গেলে বাকি বড় দলের প্রার্থী অনায়াসেই জিতে আসবে জেনে তাদের ভোটাররাও অপেক্ষকৃত কমসংখ্যক ভোট দেবে। এতে ভোটারের সংখ্যা আরো কমবে। উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার দেশে হাসি তামাশার বিষয় হয়েছে; কে না জানে! অল্প কয়েক দিন আগে কম্বোডিয়ায় নির্বাচন হয়েছে। ওই নির্বাচনে কোনোরূপ সহিংসতা কিংবা গোলযোগ হয়নি; কারো ভোট দিতেও অসুবিধা হয়নি। নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলকও হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি এবং তার জন্য কম্বোডিয়াকে এখন নানা কিছু মোকাবেলা করতে হচ্ছে। গ্রহণযোগ্যতা না পাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল, প্রধান বিরোধী দলকে নানা কৌশল করে নির্বাচনে অংশ নিতে দেয়া হয়নি। অথচ ক্ষমতাসীন দল ছাড়াও জোড়াতালি দিয়ে একাধিক বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছিল স্বৈরাচারী সরকার। শেষরক্ষা কিন্তু হয়নি।

ïরু করেছিলাম, 'ভালো ভোট-ভালো গণতন্ত্র' এই কথা দিয়ে। ভালো গণতন্ত্র এই দেশে আছে কিনা, সে প্রশ্ন না করেই বলা যায়, গণতন্ত্র (বা ভালো গণতন্ত্র) এই দেশে ভালো ভোট নিশ্চিত করতে পারেনি। নিকট ভবিষ্যতে পারবে বলে মনে করারও কারণ দেখা যায় না। একটি ভালো ভোট 'না' মানেই গণতন্ত্রের নানা অসুখ-বিসুখ। গণতন্ত্র অসুস্থ থাকলে একটি দেশের রাজনীতির অবস্থা কী হতে পারে, সহজেই অনুমেয়। ভোটের, গণতন্ত্রের, রাজনীতির এই রাহুদশা থেকে স্বাধীনতার অর্ধশত বছরেও কি আমাদের পরিত্রাণ মিলবে?

দুঃখিত, প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েই শেষ করতে হলো।

ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে যে কারণে আরব নেতাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা

॥ মুহান্নাদ আয়াশ ॥

শুধু মুখের বুলি যথেষ্ট নয়। জাতিসংঘের প্রস্তাব যথেষ্ট নয়। আনুষ্ঠানিক নিন্দা যথেষ্ট নয়। সামান্য পরিমাণ ত্রাণ পাঠানো যথেষ্ট নয়। এসব কথা ও কাজের সবই ফাঁকা ও অর্থহীন। ফিলিস্তিনে যখন গণহত্যা চালানো হচ্ছে, ইসরায়েল যখন কারও কথায় পাত্তা না দিয়ে নির্বিচার শহরগুলো ধ্বংস করছে, তখন আরব দেশগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে এগিয়ে আসতে হবে। ইসরায়েল যখন দানবের মতো মানুষ হত্যা করে যাচ্ছে, তখন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষসহ পুরো আরব বিশ্বকে কুণ্ঠাহীনভাবে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আরব বিশ্বের সব দেশ শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ মাথায় রেখে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কোনোভাবেই তারা নৈতিক অবস্থান থেকে প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না। আমি সব সময়ই ন্যায্যতার ভিত্তিতে অবস্থান নেওয়ার পক্ষে থাকায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই অবস্থানে থেকেই আমি মনে করছি, আরব দেশগুলোকে নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই ইসরায়েলের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব সব সম্পর্ক ছিন্ন করা দরকার।

ইসরায়েল যেখানে তার ঔপনিবেশিক প্রকল্প এগিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে কাজ করছে, সেখানে আরব শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারছে না এবং ফিলিস্তিনিদের বিষয়কে উপেক্ষা করে যাচ্ছে। আরব দেশগুলোর এই উন্নাসিকতার দুটি কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রাথমিক ও প্রধান কারণ, আরব নেতারা ইসরায়েলের সামরিক ক্ষমতাকে ভয় পান; বিশেষ করে ইসরায়েল কার্যত একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হওয়ায় তাঁদের ভয়টা বেশি। ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে জড়ালে তা আরব রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষা করবে, এমনটি আরব নেতারা বিশ্বাস করেন না। উল্টো তাঁরা বিশ্বাস করেন, ইসরায়েল ও তার পশ্চিমা মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ালে সেটি আরব সেনাবাহিনীগুলোকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, এই শাসকেরা কোনোভাবেই পশ্চিমা শক্তিগুলোকে খেপিয়ে তুলতে চান না। এই শাসকেরা ভালো করেই বুঝতে পারেন, ইসরায়েল পশ্চিমাদের একটি সাম্রাজ্যবাদী সহচর। তাঁরা সব দিক হিসাব-নিকাশ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যেহেতু তাঁরা অমেরিকান শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবেন না, যেহেতু পশ্চিমাদের তালে তাল মেলালে অনেক আর্থিক লাভ হয়, সেহেতু পশ্চিমাদের কথার বাইরে না গিয়ে চলাই সব দিক থেকে নিরাপদ।

আসল ঘটনা হলো, পশ্চিমাদের অনুগ্রহ যারা পেয়ে থাকে, তারা সংখ্যায় খুবই কম। মূলত অর্থনৈতিকভাবে অভিজাত একটি শ্রেণি এই সব সুবিধা পেয়ে থাকে। পশ্চিমা আর্থিক সুবিধার ছিটেফোঁটা হয়তো মধ্যবিত্তের কপালেও কালেভদ্রে জোটে, কিন্তু এই আরব অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ সেসব সুবিধা পায় না। ফলে যৌক্তিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব জনগণ ক্ষমতার কাছে থাকা অভিজাত গোষ্ঠীকে দুর্নীতিপরায়ণ মনে করে। ২০১১ সালে আরব বসন্তখ্যাত গণবিদ্রোহের মূল কারণ ছিল এটিই।

যদিও আরব শাসকদের অনেকেই প্রতিবাদকারীদের কয়েদখানায় বন্দী করে, নির্যাতন করে, হত্যা করে, নজরদারিতে নিয়ে নিজেদের শাসন টিকিয়ে রেখেছেন এবং বিদ্রোহ দমন করে আসছেন; কিন্তু এসব দিয়ে তাঁরা জনগণের বিপ্লবী চেতনাকে হারিয়ে দিতে পারেননি। ফলে একটু সুযোগ পেলেই জনগণ আবার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে এবং ক্ষমতাসীনদের নামাতে রাস্তায় নেমে পড়বে। যদিও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাত গোষ্ঠী এটিকে 'নিরাপত্তাব্যবস্থা' প্রয়োগের মাধ্যমে সামাল দেওয়ার মতো একটি সমস্যা বলে মনে করে (যেমনটি তারা ২০১০ সালে মনে করেছিল); কিন্তু আমি বলব, এটি একেবারেই স্বল্পমেয়াদি চিন্তাভাবনা। আমি মনে করি, দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রেখে এই জনক্ষোভ ভেতর থেকে প্রশমন করা উচিত।

আরব বিশ্বের সর্বস্তরের মানুষ নানা কারণে অকুণ্ঠভাবে ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে। তারা ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামকে নিজেদের মর্যাদা ও মুক্তির আন্দোলনের প্রতিফলন হিসেবে দেখে। যখন তারা আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রের মর্যাদা না পাওয়া গরিব ফিলিস্তিনিদের পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে দেখে, তখন তারা দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হয়। ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামী চেতনা আরব জনগণের মধ্যে তাদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী শাসনের আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে। তারা তখন প্রশ্ন তুলতে শুরু করে, কেন মিসর ও জর্ডানের সরকার গাজার ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা অবসানে সক্রিয় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হচ্ছে; কেন সৌদি আরব তার তেল সরবরাহের সুবিধাকে ব্যবহার করে ইসরায়েলকে যুদ্ধে সমর্থন দেওয়া বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিচ্ছে না।

যদিও শাসকগোষ্ঠী তাদের জনগণকে সামষ্টিকভাবে তাদের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা থেকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়; কিন্তু দিন শেষে প্রশ্নগুলো জনগণের হৃদয়ের মধ্যে আটকে থাকে। এই প্রশ্নগুলো আরব সম্প্রদায়ের তৃণমূল পর্যায়ে সার্বক্ষণিকভাবে আলোচিত হচ্ছে।

তবু এই শাসকেরা এত মানুষের চাওয়ার বিপক্ষে দাঁড়ান শুধু পশ্চিমাদের স্বীকৃতি ও সহযোগিতার আশায়।

সর্বগ্রাসী শাসকেরা কখনোই তাঁদের দ্বারা শাসিত জনগণের মুখোমুখি হতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। উল্টো তাদের তাঁরা ভয় পান। যদিও পশ্চিমাদের স্বীকৃতির জোরে এই শাসকেরা দীর্ঘদিন টিকে আছেন, কিন্তু সেই স্বীকৃতি বরাবরই নাজুক অবস্থায় থেকেছে।

এখন যদি এই শাসকেরা সরাসরি জনগণের মতামত ও আহ্বানে সাড়া দেন, তাহলে তাঁরা নিজ দেশের মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হতে পারবেন। ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়ানোর মাধ্যমে তাঁরা জনগণের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন। আসলে নিজ দেশের জনগণের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর নিবিড় বন্ধনের একটা বড় সুযোগ করে দিয়েছে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রাম।

আরব শাসকেরা যেদিন নিজ দেশের জনগণের সঙ্গে একীভূত হয়ে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে পারবেন, সেদিনই মূলত তাঁরা প্রকৃত সার্বভৌম শাসকের মর্যাদা পাবেন। তার আগে নয়।

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, অনুবাদ: সারফুদ্দিন আহমেদ

লেখক: জেরুজালেমে জন্মগ্রহণকারী ও কানাডার মাউন্ট রয়্যাল ইউনিভার্সিটির সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক

ইসির নির্বাচনী তোড়জোড়

॥ তোফাজ্জল হোসাইন ॥

রাজনীতির মাঠে সঙ্ঘাত আর সহিংসতার মধ্যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনের ৯০ দিনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়েছে। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী, ১ নভেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারির মধ্যে এ নির্বাচন শেষ করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন আয়োজনের সব প্রস্তুতি এগিয়ে নেয়ার পাশাপাশি রেওয়াজ অনুযায়ী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রাষ্ট্রপতিকে সার্বিক বিষয়ে অবহিত করার কথা কমিশনের। সেই অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে দেখা করেছে কমিশন।

২০১৪ সালের মতো এবারো নির্বাচনপদ্ধতি নিয়ে মতপার্থক্যে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। বিএনপি ও সমমনাদের হরতাল ও অবরোধের কর্মসূচি ঘিরে চলছে সঙ্ঘাত আর প্রাণহানি। জনমনে বাড়ছে উদ্বেগ। বিশেষ করে ২৮ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশে হামলা মামলার পর দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুলসহ শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সাড়ে আট হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে দলটিকে নেতৃত্বশূন্য করার চেষ্টা করছে সরকার। এতে করে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। নিপীড়নের পথ পরিহারের আহ্বান জানিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠন।

এমন পরিস্থিতিতে আলোচনার মাধ্যমে মতভেদ নিরসন ও সমাধানের পথ খোঁজার পরামর্শ আসছে পর্যবেক্ষক মহল থেকে। কিন্তু এখনও সমঝোতার তেমন কোনো আভাস মিলছে না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল গত সপ্তাহে বলেছিলেন, ভোটের কাঙ্ক্ষিক্ষত পরিবেশ এখনো হয়নি। তবে মঙ্গলবার তিনি এও বলেছেন, পরিবেশ প্রতিকূল হলেও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় ভোট করা ছাড়া কোনো বিকল্প নির্বাচন কমিশনের নেই। আর গতকাল রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, যেকোনো মূল্যে নির্বাচন করতে হবে, দ্রুত তফসিল ঘোষণা।

নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপের আয়োজন করে। ৪৪টি দলকে সংলাপের চিঠি পাঠানো হয়। এতে বর্তমান ক্ষমতাসীন দলসহ ১৮টি দল অংশ নেয়, প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ ২৬টি দল সংলাপে সাড়া দেয়নি। সংলাপ শেষে ১৮ দল (বেশির ভাগই নামসর্বস্ব) সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি সবার একটাই কথা, ক্ষমতাসীন দল দলীয় নেতাকর্মীদের দিয়ে প্রশাসন সাজিয়েছে, ফলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। ইতোমধ্যে তারা যে নির্বাচনগুলো করেছে তাতেও ইসি নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেনি পুলিশ এবং সরকারদলীয় ক্যাডারদের কারণে। সর্বশেষ লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের উপনির্বাচনে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ৫৩ মিনিটে ৪৩ ভোটে একাই সিল মেরেছেন। নিরপেক্ষ নির্বাচনের আরেক নমুনা জাতিকে উপহার দিলো ইসি।

গত সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেন, দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিবেশ নেই। তারপরও তিনি সাবেক দুই সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ ও কে এম নুরুল হুদার



মতো পাতানো নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ অবস্থায় সবার আগে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি, সব দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করা এবং তারপর তফসিল ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছে সংলাপে অংশ নেয়া দলগুলো। আর আওয়ামী লীগের বক্তব্য, 'বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন করতে হবে এমন কোনো কথা সংবিধানে লেখা নেই।' জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত শনিবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সাথে আলোচনার পর দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য ফারুক খান এই মন্তব্য করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সংবিধানে কি নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মারার কথা লেখা আছে? নাকি ১৫৩ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার কথা লেখা আছে? সংবিধানের জন্য মানুষ নাকি মানুষের জন্য সংবিধান?

সরকার যখন আবারো ২০১৪ সালের মতো আরেকটি ভোটারবিহীন পাতানো নির্বাচন করার মনস্থির করেছে, তখন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়ালের কাছে জাতির প্রশ্ন, কমিশন কি আগের সিইসি কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ এবং কে এম নুরুল হুদার পথে হাঁটতে শুরু করেছে? অবশ্য, ২০১৪ সালের নির্বাচনের বিষয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বলেছিলেন, তার দল নির্বাচন বর্জন করলেও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে অংশ নিতে বাধ্য করেছিলেন। এবং তাকে সিএমএইচে নিয়ে আটক করে রাখা হয়।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে প্রশাসন, পুলিশকে ব্যবহার করে বর্তমান সরকার পাতানো নির্বাচন করে। এবারো সেই দিকে যাচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ পাতানো নির্বাচনের চিন্তা পরিহার করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছে। যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপানসহ উন্নয়ন সহযোগী দেশগুলো সব দলের অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হবে এমন বার্তাও দিয়েছে। সব দলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভিসানীতি ঘোষণা করেছে। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন কার স্বার্থে পাতানো নির্বাচনের পথে হাঁটছে সে প্রশ্ন উঠছে। কারণ দেশের রাজনৈতিক স্থিতি ও অর্থনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক সমঝোতা অপরিহার্য মনে করছেন বিশিষ্টজন ও অর্থনীতিবিদরা। দেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ চায় ভোটের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হোক। বিএনপির নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের এক দফা দাবিতে আয়োজিত সভা-সমাবেশগুলোতে বিপুল জনসমাগম তার প্রমাণ। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও প্রভাবশালী দেশগুলো আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে সঙ্কট সুরাহার পরামর্শ দিচ্ছে। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারকরা ভিন্ন পরিকল্পনা করছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট। এমন সব বক্তব্যের পরও নির্বাচন কমিশন লোকদেখানো সংলাপের আয়োজন করেছে। বিএনপির মহাসচিবসহ সিনিয়র নেতারা কারাগারে বন্দী জেনেও সংলাপের আমন্ত্রণপত্র দলটির নয়াপল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেটের চেয়ারে এবং চেয়ারপারসনের কার্যালয়ের দেয়ালে লাগিয়ে দিয়েছে পথচারীদের সাক্ষী রেখে। ইসির এটি এক ধরনের মশকারা কিনা তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমগুলোতে নেটিজেনদের মধ্যে চলে মহা জল্পনা।

অবরোধে দেশের রাজপথে টালমাটাল অবস্থা। অন্যদিকে সরকারের দায়িত্বশীল নেতারা প্রতিদিন বিএনপির মুন্ডুপাত করছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভা-সমাবেশে নেতারা বিএনপিকে নিয়ে বেশি কথা বলছেন। ‡দশে এখন চলছে রাজনৈতিক চরম অস্থিরতা। নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিএনপি-জামায়াত ও সমমনা দলগুলো ২০১৩ সালের মতো হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচিতে ফিরে গিয়ে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের জনগণের ভোটের অধিকার হারিয়ে গেছে। ওই দুই নির্বাচনে যারা ইসির দায়িত্বে ছিলেন তারা ক্ষমতাসীনদের 'নাচের পুতুল' হয়ে বিতর্কিত নির্বাচন করে এখন আফসোস করছেন। সেই একই পরিণতি কি চাচ্ছেন বর্তমান সিইসি!

একজন আইন-অজ্ঞের নির্বাচন ও সংবিধানচিন্তা

॥ মো. তৌহিদ হোসেন ॥

১৯৭৪ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, প্রথম ভর্তি হয়েছিলাম আইন বিভাগে। দেশে দুর্ভিক্ষ, চাকরিজীবী বাবা পরিবারসহ দুঃসহ দারিদ্র্যে। অর্থাভাবে বেশির ভাগ সময় গ্রামের বাড়িতে বসে থাকি, এক সপ্তাহ ক্লাস করি তো দু সপ্তাহ নেই। কিছুদিন পরে দেখি ক্লাসে শিক্ষকদের বক্তৃতা দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। তখন অনুষদ পরিবর্তন করে ইতিহাস বিভাগে চলে গেলাম। আইন নিয়ে আমার আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া ওই পর্যন্তই। চাকরিতে ঢোকার পর আন্তর্জাতিক আইন অবশ্য কিছু পড়তে হয়েছে। দেশের সংবিধান নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা তাই আইনের মতো একটি জটিল বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান নেই এমন একজন সাধারণ মানুষের মতো হিসেবেই দেখা যায়। ৪ নভেম্বর সংবিধান দিবস পালিত হলো। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বাণী দিয়েছেন। জ্ঞানী গুণী আইন বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। আমি শুধু দু তিনটি বিধান নিয়ে কথা বলব, সাধারণ নাগরিক হিসাবে যে বিষয়গুলো আমাকে পীড়া দেয়।

পঞ্চদশ সংশোধনী

আইন বিষয়ে কোনো দ্বিধায় উপনীত হলে আমি ড. শাহদীন মালিকের শরণাপন্ন হই। কয়েক বছর আগে এক সামাজিক অনুষ্ঠানের ফাঁকে তাঁকে বলেছিলাম, আচ্ছা, সংবিধানে কোনো সংশোধনী আনতে গেলে তো ওই মুহূর্তে বিদ্যমান ব্যবস্থার আলোকেই করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে সংবিধানের ১৪২ ধারায় এরূপ সংশোধনীর ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান ছিল, পঞ্চদশ সংশোধনীতে যা উঠিয়ে দেওয়া হয়। এই উঠিয়ে দেওয়াটি তো বিদ্যমান ব্যবস্থা, অর্থাৎ গণভোটে সিদ্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল, তাই না? কিন্তু তা করা হয়নি। তাহলে এই সংশোধনী কি অকার্যকর নয়? ড. মালিক বলেছিলেন, হ্যাঁ, এ নিয়ে কথাবার্তা আছে। সম্প্রতি জনাব বদিউল আলম মজুমদার তাঁর একাধিক লেখায় এই প্রসঙ্গ এনে খোলাসা করে বলেছেন যে সংশোধনীটি অসাংবিধানিক এবং বিষয়টি আদালতে গেলে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল হয়ে যাবে। তিনি অবশ্য মনে করেন যে বিদ্যমান বাস্তবতায় এরূপ প্রতিকার পাওয়া দুষ্কর।

৭খ অনুচ্ছেদ

পঞ্চদশ সংশোধন পরবর্তী ৭খ অনুচ্ছেদে সংবিধানের বড় একটি অংশকে সংশোধন অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। সংবিধান প্রণয়ন বা সংশোধন করেন সংসদ সদস্যরা, যারা তাত্ত্বিকভাবে জনগণের ইচ্ছার প্রতিভূ। অর্থাৎ, সংবিধানের বিধানাবলি ওই নির্দিষ্ট সময়ে জনগণের, বা তাঁদের প্রতিনিধিদের, প্রজ্ঞার প্রতিফলন। আমরা কী করে নিশ্চিত হতে পারি যে এ ব্যবস্থা যাঁরা করেছেন, মহাকালের মাঝে তাঁরাই সবচেয়ে ঋদ্ধ, সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, এবং তাঁদের চেয়ে জ্ঞানী গুণী বাংলাদেশে আর কখনো জন্ম নেবে না?

পঞ্চাশ বছর পরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ অন্য রকম, যখন কিছু বিধান জনস্বার্থে পরিবর্তন জরুরি হতে পারে। তখন তাহলে কী উপায় হবে? আমার মতে তাই এই ৭খ অনুচ্ছেদ রহিত করা প্রয়োজন। তবে পঞ্চদশ সংশোধনী যদি বাতিল হয়ে যায়, তখন আলাদাভাবে আর কিছু করার প্রয়োজন হবে না।

নির্বাচনব্যবস্থা

ক. বাংলাদেশের গত ৫২ বছরের ইতিহাসে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি, ভবিষ্যতে হবে এমনটি অতি বড় আশাবাদীও মনে করেন না। পক্ষান্তরে গত ২৫ বছরে দেশে যত রাজনৈতিক সংঘাত, সংঘর্ষ হয়েছে তার মূল ইস্যু ছিল নির্বাচন কীভাবে হবে। এর ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটেছে, সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিদেশিদের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় একটি দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে সংবিধানেই। 'অনির্বাচিত সরকার' নিয়ে চলমান বাগাড়ম্বর অর্থহীন। সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তিন মাসের অনির্বাচিত সরকার চাই, না পাঁচ বছরের।

খ. বাংলাদেশে সুষ্ঠু যে চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান (শতকরা ভোট/আসন) দেখে নেওয়া যাক। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০.০৮ শতাংশ, বিএনপি ৩০.৮১ শতাংশ জামায়াত ১২.১৩ শতাংশ ও জাতীয় পার্টি ১১.৯২ শতাংশ ভোট পায়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮৮ টি, বিএনপি ১৪০ টি, জামায়াত ১৮টি ও জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন পায়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪, বিএনপি ৩৩.৬১, জামায়াত ৮.৬১ ও জাতীয় পার্টি ১৬.৪০ শতাংশ ভোট পায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬ টি, বিএনপি ১১৬ টি, জামায়াত ৩টি ও জাতীয় পার্টি ৩২টি আসন পায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪০.১৩, বিএনপি ৪০.৯৭, জামায়াত ৪.২৮ ও জাতীয় পার্টি ১.১২ শতাংশ ভোট পায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৬২ টি, বিএনপি ১৯৩ টি, জামায়াত ১৭টি ও জাতীয় পার্টি ৪টি আসন পায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪৮.০৪, বিএনপি ৩২.৫০, জামায়াত ৪.৭০ শতাংশ ও জাতীয় পার্টি ৭.০৪ শতাংশ ভোট পায়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৩০ টি, বিএনপি ৩০ টি, জামায়াত ২টি ও জাতীয় পার্টি ২৭টি আসন পায়।

এ পরিসংখ্যান থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট।

১. বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটিই প্রধান দল যাদের বিপুল জনসমর্থন আছে। আর দুটি দল আছে যাদের কিছু জনসমর্থন আছে।

২. ফলাফল যাই হোক না কেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলেরই কমিটেড ভোটার আছে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ করে। এর বাইরের ভোটগুলো আসে ক্ষমতাসীনদের ওপর নানান বৈধ কারণে বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ মানুষদের কাছ থেকে, যাদের কোনো দলের প্রতি আনুগত্য নেই এবং যারা পরিবর্তন চান।

৩. নির্বাচনে বিজয়ী দল কখনোই অর্ধেক বা বেশি ভোট পায়নি, এমনকি ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয় এসেছে অর্ধেকের কম ভোটে। অর্থাৎ আমরা সব সময়ই কমসংখ্যক ভোটের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার দ্বারা শাসিত হয়েছি। ওয়েস্ট মিনস্টার মডেলে এতে তেমন সমস্যা থাকার কথা নয়, যেহেতু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালিত হওয়ার কথা একধরনের ঐকমত্যের ভিত্তিতে। কিন্তু আমাদের দেশে বিজয়ী দল নিজেদের একচ্ছত্র শাসক এবং পাঁচ বছর মেয়াদে সব ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার অধিকারপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচনা করে। শুধু তাই নয়, অর্ধেকের কম ভোট পেয়েও একটি দল সংবিধানকে ইচ্ছামতো কাটাছেঁড়া করার অধিকার অর্জন করে। এ ছাড়া বড় দুটি দলই পরস্পরকে শত্রু জ্ঞান করে এবং বিরোধীদের কোনো পরিসর দেওয়াকে নিজেদের দুর্বলতা, এমনকি পরাজয় হিসেবে দেখে।

এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে জাতীয় সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান করার বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। এর ফলে কোনো দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচারী আচরণের সুযোগ পাবে না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পরামর্শ রেখেছেন যাতে কোনো দল 'ব্রুট মেজরিটি' না পায়। এর ফলে সরকার গঠন করতে ছোট দল বা দলসমূহের সাহায্য প্রয়োজন হবে। এতে হয়তো কিছু নীতিবিবর্জিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে খানিক 'হর্স ট্রেডিং' এর সুযোগ সৃষ্টি হবে, কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য মৌরুসিপাট্টা পেয়ে গেছি এই মনোভাব তিরোহিত হবে। সংবিধান সংশোধন করতেও বিরোধী দলের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। দেশের প্রয়োজনে যে এটা সম্ভব তার প্রমাণ ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তনে আনা সংশোধনী পাশে উভয় পক্ষের সহযোগিতা।

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বিল পাশ করতে পারে। ২০২৪ এর জানুয়ারিতে হোক বা এর পরে কোনো এক সময়, একদিন দেশে অবশ্যই একটি নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যেখানে জনগণ প্রকৃতই তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। সে নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বা বিএনপি তাদের কমিটেড ভোটারদের, অর্থাৎ কমবেশি এক-তৃতীয়াংশ ভোট পাবে। কিন্তু বিদ্যমান 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' ব্যবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েও যে কোনো দল ৩০ থেকে ৪০টি আসন লাভ করে একটি ছোট বিরোধী দলে পরিণত হবে। অথচ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকলে তারা হবে ১০০টি আসন নিয়ে একটি বৃহৎ বিরোধী দল।

উপরন্তু যে দল ক্ষমতায় যাবে, তারা আওয়ামী লীগ বা বিএনপি যে দলই হোক না কেন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তাঁরা কুক্ষিগত করতে পারবেন না, যেহেতু ছোট একটি বা একাধিক দলের সঙ্গে তাদের জোট বাঁধতে হবে। এতে জনগণ এবং দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো লাভবান হবে।

সংবিধান নিয়ে চিন্তায় আরও আছে ১৮ কোটি লোকের দেশটিতে কয়েকটি প্রদেশ সৃষ্টি, এবং সেখানে ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার পুনর্বণ্টন, বিচারব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ইত্যাদি। তবে আজ থাকুক এ পর্যন্তই।

লেখক: সাবেক পররাষ্ট্রসচিব

গাজা যুদ্ধ : ভিন্ন হলেও তারা অভিন্নই বটে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

মিয়ানমারে যেমন, প্যালেস্টাইনেও তেমনি। ইহুদিরা একদা নাৎসিদের হাতে ভয়াবহ গণহত্যার এক কর্মসূচির শিকার হয়েছিল। স্মরণ করলে গা শিউরে ওঠে। পুঁজিবাদী বিশ্ব ইচ্ছা করলে ইহুদিদের নিজেদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের যে কোনো এক এলাকায় পুনর্বাসন করতে পারত। ইহুদিরা কোনো এক জায়গায় না; ছড়িয়ে-ছিটিয়েই ছিল।

কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্ব ঠিক করল, তাদের এনে রাখবে আরব ভূমিতে। সে জন্য প্যালেস্টাইনের নিরীহ মানুষ উৎখাত হলো এবং ইসরায়েল সেখানে আস্ত একটি রাষ্ট্রই কায়েম করে ফেলল। প্যালেস্টাইনবাসী কোনো অপরাধ করেনি, কিন্তু তারা যে তাদের ভূমিতে আছে, সেটাই হয়ে দাঁড়াল তাদের জন্য মস্ত বড় অপরাধ; অবিকল সেই অপরাধ যা মেষশাবকটি করেছিল। অভাগা প্যালেস্টাইনবাসী দখলদার ইসরায়েলকে প্রথমটায় রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করতে চায়নি। না-চাওয়াটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তারা যুদ্ধ করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদী সবাই ইসরায়েলের পক্ষে; বেচারা প্যালেস্টাইনবাসী পারবে কেন? নিরুপায় হয়ে ইসরায়েলিকে তারা মেনে নিয়েছে। বলেছে, ঠিক আছে, তোমরাও থাকো, আমরাও থাকি। দুটি রাষ্ট্রই থাক। মনের ভেতরে যা-ই থাকুক; আমেরিকাও মুখে ওই ব্যবস্থাকে সমাধান বলে জানিয়েছিল। কিন্তু ইসরায়েল তা মানবে কেন? সে কম কীসে?

পুঁজিবাদী তো! সব সময়েই তার ইচ্ছা একচ্ছত্র রাষ্ট্র কায়েম করা, প্রয়োজনে প্যালেস্টাইনীয়দের নিজ ভূমিতে দাসে পরিণত করা। আমেরিকাকে আগাগোড়া সে পেয়েছে বন্ধু হিসেবে। বন্ধু বলেছে–তেল আবিব নয়, জেরুজালেমই হবে ইসরায়েলের রাজধানী। পুঁজিবাদ এগোচ্ছে বৈ কি। মধ্যপ্রাচ্য কতটা উত্তপ্ত হবে; তার তাপে মানুষের কতটা ক্ষতি হবে; বর্ণবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ কতটা উৎসাহ পাবে; পুঁজিবাদের জন্য এসব কোনো বিবেচনার বিষয়ই নয়। এদিকে পুঁজিবাদী ইসরায়েলিরা যে কতটুকু পূত-পবিত্র, বোঝা যায় তাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর আচরণ থেকে। দুর্নীতির দায়ে তাঁর বিচার হচ্ছে তাঁর দেশেরই আদালতে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন এসেছিলেন তখন মনে হয়েছিল নতুন পাগলের আগমন। পরে বোঝা গেল, পাগল বটে, তবে সেয়ানা। জাত ব্যবসায়ী, কোথা থেকে কতটা মুনাফা আসবে ঠিকই বোঝেন। মধ্যপ্রাচ্যে জর্জ বুশের তৎপরতা দেখে লোকে বলাবলি করেছিল, হিটলার ফিরে এসেছে নতুন বেশে। শেষ পর্যন্ত এটাও প্রমাণিত হয়েছিল–ইতিহাসে এক বীর দু'বার আসে না। দ্বিতীয়বার আসতে চাইলে তাকে আসতে হয় ভাঁড় হিসেবে।

পুঁজিবাদের এই পতনকালে দেখা যাচ্ছে তাদের এই নতুন কর্তা আগেরজনদের নানাভাবে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন। বুশ অধোবদন হয়েছেন ট্রাম্পের লম্ফঝম্প, হম্বিতম্বির কাছে। তিনিও বলেছিলেন, না, বাড়াবাড়ি হচ্ছে। হোয়াইট হাউসে ঢুকেই ট্রাম্প ঘোষণা দিয়ে ফেলেছিলেন, মুসলমানদের ওপর চোখ রাখতে হবে এবং তাদের সহজে আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না। ঘোষণা শেষ করেই প্রথম যে দেশে তিনি ছুটেছিলেন সেটি হচ্ছে মুসলমানদের খাসভূমি বলে চিহ্নিত সৌদি আরব। সেখানে গিয়ে বাদশাহর সঙ্গে কোলাকুলি করতেও তাঁর আটকায়নি। আসল উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্র বিক্রি। কোলাকুলির ফাঁকে অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে এমন বড় একটা চুক্তি সই করিয়ে নিয়েছিলেন, যেমনটা নাকি আগে কখনোই হয়নি। বাদশাহ ভাবলেন, মস্ত উপকার হলো। প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। কার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন? শত্রু কে? বিধর্মী, মুসলমানবিদ্বেষী ইসরায়েল কি শত্রু? বালাই ষাট। ইসরায়েল তো খাঁটি দোস্ত। খাঁটি পুঁজিবাদী। শত্রু হচ্ছে ইরান; বশ্যতা মানে না; বেয়াদবি করে!



বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেনও একই পথে হাঁটছেন। গাজায় চলছে গণহত্যা। গণহত্যা সংঘটনে অস্ত্রসহ সব প্রকার সহায়তা দিয়ে ইসরায়েলিদের নৃশংস গণহত্যায় মদদ দিয়ে যাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও তাঁর মিত্র পশ্চিমা বিশ্ব। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভিন্ন ভিন্নজন হতে পারেন। কিন্তু কথায় আছে, বাইরে কেবল সাদা-কালো, ভেতরে সবার সমান রাঙা।

ট্রাম্পের সৌদি আরব সফর সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল। মুনাফার গন্ধ পেয়েছিলেন, মুনাফার ব্যবস্থা হয়েছে। আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ভালো ব্যবসা পাবেন। এটা এমন এক ব্যবসা, যাতে মুনাফার কোনো অবধি নেই। টাকা আসবে; অস্ত্র কারখানায় লোকে কাজ পাবে। বুশ যে ইরাক দখল করেছিলেন, তার পেছনে একাধিক অনুপ্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল। ইরাকের তেলের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে অবস্থান শক্ত করা ও নতুন ঘাঁটি স্থাপন–এ সবই ছিল; কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রেরণাটা এসেছিল ব্যবসার লোভ থেকেই। যুদ্ধ বাধাতে পারলে অস্ত্র বিক্রি হবে, তাতে অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। আবার ইরাককে যদি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা যায়, তাহলে পুনর্নির্মাণ কাজও শুরু করতে হবে। বলা বাহুল্য, ইরাকের টাকাতেই এবং সে কাজ আমেরিকানরাই করবে, তাদের শর্তে। এমনকি জাদুঘরে রাখা সভ্যতার নিদর্শনগুলোইবা কম কীসে! বিক্রি হবে, দু-পয়সা আসবে। যা যা পাওয়া গেছে সবই হাতিয়ে নেবে ঠিক করেছিল। নিয়েছেও।

বুশ আওয়াজ দিয়েছিলেন, সাদ্দাম হোসেনের হাতে ওয়েপনস অব মাস ডেস্ট্রাকশন আছে; তাই অবিলম্বে ওই হাত ভেঙে দেওয়া চাই। তা না হলে সে মানুষ মেরে শেষ করবে। বুশ বিলক্ষণ জানতেন, ও রকম অস্ত্রশস্ত্র ইরাকের কাছে মোটেই ছিল না। অজুহাত তো একটা চাই, তাই দাঁড় করানো। মনে নেই, গল্পের নেকড়ে মেষশাবককে কী বলেছিল? বলেছিল, তুই আমার খাবার পানি ঘোলা করছিস কেন? মেষশাবক জানিয়েছিল, 'আমি তো ঝর্ণার নিচের দিকে আছি, উপরের পানি ঘোলা করব কী করে?'

নেকড়ে বলেছিল, 'গত বছর তুই আমার বাবাকে অপমান করেছিলি।' মেষশাবকটি জানিয়েছিল, তখন তার জন্মই হয়নি। নেকড়ে বলেছিল, 'ভারি তর্ক শিখেছিস। ওতে কাজ হবে না। আমি তোকে খাবো।' বুশেরও ছিল একই কথা–মানববিধ্বংসী অস্ত্র নেই বলছিস। বললেই হলো? আমার গোয়েন্দারা বলছে, লুকিয়ে রেখেছিস। আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও অতি গোপন সূত্রে খবর পেয়েছেন–অস্ত্র আছে; এসব নিয়ে এত তর্ক কীসের? এর পরে গল্পের নেকড়েটির যা করবার কথা, বাস্তবের বুশ সাহেব হুবহু তাই করেছিলেন। গল্পের নেকড়েটি একাই ছিল, সঙ্গীর দরকার পড়েনি। ইতিহাসে বুশের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিলেন; তারা আহ্লাদিত হয়েছেন। সবচেয়ে নিকটে ছিলেন যিনি, তিনি তো মনে হয় আঙুলই নেড়েছেন। ইতিহাস তাই বলছে।

ইতিহাস অবশ্য এও বলে যে, ওই তৎপরতার পরিণতিতে একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ জনপদ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে, হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, লাখ লাখ মানুষ উৎপাটিত হয়ে উদ্বাস্তুদের দলে নাম লিখিয়েছে। মুনাফাখোরদের কোনো ক্ষতি হয়নি, লাভ ছাড়া। সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করতে গিয়ে যে শিয়া-সুন্নি-কুর্দি বিরোধকে চাঙ্গা করা হয়েছিল; ইসলামিক স্টেট বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল; তাতেও মুনাফা ছিল। বিরোধে লিপ্ত সব পক্ষের কাছেই অস্ত্র বিক্রি করা গেছে। বাজার খুঁজতে হয়নি, বাজার পড়ি তো মরি দৌড়ে এসে হাজির হয়েছে। পুঁজিবাদের মুনাফালিপ্সাতে দুই দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। ভাগ বাটোয়ারার টানাহেঁচড়াতে পুঁজিওয়ালারাই বাধিয়েছে যুদ্ধ। মারা পড়েছে নিরীহ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পুঁজিবাদী হিসেবে আমেরিকার আবির্ভাব। জয় দেখাতে পারেনি, তবে ভয় দেখাতে ছাড়েনি। যুদ্ধ যখন শেষ হয় গেছে; জার্মানরা পর্যুদস্ত, জাপানিরা বিপর্যস্ত, সেই সময়ে আমেরিকা নিজের সদ্য-উদ্ভাবিত আণবিক বোমা ফেলল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে। লাখ লাখ মানুষ মারা গেল, জীবিতরা পঙ্গু হয়ে পড়ল, ধ্বংস হলো প্রকৃতি, নগর ও পরিবেশ। বর্বরতা জাপানি সৈন্যরাও অবশ্য কম করেনি। কিন্তু আমেরিকার রাষ্ট্রশাসকদের কাছে তা হার মেনেছে। আকাশপথে উড়ে এসে নিরপরাধ মানুষ হত্যার অমন কাজ জাপানিরা করতে পারেনি। কেন ফেলল ওই বোমা? ভুল করে? মোটেই না, ফেলল স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েই। সিদ্ধান্তের পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল।

প্রথম অনুপ্রেরণা ভয় দেখানোর। জাপান পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন তো আছে। ভয় দেখানো চাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্র সমাজতন্ত্রীদের। আমেরিকা অস্থির; নেতৃত্ব কেড়ে নেবে পুঁজিবাদী বিশ্বের; তার প্রতি চ্যালেঞ্জ অন্য কোথাও থেকে আসবে না, আসবে শুধু সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, যে নাকি বুকে-পিঠে লড়াই করে হিটলারকে রুখে দিয়েছে, মহাপ্রলয় থেকে রক্ষা করেছে বিশ্বকে। জাপানিদের মেরে আমেরিকা ভয় দেখাল সমাজতন্ত্রীদের। বলে দিল, আমার হাতে যে অস্ত্র আছে, অন্য কারও হাতে তা নেই। বোমা ফেলার দ্বিতীয় অনুপ্রেরণা, নতুন মারণাস্ত্রটির ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখা। সেটাও দরকার ছিল; শত্রুকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য যেমন, তেমনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্যও বৈ কি। সাফল্যের সঙ্গে বোমা ফাটিয়ে আমেরিকা জানিয়ে দিল, পুরোনো পুঁজিবাদী জার্মানি ও জাপানকে হটিয়ে দিয়ে এসেছে এখন নতুন এই পুঁজিবাদী, যে কিনা অনেক বেশি সুসজ্জিত–মারণাস্ত্রে। পুঁজিবাদের জন্য ভয়ের কিছু নেই, সমাজতন্ত্র তাকে কাবু করতে পারবে না।

কাজটা করতে গিয়ে অসংখ্য নিরীহ, নিরপরাধ মানুষের যে প্রাণ গেল, ক্ষতি হলো অপরিমেয়, তাতে কী আসে যায়?

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সড়কে 'কাঠামোগত হত্যাকান্ড' এবং নিরন্তর শোকসভা

॥ উম্মে রায়হানা

গত ৮ নভেম্বর চট্টগ্রামে এক পরিবারের সাতজন সড়ক দুর্ঘটনা নামক কাঠামোগত হত্যাকান্ডে নিহত হন। একই দিন আরিফুল ইসলাম বাবু এবং সৌভিক করিম অর্জুন নামে দুই সম্ভাবনাময় যুবক রাজধানী ঢাকায় ট্রাকের ধাক্কায় নিহত হন। এ দুই চিন্তাশীল ও মেধাবী মানুষের একজন প্রকাশনা সংস্থা ইউপিএলে কর্মরত ছিলেন, অন্যজন ছিলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের খন্ডকালীন শিক্ষক। তারা দু'জন ছিলেন পরস্পর হৃদয়ের কাছাকাছি। অন্য ভুবনে যাত্রার সময়ও তারা একই সঙ্গে উড়াল দিলেন অবস্থান্তরে! নিশ্চয় সেও এক অভিজ্ঞতা! নিশ্চয় তারা যোগ দিয়েছেন দৃষ্টিসীমার অগোচরে অন্য কোনো মাত্রায়!

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের অকালমৃত্যুও ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছিল এই অসামান্য প্রতিভাধর চলচ্চিত্রকারের জীবন। শুধু তারেক মাসুদ নন; এই দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীরের।

গত ২২ অক্টোবর ছিল নিরাপদ সড়ক দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'আইন মেনে সড়কে চলি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি'। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানীর বনানীর বিআরটিএ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সংস্থার চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ মজুমদার বলেন, সামাজিক আন্দোলন গড়তে না পারলে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

এই সামাজিক আন্দোলন ধারণাটি বেশ ধোঁয়াশাযুক্ত। এর আগে একবার দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, ধর্ষণের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। ধরে নিলাম, কোনো এক অজানা কারণে ধর্ষণ নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ভীষণ সচেতন হয়ে উঠল। পাড়া-মহল্লায় প্যান্ডেল টানিয়ে, ব্যানার-ফেস্টুন ঝুলিয়ে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করে প্রচুর আলোচনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু হলো। ধর্ষণ কত বড় অপরাধ; এতে নারী ও শিশুর প্রতি কত বড় সহিংসতা হয়; ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ধর্ষণ কোন পর্যায়ের পাপ; কোনো সন্তানের মাকে ধর্ষণ করলে সেই সন্তানের মনস্তত্ত্ব ও ভবিষ্যতের ওপর কত ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে; ছোট শিশুদের ধর্ষণ করলে তারা সেই ক্ষত নিয়ে বড় হতে হতে কত বড় অপরাধী হয়ে উঠতে পারে–তা নিয়ে নসিহতের বন্যা বয়ে গেল। তাতে কি ধর্ষণকারীদের কোনো পরিবর্তন হবে? তারা কি ধর্মের ভয়ে বা সমাজের ভয়ে এই অপরাধ থেকে বিরত থাকবে? উত্তর হচ্ছে–না। ধর্ষণ একটি অপরাধ। আইনকানুন ও বিচারব্যবস্থা ঠিক না করে শুধু সামাজিক প্রতিরোধ দিয়ে এর প্রতিকার সম্ভব নয়।

ঠিক তেমনই ফিটনেসবিহীন গাড়ি চলাচল; চালকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত; যানবাহনের মালিকদের মুনাফার লোভ নিয়ন্ত্রণ–এসব না করে শুধু সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে সড়কে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিধান কী করে সম্ভব? যদি ধরেও নিই, সামাজিকভাবে এই সচেতনতা গড়ে তোলা যেতে পারে। তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি, দেশে ইতোমধ্যে এমন আন্দোলন রয়েছে। আমরা জানি, ১৯৯৩ সালের ২২ অক্টোবর নায়ক ইলিয়াস কাঞ্চনের স্ত্রী জাহানারা কাঞ্চনের মৃত্যুর পর ওই বছরই ১ ডিসেম্বর নিরাপদ সড়ক চাই-নিসচা নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইলিয়াস কাঞ্চন গত ৩০ বছর ধরে ওয়ানম্যান আর্মির মতো কেঁদেকেটে, চিৎকার করে, হাহাকার করে দেশে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটির মূল কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে–নতুন শিক্ষিত ড্রাইভার তৈরি; বিদ্যমান ড্রাইভারদের প্রশিক্ষণ; সচেতনতা বাড়াতে কর্মশালা, সমাবেশ, প্রচার, প্রশিক্ষণ, নাটক এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রযোজনা; লিফলেট, পোস্টার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, স্ট্রিট ড্রামা পরিচালনা এবং বিলবোর্ড প্রচলন, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে ফুট ওভারব্রিজ, আন্ডারপাস, জেব্রাক্রসিং এবং অন্যান্য নিয়ম মানতে পথচারীদের সচেতন করা।

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইলিয়াস কাঞ্চন এতদিন ধরে এত ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করার পরও ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট সড়ক দুর্ঘটনায় নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং সাংবাদিক মিশুক মুনীরের নিহত হতে হলো কেন? তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের মৃত্যুর পর এত বিক্ষোভ হলো। তারপরও নিরাপদ সড়কের দাবিতে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের রাজপথে নেমে আসতে হলো কেন?

আমাদের দেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের অকালমৃত্যুও ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক। সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিয়েছিল এই অসামান্য প্রতিভাধর চলচ্চিত্রকারের জীবন। শুধু তারেক মাসুদ নন; এই দুর্ঘটনায় প্রাণ গিয়েছিল সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীরের।

আমাদের মনে আছে নিশ্চয়, ২০১৮ সালের ২৯ জুলাই ঢাকায় দুই বাসের যাত্রী ধরার বেপরোয়া প্রতিযোগিতার কারণে দুই কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পর সড়ক নিরাপত্তার দাবিতে ২৯ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত হয় শিক্ষার্থীদের একটি আন্দোলন বা গণবিক্ষোভ। সে সময় নৌ পরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান এ দুর্ঘটনার সঙ্গে ভারতের মহারাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে গিয়ে ৩৩ জন মারা যাওয়ার ঘটনা তুলনা করেন। তিনি বলেন, ভারতে দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশের মতো প্রতিক্রিয়া হয় না। এ দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মানুষদের একটি প্রবণতা হচ্ছে ধরেই নেওয়া–দুর্ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল, সড়ক দুর্ঘটনাগুলো আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। এসব দুর্ঘটনা সমাজের ঘুণে ধরা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্মাণ করা একেকটি হত্যাকান্ড। শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির মধ্যে শুধু শাজাহান খানের ক্ষমা চাওয়ার দাবিই ছিল না; তারা সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কাঠামোগত পরিবর্তন দাবি করে। তাদের হাতে লেখা প্ল্যাকার্ডের কথাও ভোলার মতো নয়। তারা লিখেছিল–'আমরা ৯ টাকায় ১ জিবি চাই না, নিরাপদ সড়ক চাই', 'রাস্তা বন্ধ, মেরামতের কাজ চলছে: সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত', 'শিক্ষকের বেতের বাড়ি নিষেধ যে দেশে, পুলিশের হাতে লাঠি কেন সে দেশে?', 'ছাত্রদের আপাতত রাস্তা সামলাতে দিন: মন্ত্রী-পুলিশকে স্কুলে পাঠান শিক্ষিত করতে'।

আমাদের দেশে বন্যার সময় ত্রাণ দেওয়া, শীতের সময় শীতবস্ত্র বিতরণ, রানা প্লাজার মতো ভবন ধসে পড়লে উদ্ধারকাজ, এমনকি হালে রাজধানীতে নর্দমা পরিষ্কার করার কাজও করছে জনগণ। নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় আমরা শিক্ষার্থীদের ট্রাফিক কন্ট্রোল করতেও দেখেছি। কথা হচ্ছে, সব কাজই যদি জনগণ করবে, তাহলে প্রশাসনের কী কাজ? সড়ক দুর্ঘটনার পর অনেক সময় বিক্ষুব্ধ জনতা গাড়ি ভাঙচুর করে; চালককে পিটুনি দিয়ে আধমরা করে ফেলে। তখন প্রশাসন বাংলা সিনেমার মতো এসে বলে–আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। আইন যেমন জনগণ নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না, তার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রয়েছে; তেমন অন্যান্য ক্ষেত্রেও রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ যখন কাজ না করে সব দায় জনগণের ওপর চাপাতে চায়, তখন কোনো অনিয়ম, অন্যায় ও অবিচার বন্ধ হওয়ার পথ আর খোলা থাকে না।

এ রকম ডিসটোপিয়ান সময়ে হঠাৎ মাঝরাতে এক বন্ধু ফোন করে জানায় বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ। সমাজের জন্য অন্যদের চেয়ে বেশি দায়িত্বশীল মানুষ যখন শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি থেকে শুরু করে সব সামাজিক, রাজনৈতিক ও পদ্ধতিগত ত্রুটি, প্রশাসনিক দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে রাজপথে নিহত হন, তখন বেঁচে থেকে শুধুই মৃত্যু উদযাপন করতে হয়। জীবন হয়ে ওঠে এক নিরন্তর শোকসভা!

লেখক: সাংবাদিক ও কবি

২৮ফেব্রুয়ারী ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সচেতনতাই মহা ঔষধ

॥ আফতাব চৌধুরী ॥

আজকাল হাটে-ঘাটে, বাজারে, অফিসে, ছেলে-মেয়ের স্কুলের সামনে জটলায়, পার্টিতে সব জায়গাতেই এই কথাগুলোই বলছেন একজন অন্যজনকে 'দূর ছাই! ডায়াবেটিস আমার জীনবটাকে একেবারে তছনছ করে দিল'। বুফে পার্টিতে থলথলে মোটা বয়কাট কেশী সুতনুকা ম্যাডাম হয়তো ডিশ হাতে নিয়ে ক্যাটারার সাদাসিধে ছেলেটাকে বুঝাতে উঠে পড়ে লেগে যান যে, তাঁর ডায়াবেটিস, ডাক্তারের বারণ তাই পনির-পাকোড়াটা তিনি খাবেন না। বলি, এতদিনে কেন হুঁশ হল? আগে থেকেই কেন আপনি পরিমিত খেলেন না। এখন চার্বভূড়ি ইয়া বড় একটা বানিয়ে বলছেন খাবেন না! নইলে এক বছর ধরে আপনি ডায়েটিং করছেন–সবাইকে জাহির করে বলছেন, অথচ ওজন মাপার যন্ত্রটা আপনার মুখ রক্ষা করছে না। শত্রুতা আছে কিনা তা দেখার যন্ত্রটার সাথে আপনার কি পরিচয় নেই ?

পৃথিবী জুড়েই বাড়ছে ডায়াবেটিস। যে ধরনের ডায়াবেটিস বেশি হচ্ছে এদের বলা হয় টাইপ ২ ডায়াবেটিস। এ ধরনের ডায়াবেটিসকে বলা হয় বয়স্কদের ডায়াবেটিস, যদিও আজকাল শিশু ও তরুণদেরও ডায়াবেটিস হচ্ছে। টাইপ ২ ডায়াবেটিস। জীবনচরণে পরিবর্তন হওয়া শিশু ও তরুণরা ফাস্টফুড খাচ্ছে, খাচ্ছে কোমল পানীয়। শরীরচর্চা করছে না তেমন, স্থুল হচ্ছে এরা। আর তাই টাইপ ২ ডায়াবেটিস হলে শরীরে যেমন ইনসুলিন কম তৈরি হতে পারে অথবা যে ইনসুলিন তৈরি হলে সে ইনসুলিন দেহকোষ কার্যকর ভাবে ব্যবহার করতে পারে না। রক্তের গ্লুকোজকে কোষের ভিতর প্রবেশ করানোর জন্য প্রয়োজন হয় ইনসুলিনের। গ্লুকোজ দেহকোষে ঢোকার পর এর দহন শুরু হয়। ইনসুলিন যদি কাজ না করতে পারে গ্লুকোজও যদি রক্তে জমা হতে থাকে এবং এ অবস্থা চলতে থাকে তাহলে কালক্রমে অনেক জটিলতা হয় যেমন হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি বিকল হওয়া, স্নায়ুর ক্ষতি এবং অন্ধত্বের মত সমস্যা। দেখা যাচ্ছে অনেকেরই টাইপ ২ ডায়াবেটিস রয়েছে অথচ তারা তা জানেন না। ডায়াবেটিস আছে অথচ চিহ্নিত হয়নি এমন লোকের সংখ্যা কম হবে না। সূচনা পর্যায়েই কোনো লক্ষণ-উপসর্গ ছাড়াই টাইপ ২ ডায়াবেটিস শরীরে বড় ক্ষতি অজান্তে করে ফেলতে পারে। এজন্যই হয়তো ৬০ লাখ আমেরিকান, যাদের তিনজন পূর্ণবয়স্কদের মধ্যে একজনেরই টাইপ ২, তারা জানেই না যে তাদের ডায়াবেটিস রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সূচনায় উপসর্গ থাকে না এবং উপসর্গ দেখা দিলেও মনে হয় নিরীহ এবং অস্পষ্ট অন্যান্য সমস্যার অনুকৃতি বলে ভ্রম হতে পারে। উপসর্গ দেখা দিলে যা যা হতে পারে-

প্রবল পিপাসা, ক্ষুধা, ওজন হ্রাস, অবসন্ন বোধ, ঝাপসা দৃষ্টি, বার বার প্রস্রাব, হাতে ও পায়ে ঝিন ঝিন, যৌন সমস্যা, ক্ষত যা শুকায় না। ডায়াবেটিসের সহজ পরীক্ষা হল রক্তের সুগার নিরূপণ। আঙ্গুলের ডগা থেকে সামান্য রক্তের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা। কখনও খালি পেটে রক্তে গ্লুকোজ মাপা এবং প্রয়োজনে গ্লুকোজ দ্রবণ পান করিয়ে দু'ঘন্টা পর আবার রক্তের নমুনা নিয়ে গ্লুকোজ নিরূপণ। ফলাফল তিন রকম হতে পারে। স্বাভাবিক রক্ত সুগার মান। মধ্যবর্তী অবস্থা বা প্রি-ডায়াবেটিস। এক্ষেত্রে রক্তের সুগার মান স্বাভাবিকের বেশি থাকলেও ডায়াবেটিস হওয়ার মত পর্যায়ে পৌঁছায় না এবং ডায়াবেটিস হলে ডাক্তার খাদ্যবিধি পরিবর্তন করতে বলতে পারেন, শরীরচর্চা করার উপদেশ দিবেন এবং ওজন বেশি হলে হ্রাস করার পরামর্শও দিবেন।

ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন ডায়াবেটিসের জন্য সপ্তাহে বা মাসে কতবার টেস্ট করানো উচিত। কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। হ্যা, ডাক্তারের পরামর্শে হয়তো আপনার জীবনশৈলী কিছুটা পাল্টাতে হয়েছে। ডায়াবেটিস রোগটা আসলে কি? যখন শরীর যথাযথভাবে সুগার বা গ্লুকোজ বা শর্করা ব্যবহার করতে পারে না, তখন রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়। দেহের কোষগুলোতে সুগারের সহজভাবে প্রবেশের জন্য ইনস্যুলিন নামে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। এই পদার্থটি আমাদের পেটের পাকস্থলির বাম দিকে প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় নামে অঙ্গটি সৃষ্টি করে রক্তে সেটা চালান করে। যখন অগ্নাশয় একেবারেই ইনস্যুলিন তৈরী যথাযথভাবে করে না (ইনস্যুলিন রেসিস্ট্যান্স) তখন রক্তে সুগারের পরিমাণ বেড়ে যায়, অথচ কোষগুলো সুগার বঞ্চিত থাকে এবং একটা লিমিটের পর উল্টোপাল্টা রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু করে। এই সব কিছুর সমষ্টিকেই ডায়াবেটিস বলে।

ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার আগে নিয়ম-নীতি মেনে চললে এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকলে ডায়াবেটিস থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ডায়াবেটিস হয়ে গেলেও খাওয়া-দাওয়া এবং চলাফেরার ব্যাপারে সব নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়লে দিনে একবার করে সবুজ শাকসবজি খান। টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়া আটকায়। যেদিন শাক-সবজি খাচ্ছেন না তিন দফায় নানা রঙ্গের ফল মিশিয়ে খান। কপির ডাঁটাপাতা, ডাঁটাশাক, লাউ-কুমড়ো, বেতো, শালগম শাক, মুলোর শাক, সরষে, ছোলা, লেটুস, পার্সলে, পালংশাক, ঢেঁকি শাক, এরকম শাক-সবজি খান। প্রতিদিন কোনো না কোনোটি খাওয়াই যায়। টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন মানুষদের অভিলম্বে সবুজ শাক-সবজি খেতে শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। তুলেন স্কুল অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষক বিজ্ঞানীরা ১৯৮৪ থেকে ২০০০ সালের নানা ধরনের ডায়েট তথা খাদ্যসামগ্রীর প্রভাব যাচাই করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তুলেনের মহামারি বিশেষজ্ঞ ডা. লিডিয়া বাজ্জানোর বক্তব্য, ফল খাওয়ার সময় খোসাসহ আপেল খাবেন আস্ত। কলা খাবেন। কমলা খাবেন। তরমুজ-খরমুজ খাবেন। পেয়ারা খাবেন। ফ্রুট জুস খাবেন না কারণ যে, জুস সুগার চড়চড় করে বাড়িয়ে দেয়। পারলে মিল–ছাঁটা ফাইন চালের বদলে ঢেঁকিছাঁটা চাল খান। ময়দা খাওয়া ছেড়ে দিন। আলু যেটুকু খাবেন সবসময় খোসাসহ। এদিকে, কানাডা-হ্যামিলটনের ম্যাকমাষ্টার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ৫০ বছরের গবেষণা প্রতিবেদন যাচাই করে জানিয়েছেন, নিয়মিত শাকসবজি, বাদাম, মাঝে মধ্যে ফলটল মাছও। এরকম চালিয়ে যেতে পারলে হার্টের রোগ ভোগ হবে না সহজে। সাদা পাউরুটি, বিস্কুট, পাস্তা, মিলে ছাঁটা চাল, ভাজা-পোড়া, তৈলাক্ত ফাস্টফুড, রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট এসব খাওয়া ছেড়ে দিন। অন্যদিকে, আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনে জানানো হয়েছে, যাঁরা মাঝেমধ্যেই বার্গার, মুরগির মাংসের চটপট বা মাংস ভাজা খেতে অভ্যস্ত, তাঁদের টাইপ টু ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশী। বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন এসব হাইক্যালোরি খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে সংশ্লিষ্টদের ৪০ থেকে ৭০ শতাংশ ১০ বছর বাদেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে যান।

ডায়াবেটিস চিকিৎসাটা কিন্তু আপনার হাতে। ডাক্তার শুধু আপনাকে ভালোমন্দ খুলে বুঝিয়ে সঠিক রাস্তার সন্ধান দেন। এই রোগের চিকিৎসাটা ধরুন একটি টেবিল, যার চারটি পা আছে। এই চিকিৎসা টেবিলটা যে চারটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে এর একটিও যদি নড়বড়ে হয় তাহলে টেবিলটা কিন্তু সঠিকভাবে থাকতে পারবে না।

ডায়াবেটিস চিকিৎসাটা কিন্তু আপনার হাতে। ডাক্তার শুধু আপনাকে ভালোমন্দ খুলে বুঝিয়ে সঠিক রাস্তার সন্ধান দেন। এই রোগের চিকিৎসাটা ধরুন একটি টেবিল, যার চারটি পা আছে। এই চিকিৎসা টেবিলটা যে চারটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে এর একটিও যদি নড়বড়ে হয় তাহলে টেবিলটা কিন্তু সঠিকভাবে থাকতে পারবে না। এই রোগের চিকিৎসাটা ধরুন একটি টেবিল, যার চারটি পা আছে। এই চিকিৎসা টেবিলটা যে চারটি পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে এর একটিও যদি নড়বড়ে হয় তাহলে টেবিলটা কিন্তু সঠিকভাবে থাকতে পারবে না।

প্রথম পা ঃ নিয়মিত রক্তপরীক্ষা করে সঠিক মাত্রায় সঠিক ঔষধ খাওয়া। অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বা প্রয়োজনের চেয়ে কম ঔষধ খাওয়া দুটিই ক্ষতিকর। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শে বাড়তি কিছু টেস্ট করা উচিত যা দিয়ে আপনার ডায়াবেটিসের বিভিন্ন জটিলতা নিরূপণ করা যায়। এর মধ্যে কিডনি, হার্ট, চোখ, পা-এগুলোর পরীক্ষা করা হয়। একটি জরুরি কথা-যে কোনো ডায়াবেটিস রোগীর নিজের পা দুটোরই মুখের মত যত্ন করা উচিত।

দ্বিতীয় পা ঃ সঠিক পরিমাণে সঠিক খাদ্য। আপনার উচ্চতা, ওজন, দৈহিক শারীরিক পরিশ্রমের কথা মাথায় রেখে দৈহিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরি হিসাব করে খাদ্য তালিকা তৈরী করতে হবে। আপনার পছন্দের কোনো খাদ্য খেতে হলে তার সম ক্যালোরি মূল্যের অন্য খাদ্য আপনার দৈহিক খাদ্য থেকে বাদ দিতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে সেদিনের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালোরি যেন শরীরে বেশি না ঢুকে। ব্যাপারটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে, তাই না? অভ্যাস করুন–সহজ হয়ে যাবে।

তৃতীয় পা ঃ সঠিক ব্যায়াম, আপনার শারীরিক অবস্থা হাত-পা জয়েন্টের কথা মাথায় রেখে আপনাকে ব্যায়াম করতে হবে। তাতে হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার, সাইক্লিং, ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ বা অন্য ব্যায়াম যেটা আপনার জন্য সঠিক হবে তা নিরূপণ করতে হবে। সাধারণ ভাবে প্রতিদিন কুড়ি থেকে ত্রিশ মিনিট ঘাম ঝরানো ব্যায়াম করা উচিত। মনে রাখবেন আপনি যত ব্যায়াম করবেন, আপনার রক্তে সুগারের পরিমাণ তত কমতে থাকবে।

চতুর্থ পা ঃ সুশৃঙ্খল জীবন শৈলী। মনে রাখবেন আপনার ডায়াবেটিস রোগটির জন্য অনেকাংশ দায়ী আপনার অলস বা সেডেন্টারি লাইফস্টাইল। চেষ্টা করতে হবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সমস্ত কিছু একটা রুটিনের মধ্যে ফেলা। যখন তখন না খেয়ে রুটিন মোতাবেক খাওয়া-দাওয়া, হাটা ও ঘুমানো উচিত। এছাড়া মদ্যপান, ধুমপান, অলস জীবনযাপন এগুলো আস্তে আস্তে পরিহার করা উচিত।

সাংবাদিক-কলামিস্ট। নির্বাহী সদস্য, ডায়াবেটিক সমিতি, সিলেট।

পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন গণতন্ত্রের রূপকারঃ

গণতন্ত্র দিবসে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা



নিউইয়র্কঃ বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ১০ নভেম্বর ২০২৩ রোজ শনিবার সন্ধ্যা ৬ (ছয়) ঘটিকায় এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্টে। উক্ত আলোচনা সভায় জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায়, আরো বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, উপদেষ্টা সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, কোষাধক্ষ্য জি এম ইলিয়াস, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফিউল আলম, মহিলা সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী প্রমুখ। পলীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ছিলেন গণতন্ত্রের রূপকার, তার নয় বছরের শাসনামলে তিনি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করে নতুন নতুন জেলা, থানাকে উপজেলা, প্রত্যেক উপজেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কমপেক্স, বিচার বিভাগ, বিকেন্দ্রীকরণ করে চার ডিভিশন এ চারটি হাইকোর্ট ডিভিশন ব্রাঞ্চ স্থাপন করা হয়। প্রতি উপজেলায় মানুষের দুয়ারে বিচার পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপজেলা গঠন করেছিলেন তিনি। বাংলার কৃষক মেহনতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পলীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ কাজ করেছিলেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মানুষের সঠিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতীয় পার্টি কাজ করেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সাবেক সভাপতি রাষ্ট্রপতি পলীবন্ধু হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ সত্যকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯০ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং আজ সেই গণতন্ত্রকে আওয়ামী লীগ-বিএনপি ধ্বংস করে নিজ দলের গণতন্ত্র তৈরি করেন। পরিশেষে নেতা এরশাদের আত্মার মাগফরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। আজ আমরা বর্তমান সরকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি বিশেষ অনুরোধ দেশে সত্যকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন। মানুষের ভাগ্য ও দেশ উন্নত হতে পারে সত্যকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে। গণতন্ত্রের নামে দেশে অত্যাচারী স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এ থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে, দেশ ও জাতির জন্য আমরা নতুন বাংলাদেশ উপহার দেব। এক সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকলে সে স্বৈরশাস কে পরিণত হয়। তাই আজ আওয়ামী লীগ সরকার ১৫ বছর ক্ষমতায় আছে তাকে মানুষ কি বলবে সম্মান করিবে তাহা জনগণই ভালো জানে।





সেমিতে যেতে ইংল্যান্ডকে যে ব্যবধানে হারাতে হবে পাকিস্তানকে

স্পোর্টস ডেস্ক: শ্রীলংকাকে কিউইরা উড়িয়ে দেওয়ার পর পাকিস্তানের সামনে এখন সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা অত্যন্ত কঠিন। বেঙ্গালুরুতে শ্রীলংকাকে ২৩.২ ওভারে নিউজিল্যান্ড হারিয়ে দিতেই বাবরদের শেষ চারে ওঠার স্বপ্ন বড় ধাক্কা খায়। অলৌকিক কোনো ঘটনা ছাড়া পাকিস্তানের সেমিফাইনালে ওঠার আশা প্রায় নেই বললেই চলে।

চলমান বিশ্বকাপে ইতোমধ্যে তিন দল সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। বাকি এক দলের জায়গা এখনো নির্ধারিত হয়নি। শ্রীলংকার বিপক্ষে বড় জয়ের পর নিউজিল্যান্ডের পয়েন্ট এখন ১০। নেট রানরেট বেড়ে হয়েছে ০.৭৪৩। সমান ৮ পয়েন্ট পাকিস্তান (০.০৩৬) ও আফগানিস্তানের (-০.৩৩৮), কিন্তু নেট রানরেটে বেশ পিছিয়ে তারা। ফলে শ্রীলংকাকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে নিউজিল্যান্ড। এখন তাদের টপকে সেমিফাইনালে জায়গা করে নিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কলকাতায় আগামী ১১ নভেম্বর অসম্ভব কাজই করতে হবে পাকিস্তানকে।

যদি পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে, সেমিফাইনালে উঠতে হলে জিততে হবে অন্তত ২৮৭ রানের ব্যবধানে। অর্থাৎ প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান যদি ৩০০ রান করে, তা হলে ইংল্যান্ডকে ১৩ রানের মধ্যে অল আউট করতে হবে। অপরদিকে বাবর আজমরা প্রথমে বল করলে অন্তত ২৮৪ বল বাকি থাকতে জিততে হবে। অর্থাৎ ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে যদি ৫০ রান করে, তা হলে পাকিস্তানকে সেই রান তুলে ফেলতে হবে ২.৪ ওভারের মধ্যে।

দুটি অঙ্কই বেশ কঠিন। তবে ক্রিকেটে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। সেমিফাইনালে ওঠা তাই পাকিস্তানের পক্ষে এখনো সম্ভব। ইডেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিততে হবে পাকিস্তানকে, সেই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে দুটি অসম্ভব কঠিন অঙ্ক। টসের পরেই ঠিক হয়ে যাবে কোন অঙ্ক মাথায় নিয়ে নামবেন বাবররা।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তিনটি দল নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলেছে। ভারত এক নম্বরেই থাকবে। দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। শেষ জায়গার জন্য লড়ছে তিন দল। নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ছাড়াও লড়াইয়ে রয়েছে আফগানিস্তান। কিউইরা বৃহস্পতিবার জিতে শেষ চারে নিজেদের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলল। এখন পাকিস্তানের সামনে কঠিন অঙ্ক। আর আফগানিস্তানের? সেই অঙ্ক কঠিনতম।

লংকানদের ৫ উইকেটে হারাল নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক: সেমিফাইনালে যেন এক পা দিয়েই ফেলল নিউজিল্যান্ড। বিশ্বকাপে নিজেদের সর্বশেষ লিগ ম্যাচে শ্রীলংকাকে ৫ উইকেটে উড়িয়ে দিয়েছে কিউইরা। এমন রাজসিক জয়ের ফলে কিউইদের সেমিতে খেলা এখন অনেকটাই নিশ্চিত। নিউজিল্যান্ডের দাপুটে পারফরম্যান্সের সামনে পাত্তাই পায়নি শ্রীলংকা।

ব্যাঙ্গালোরের এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টসে জিতে আগে শ্রীলংকাকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় নিউজিল্যান্ড। ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুটা অবশ্য ভালোভাবে করতে পারেনি কিউইরা। দলের ৩ রানের মাথায় সাজঘরে ফিরে যান ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা। তবে আরেক প্রান্তে ঝড় তুলেছিলেন ওপেনার কুশল পেরেরা। বাকিদের উইকেট ছুঁড়ে দেওয়ার মিছিলে ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু পেরেরা। মারকাটারী ব্যাটিংয়ে দলের বোর্ডে রান তুলতে থাকেন তিনি।



ক্রিজের আরেক প্রান্তে যেন দাঁড়াতেই পারছিলেন না লংকান ব্যাটাররা। কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সামারবিক্রমা এবং চারিথ আসালাঙ্কা তিনজনই আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে দারুণ এক ফিফটি হাঁকান পেরেরা। তবে ফিফটির পরেই থেমেছেন তিনি। দলীয় ৭০ রানের মাথায় ২৮ বলে ৫১ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলে আউট হয়ে যান পেরেরা।

ওপেনার পেরেরা আউট হওয়ার পর আর দলের হাল ধরতে পারেননি তেমন কেউ। শেষ দিকে মাহিশ থিকশানা এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে যান। ধীরে হলেও গুরুত্বপূর্ণ রান আসে থিকশানার ব্যাট থেকে। চোট পেয়েও ধৈর্য্যের সঙ্গে দারুণভাবে ব্যাটিং করে যাচ্ছিলেন থিকশানা। শেষের দিকে দলের ইনিংসটাকে তিনিই টেনেছেন। ৯১ বলে ৩৮ রানের ইনিংস খেলে শেষপর্যন্ত টিকে ছিলেন তিনি। ৪৬.৪ ওভারের খেলা শেষে ১৭১ রানের মাথায় অলআউট হয়ে যায় শ্রীলংকা। দিলশান মাদুশাঙ্কাও যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। ৪৮ বলে ১৯ রানের ইনিংস খেলেন তিনি।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে ৩ উইকেট শিকার করেন ট্রেন্ট বোল্ট। এছাড়া লকি ফার্গুসন, রাচিন রবীন্দ্র এবং মিচেল স্যান্টনার নেন ২টি করে উইকেট। ১ উইকেট তোলেন টিম সাউদি।

জবাব দিতে নেমে লংকানদের ১৭১ রানের অল্প পুঁজিকে যেন এক ফুঁ দিয়েই উড়িয়ে দিতে চাইল নিউজিল্যান্ড। ওপেনিংয়ে নামা দুই কিউই ব্যাটার রাচিন রবীন্দ্র এবং ডেভন কনওয়ে মিলে দলকে এনে দেন উড়ন্ত সূচনা। শুরু থেকেই লংকান বোলারদের ওপর চড়াও ছিলেন দুজন। মারমুখি ব্যাটিংয়ে দ্রুতগতিতে দলের বোর্ডে রান তুলতে থাকেন কনওয়ে এবং রাচিন।

আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ফিফটির খুব কাছে চলে গিয়েছিলেন রাচিন এবং কনওয়ে। দুজনের জুটিটাও চলে যায় সেঞ্চুরি ছোঁয়ার কাছাকাছি। তবে দুটির কোনোটিই ছোঁয়া হয়নি। উদ্বোধনী জুটি ভেঙেছে ৮৬ রানের মাথায়। ৪২ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলে আউট হন কনওয়ে। রাচিনও থেমেছেন ফিফটির আগেই। দলের ৯৩ রানের মাথায় ৩৪ বলে ৪২ রান করে আউট হয়ে যান রাচিন রবীন্দ্র। হুট করেই দুই ওপেনারের উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় নিউজিল্যান্ড। কমে আসে রানের গতি। তবে চারে নামা ড্যারিল মিচেল লংকান বোলারদের চেপে বসতে দেননি। বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে রানের চাকা সচল রাখেন তিনি।

দারুণ কার্যকরী ব্যাটিংয়ে দলকে জয়ের খুব কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন মিচেল। তবে দল জেতার অল্প কিছুক্ষণ আউট হন মিচেল। ৩১ বলে ৪৩ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে আউট হন তিনি। জয়ের বাকি কাজটা সেরেছেন গ্লেন ফিলিপস। ১০ বলে ১৭ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন ফিলিপস। ১৬০ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয় পায় নিউজিল্যান্ড।

শ্রীলংকার হয়ে ২ উইকেট নেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস। এছাড়া ১টি করে উইকেট নেন মাহিশ থিকশানা এবং দুশমন্থ চামিরা। এই জয়ের ফলে টেবিলের ৪ নম্বরে থাকল নিউজিল্যান্ড। পাকিস্তান অথবা আফগানিস্তান খুব বিশাল কোনো ব্যবধানে না জিতলে সেমিতে যাচ্ছে কিউইরাই।

ইমাদ ওয়াসিমের সমালোচনায় যা বললেন ওয়াসিম আকরাম

স্পোর্টস ডেস্ক: পাকিস্তানের সাবেক পেসার ওয়াসিম আকরাম পরোক্ষভাবে অলরাউন্ডার ইমাদ ওয়াসিমের সমালোচনা করেছেন। তিনি এমন খেলোয়াড়দের সমালোচনা করেছেন, যারা ঘরোয়া ক্রিকেটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে না; কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করে।



সম্প্রতি একটি স্থানীয় মিডিয়া চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম আকরাম এমন খেলোয়াড়দের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, যারা অন্যান্য খেলা যেমন টি১০ ক্রিকেট, কায়েদ-ই-আজম ট্রফি বা চলমান পাকিস্তান কাপের মতো টুর্নামেন্টকে অগ্রাধিকার দেয়। তিনি বলেন, পাকিস্তান দলের সঙ্গে ব্যস্ত খেলোয়াড়রা ভালো আছে; কিন্তু অন্যদের কী হবে? তাদের মধ্যে কয়েকজন টেলিভিশনে বসে আছে এবং তারা পাকিস্তানের হয়ে খেলতে চায়। এটি কীভাবে সম্ভব?

সম্প্রতি একটি স্থানীয় মিডিয়া চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বাঁহাতি স্পিন-বোলিং অলরাউন্ডার ঘরোয়া ক্রিকেটে তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে একজন ভক্তের প্রশ্নের জবাব দেন। ইমাদ ব্যাখ্যা করে বলেন, তার টি১০ ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা আছে, কিন্তু এটি তাকে কায়েদ-ই-আজম ট্রফি বা চলমান পাকিস্তান কাপের মতো টুর্নামেন্টে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।

৩৪ বছর বয়সি ওয়ানডে আন্তর্জাতিক দলে ২০২০ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে শেষ টুর্নামেন্ট খেলেন। ওডিআই ক্যারিয়ারে তিনি ৫৫টি ম্যাচ খেলে ৯৮৬ রান করেছেন এবং ৪৪ উইকেট নিয়েছেন।

সেমি খেলতে পাকিস্তানের সামনে যে কঠিন সমীকরণ



স্পোর্টস ডেস্ক: চলমান বিশ্বকাপে ইতোমধ্যে তিন দল সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে। বাকি এক দলের জায়গা এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে শ্রীলংকাকে ৫ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়ে সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে এগিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। গত ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে লংকানদের দেওয়া ১৭২ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট ও ১৬০ বল বাকি থাকতেই জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। এ জয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চার নম্বরে নিউজিল্যান্ড, সেমিফাইনালে দিয়ে রেখেছে এক পা। রানরেট বেশ ভালো কিউইদের (০.৭৪৩)। ফলে পাকিস্তান (রানরেট ০.০৩৬) তাদের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারালেও শেষ চারে নাম লেখানো কঠিন হবে। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হতে গেলে এখন কঠিন অঙ্ক বাবর আজমদের সামনে। যদি পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে, সেমিফাইনালে উঠতে হলে জিততে হবে অন্তত ২৮৭ রানের ব্যবধানে। অর্থাৎ প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান যদি ৩০০ রান করে, তা হলে ইংল্যান্ডকে ১৩ রানের মধ্যে অল আউট করতে হবে। অপরদিকে বাবর আজমরা প্রথমে বল করলে অন্তত ২৮৪ বল বাকি থাকতে জিততে হবে। অর্থাৎ ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করে যদি ৫০ রান করে, তা হলে পাকিস্তানকে সেই রান তুলে ফেলতে হবে ২.৪ ওভারের মধ্যে।

দুটি অঙ্কই বেশ কঠিন। তবে ক্রিকেটে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। সেমিফাইনালে ওঠা তাই পাকিস্তানের পক্ষে এখনো সম্ভব। ইডেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জিততে হবে পাকিস্তানকে, সেই সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে দুটি অসম্ভব কঠিন অঙ্ক। টসের পরেই ঠিক হয়ে যাবে কোন অঙ্ক মাথায় নিয়ে নামবেন বাবররা।

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তিনটি দল নিজেদের জায়গা পাকা করে ফেলেছে। ভারত এক নম্বরেই থাকবে। দ্বিতীয় দক্ষিণ আফ্রিকা। তৃতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়া। শেষ জায়গার জন্য লড়ছে তিন দল। নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ছাড়াও লড়াইয়ে রয়েছে আফগানিস্তান। কিউইরা বৃহস্পতিবার জিতে শেষ চারে নিজেদের জায়গা প্রায় পাকা করে ফেলল। এখন পাকিস্তানের সামনে কঠিন অঙ্ক। আর আফগানিস্তানের? সেই অঙ্ক কঠিনতম।

সেই বিতর্কিত আউট নিয়ে ম্যাথুসকে যা বললেন উইলিয়ামসন

স্পোর্টস ডেস্ক: গত ৬ নভেম্বর সোমবার দিল্লিতে বাংলাদেশ-শ্রীলংকা ম্যাচে হেলমেট বিতর্কের কারণে ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথমবার 'টাইমড আউট' হন লংকান সাবেক অধিনায়ক অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। সেই বিতর্ক এখনও থামেনি। বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) বেঙ্গালুরুতে শ্রীলংকা-নিউজিল্যান্ড ম্যাচেও সেই বিতর্ক সামনে নিয়ে আসেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।

বাংলাদেশ ম্যাচে ব্যাট করতে নামার পর হেলমেটের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গিয়েছিল অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসের। তখন হেলমেট বদল করতে গিয়ে দেরি করে ফেলেছিলেন তিনি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ট্রাইক না নেওয়ার আম্পায়ারের কাছে আবেদন করেছিলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। যে কারণে ম্যাথুসকে আউট দিয়েছিলেন আম্পায়ার। সেই ম্যাচে ২৭৯ রান করেও ৩ উইকেটে হেরে যায় শ্রীলংকা।

শুক্রবার (১০ নভেম্বর) নিউজিল্যান্ড ম্যাচে নবম ওভারে ব্যাট করতে নামেন ম্যাথুস। মাঠে ব্যাট হাতে নামার পর তার কাছে গিয়ে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন জিজ্ঞাসা করেন, 'হেলমেট ঠিক আছে তো?' জবাবে শ্রীলংকার সাবেক অধিনায়ক হেসে বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' তখন কাছেই ছিলেন নিউজিল্যান্ডের তারকা পেসার ট্রেন্ট বোল্ট। তিনিও হেসে দেন।

এদিন বেঙ্গালুরুতে বিশ্বকাপের চলতি আসরের ৪১তম ম্যাচে শ্রীলংকার বিপক্ষে চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ৪৬.৪ ওভারে ১৭১ রানেই অলআউট হয় শ্রীলংকা। টার্গেট তাড়ায় ১৬০ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের দাপুটে জয় পায় নিউজিল্যান্ড।

গাজা ট্র্যাজেডির এক মাস

বিশ্ব কি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?

॥ লুৎফর রহমান নাঈম ॥

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় এক মাস ধরে ইসরাইলের নৃশংস ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চলছে। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ আর লাশের সারি। গাজাবাসীর ওপর ইসরাইল সেনাবাহিনীর এ ভয়াবহ তান্ডব শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

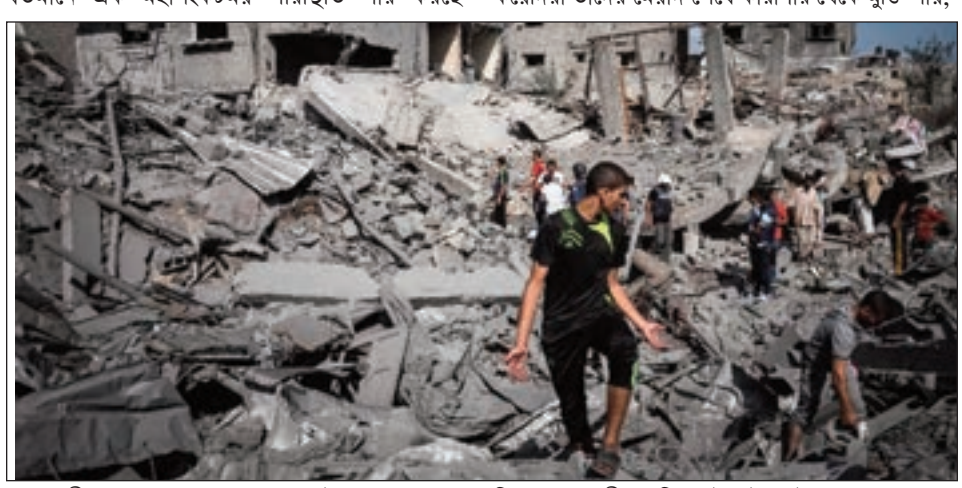
সাদা পতাকা হাতে নিয়ে দখলদার ইসরাইলকে থামানোর জন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধান প্রাণপণ চেষ্টা করছেন না বা গাজাবাসীকে রক্ষায় কোনো দেশ শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে না। বরং আমেরিকাসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ দখলদার ইসরাইলকে নানাভাবে সমর্থন দিয়ে সংঘাত আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই এক মাসে গাজা এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। গাজার রাস্তায় রাস্তায় এখন ইসরাইলি ট্যাংক ও সাঁজোয়া বহর।

আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির মতো বোমা। গাজায় বোমা হামলা যেন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমা হামলাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ১৫ হাজার টন ওজনের অ্যাটম বোমা ফেলেছিল। আজও জাপানের এ দুই শহরের মানুষ সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক একই বর্বরতা গাজায়ও চালাচ্ছে ইসরাইল। ৩১ দিনে ইসরাইল ২৫ হাজার টন বোমা ফেলেছে গাজায়, যা দুটি পারমাণবিক বোমার সমান। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ইউরো মেডিটারিয়ান হিউম্যান রাইটস অবজারভেটরির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ইতিহাসের নির্মম যুদ্ধগুলোকেও হার মানিয়েছে আমেরিকার মদদপুষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের এ ভয়াল আগ্রাসন। এখন গাজায় সম্ভবত একটি ভবনও আর পুরোপুরি অক্ষত নেই। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, পুরো গাজা এখন শিশুদের গণকবরস্থানে পরিণত হয়েছে। ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অসংখ্য বেসামরিক মানুষ। সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে সংঘাতে মোট যত শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তার চেয়ে গাজায় বেশি শিশু নিহত হয়েছে গত তিন সপ্তাহে।

এছাড়া অসংখ্য শিশু ও যুবক নিখোঁজ রয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে অনেক শিশু। ফিলিস্তিনি যুবক ও শিশুদের প্রতি ইসরাইল সেনাদের এ নির্মমতা সব নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা গাজার হাসপাতালগুলোয় বোমা নিক্ষেপ করছে। পরিস্থিতি এতটাই সংকটময় যে, আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো কোনো হাসপাতাল আর অবশিষ্ট নেই। সব হাসপাতাল বোমার আঘাতে তছনছ হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত পানি, ওষুধ, বিদ্যুৎ। নেই গজ, ব্যান্ডেজ বা চেতনানাশক ওষুধ।

এমনকি ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে অনেক রোগীকে চেতনানাশক ইঞ্জেকশন ছাড়াই সার্জারি করছেন। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বিদ্যুৎ, পানিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে। আর চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে চিকিৎসা না পেয়ে পিতার সামনে সন্তান, সন্তানের সামনে বোমা হামলায় আহত মা-বাবা ও নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে, যা খুবই হৃদয়বিদারক।

বর্তমানে এক মহাসংকটময় পরিস্থিতি পার করছে



গাজাবাসী। অবরুদ্ধ গাজায় এখন শুধুই হাহাকার আর চারদিকে স্বাধীনতাকামী নিরীহ মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ। এ আর্তনাদ আর গগনবিদারি চিৎকার যেন শোনার কেউ নেই। বিশ্ববাসী ৭৫ বছর ধরে ইসরাইলি সৈন্যদের এ পৈশাচিক হত্যাকান্ডের নীরব দর্শক। মনে হয় শুধু অবলোকন করা ছাড়া আর কিছুই তাদের করার নেই!

মাঝেমধ্যে দু-চার বাক্যের একটা বিবৃতি দিয়েই তারা শান্ত থাকছে। গাজাবাসীর ওপর ইসরাইলিদের এ হামলার নিন্দা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ জানিয়েছে বটে, কিন্তু কার্যত কেউ গাজাবাসীর জন্য এগিয়ে আসছে না। শুধু বিবৃতি আর ঘৃণা জানিয়ে আরব দেশসহ বিশ্ববিবেক চুপ থাকছে।

গাজাকে মনে করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগার। কিন্তু আমার মনে হয়, গাজাবাসী কারাগারের থেকেও বেশি নির্যাতন আর জুলমের শিকার হচ্ছে। কয়েদিরা তাদের মেয়াদ শেষে কারাগার থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু গাজাবাসীর মুক্তি নেই। ইসরাইল বহু বছর ধরে পুরো গাজাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ইসরাইলের অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে ঢোকা বা বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। ইসরাইল সম্মত না হলে সেখানে পানি, খাদ্য বা জ্বালানি কিছুই আসে না।

আমরা আমাদের বাবা-মা, শিক্ষক, এলাকার বয়োবৃদ্ধদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের শাসন-শোষণের ইতিহাস বা গল্প শুনেছি। কিন্তু গাজাবাসীর মতো এত নির্মমতার শিকার কেউ হয়নি। গাজাবাসীর ইতিহাস সবচেয়ে বেদনার। শুনেছি দুঃখের পর সুঃখ আসে, কিন্তু গাজাবাসীর দুঃখের পর আরও দুঃখ আসে। জন্মের পর থেকেই ইসরাইলি সৈন্যদের নিক্ষেপিত বোমার বারুদের গন্ধ তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। ইসরাইলি সেনাদের বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয় তাদের।

নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা রক্ত দিয়ে ৭৫ বছর ধরে দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করছেন, তা তাদের মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রাম। তারা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত। এখন তারা নিজের মাতৃভূমিতে নিজেদের অস্তিত্বই হারাতে বসেছেন। প্রতিনিয়ত ইসরাইল বাহিনী দখল করে নিচ্ছে তাদের আবাসভূমি। ইসরাইলের আগ্রাসনে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে, হত্যার শিকার হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ক্যানসারখ্যাত ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নির্যাতনের মাঝে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জোরপূর্বক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফিলিস্তিনিরা নির্যাতিত হচ্ছে। বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হাত ঠিক করে ইসরাইলি সৈন্যরা। গাজার চারপাশেই হাজারও ইসরাইলি সেনার চৌপ্রহর সশস্ত্র প্রহরা। ফিলিস্তিনের আকাশটাও যেন আজ খোলা নেই। ইসরাইলের জঙ্গিবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা দিয়ে ভরপুর।

অবরুদ্ধ জনপদটির বাতাসও ভরে গেছে রাসায়নিক হামলার মরণ-বিষে। বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রগুলো দখলদার ইসরাইলের পক্ষেই অবস্থান নিচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ এ সংঘাতের মূল খলনায়ক হিসাবে কাজ করছে। তারা এ সংঘাতের সঠিক সমাধানের চেষ্টা না করে বরং ইসরাইলকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে সংঘাত চলমান রাখছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তদন্তে ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ভূমি ও সম্পত্তি দখল, হত্যা, বেআইনিভাবে আটকে রেখে নির্যাতন, অবরোধ আরোপ, বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের হাজারও প্রমাণ উঠে এসেছে। হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে আটকে রাখা হয়েছে ইসরাইলের বিভিন্ন কারাগারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে এসব তথ্য আছে।

নাৎসিদের থেকেও অধিক ভয়ংকর হয়ে উঠেছে জায়নবাদীরা। ফিলিস্তিনিদের ওপর যুগ যুগ ইসরাইলি বাহিনীর এসব নারকীয় তাণ্ডবের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে গোটা বিশ্ব। ফিলিস্তিন জনগণ ৭৫ বছর ধরে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে। জানি না আর কত কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিলে, আর কত প্রাণের বিনিময়ে ফিলিস্তিনিরা মুক্তি পাবে এবং নিজেদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ হবে। এ ইতিহাস বড়ই বেদনার। এ ইতিহাস দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের ও রুখে দাঁড়ানোর।

লেখক: সংগঠক ও লেখক



বাংলাদেশে আটকে রাখার

(প্রথম পাতার পর)

নিয়মিত পর্যালোচনা সোমবার অনুষ্ঠিত হবে। এ শুনানিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ নিয়ে তৈরি সংস্থাটির প্রতিবেদনে এ তথ্য রয়েছে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী আটক অনেক ব্যক্তিকে গোপন স্থানে রেখে নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে সরকার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তা অস্বীকার করেছে। সংস্থাটির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত জাতিসংঘের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বাংলাদেশে অসংখ্য অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং জোরপূর্বক গুমের মতো কর্মকান্ড নিয়ে গভীর উদ্বেগ রয়েছে সংস্থাটির। এ ক্ষেত্রে আইন পরিবর্তন করে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ক্ষমতা কমিয়ে আনতে সুপারিশ করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, না জানিয়ে আটকে রাখা, গুম এবং হেফাজতে মৃত্যুর মতো সব অভিযোগ স্বাধীন সংস্থা দিয়ে তদন্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে। তদেন্ত দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে বলা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের ক্ষতিপূরণ দিতে একটি কার্যকর ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। আইনে এমন ধারা যুক্ত করতে বলা হয়েছে, যাতে গুম রোধ করা যায়। এ ছাড়া গোপনে কাউকে আটকে রাখা হয়নি, তা নিশ্চিত করতে বলেছে সংস্থাটি।

নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ নিয়ে মানবাধিকার হাইকমিশনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ, স্বাধীন এবং স্বচ্ছ তদন্ত করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে নিরাপত্তা খাতের সংস্কার চেয়েছে জাতিসংঘ। এ ছাড়া গুমের চলমান অভিযোগগুলোও আমলে নিয়েছে সংস্থাটি। এ ক্ষেত্রে নিয়ম ও বিচারিক সুরক্ষার ঘাটতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশে বিচারকদের ক্রমাগত হুমকি ও চাপের মধ্যে থাকতে হয়। এ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শক্তিশালীকরণের পাশাপাশি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ অন্যদের হুমকি, নির্যাতন এবং চাপ থেকে বিচারকদের সুরক্ষা দিতে সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিচারক ও সরকারি আইনজীবীরা যাতে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক পান, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকরা যাতে তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন, সেই নিশ্চয়তাও থাকতে হবে।

বাংলাদেশে এখনও বেশির ভাগ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। ফলে তাদের সামাজিক ও শ্রম সুরক্ষা নেই। এ ক্ষেত্রে তাদের নিয়মিত শ্রম খাতে যুক্ত করতে সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কর্মপরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, সব শ্রমিকের জন্য সর্বনিম্ন মজুরি-সংক্রান্ত কোনো কাঠামো নেই। এ জন্য সবার জন্য জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি কাঠামো গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে। আর বিদ্যমান সর্বনিম্ন মজুরি এমন পর্যায়ে নিতে সুপারিশ করা হয়েছে, যাতে শ্রমিকরা তাদের পরিবার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারেন শ্রমিকের মজুরির ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে বলা হয়েছে। নারীর কর্মস্থলে যোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনি ও সামাজিক বাধা দূর করতে বলা হয়েছে। বর্তমান শ্রম আইন সংস্কার নিশ্চিত করতে সুপারিশ করেছে জাতিসংঘ।

বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আইনে দুর্বলতা দেখতে পেয়েছে সংস্থাটি। বিশেষ করে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে বৈষম্য বিদ্যমান। আইনে এ বিষয়গুলোতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা নেই। ফলে জাতিসংঘ থেকে আইনটিকে পর্যালোচনা করার সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের আইনে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদন্ড নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে জাতিসংঘের। জাতিসংঘ সাজা হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিপক্ষে। এ ক্ষেত্রে সাজা দেওয়ার ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড এড়াতে পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করা হয়েছে।

ইউপিআরে অংশ নিতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল বর্তমানে জেনেভায় অবস্থান করছেন। প্রতিনিধি দলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রয়েছেন। শুনানিতে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরা এবং এ সম্পর্কে উত্থাপিতব্য বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেবে প্রতিনিধি দলটি।

মূলত তিনটি প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত, সরকারের দেওয়া জাতীয় প্রতিবেদন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের মূল্যায়ন। এ ছাড়া জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনের কার্যালয়ের প্রতিবেদন এ শুনানিতে আমলে নেওয়া হয়।

চার বছর পরপর জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় বিভিন্ন সদস্য দেশ পর্যালোচনাধীন রাষ্ট্রকে মানবাধিকার-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে প্রশ্ন ও সুপারিশ করে।

২০১৮ সালের ১৪ মে সর্বশেষ ইউপিআরে ২৫১টির মধ্যে ১৭৮টি সুপারিশকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ। অবশিষ্ট ৭৩টি সুপারিশের বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্যসংবলিত 'নোট' দিয়েছে সরকার। ইউপিআরে সেটি ছিল বাংলাদেশের তৃতীয় অংশগ্রহণ। তৃতীয় শুনানিতে বাংলাদেশের গ্রহণ করা সুপারিশের মধ্যে ২৫টি ছিল মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুরক্ষা সম্পর্কিত। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে আওয়ামী লীগ সরকার স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রথমবারের মতো ইউপিআরে অংশগ্রহণ করে। ২০১৩ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয় শুনানি হয়।

চোখ প্রতিস্থাপন যুক্তরাষ্ট্রে, চিকিৎসা

(প্রথম পাতার পর

)রোগীর বাঁ চোখ প্রতিস্থাপন করেছেন চিকিৎসকেরা। অপর ব্যক্তির দান করা চোখ জেমসের চোখে বসানো হয়েছে। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে জেমসের অপটিক নার্ভ, রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াসহ বাঁ চোখ ও মুখের কিছু অংশ প্রতিস্থাপন করা হয়। তবে জেমস এখন চোখে দেখতে পারবেন কি না, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

২০২১ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন জেমস। প্রাণে বাঁচলেও বাঁ চোখে দৃষ্টিশক্তি হারান তিনি। সেই সঙ্গে বাঁ হাতের কনুই, নাক, ঠোঁট, সামনের দাঁত, গাল ও চিবুকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন।

পরে নিউইয়র্কের এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গোন হেলথে ভর্তি করা হয় জেমসকে। এটি মুখমন্ডল প্রতিস্থাপনের জন্য সুপরিচিত একটি হাসপাতাল। গত ২৭ মে সেখানে জেমসের চোখ প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার হয়। প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছেন চিকিৎসক এদুয়ার্দো রদ্রিগেজ। তিনি বলেন, এটা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দারুণ একটি ঘটনা। প্রাণীর দেহে কিছু ক্ষেত্রে সফল হলেও এর আগে কোনো জীবিত মানুষের পুরো চোখ প্রতিস্থাপনের ঘটনা ঘটেনি।

চোখ প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ। চিকিৎসকেরা বলেছেন, জেমস এখনো চোখে দেখতে পারছেন না। তবে ধীরে ধীরে তিনি বাঁ চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, এমনটাই তাঁদের প্রত্যাশা।

গাজা প্রশ্নে বিভেদ ভুলে এক হয়েছে ইরান-সৌদিআরব

(প্রথম পাতার পর)

যুদ্ধবিরতি এবং নিঃশর্ত মানবিক সহায়তা সরবরাহের আহবান জানান। খবর নিউইয়র্ক টাইমস'র।

চীনের মধ্যস্থতায় একটি চুক্তির আওতায় গত মার্চে কূটনৈতিক সম্পর্ক ফের শুরু করে তেহরান ও রিয়াদ। দেশ দুটি মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলজুড়ে ছায়াযুদ্ধে জড়িত। কিন্তু গাজার প্রশ্নে তারা এক সুরে কথা বলেছে। গাজায় ইসরায়েলের হামলা সৌদি আরব এবং ইরানের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সূক্ষ্ম কূটনীতিতে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সৌদি আরব ও ইসরায়েল। হামাসের শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ইরানকে ইসরায়েল সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু বলে মনে করে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির শনিবারের রিয়াদ সফর ছিল এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে দেশটির কোনো শীর্ষ নেতার প্রথম সৌদি সফর। দেশটির প্রধানমন্ত্রী ও যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান তাঁকে স্বাগত জানান। এর আগে গত ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা শুরু হলে রাইসি ও যুবরাজ মুহাম্মদ প্রথমবারের মতো ফোনালাপ করেছিলেন।

সম্মেলনে গাজার বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে নীরবতার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের সমালোচনা করেন রাইসি। আর সৌদি ক্রাউন প্রিন্স বলেন, ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক আইনের স্পষ্ট লঙ্ঘন বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। এ সময় আরব ও মুসলিম দেশগুলোর নেতারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার আহ্বান জানান। তারা বলেছেন, দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান না করলে আঞ্চলিক শান্তি অর্জিত হবে না।

সম্মেলনের পর সংবাদ সম্মেলনে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান বলেছেন, ইসরায়েলের ওপর আঞ্চলিক দেশগুলোর চাপের ফল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। এখনও তা যথেষ্ট নয়, তবে সঠিক পথেই এগোচ্ছে। আমরা শুনছি, ইসরায়েলের মিত্র দেশগুলোই তেল আবিবের সমালোচনা করছে। তারা এখন বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ও মানবিক আইনের মধ্যে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার কথা বলছে। শুক্রবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ গাজায় হত্যা বন্ধ করতে ইসরায়েলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। টানা বর্বর হামলা, ধ্বংস ও ব্যাপক সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ইসরায়েলের প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন কমিয়েছে।

রিয়াদে রাইসিকে প্রিন্স মোহাম্মদের স্বাগত জানানোয় সৌদির কার্যত এ নেতার অবস্থান পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। কারণ, ২০১৭ সালে তিনি ইরানকে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্যবাদী হওয়া থেকে বিরত থাকতে কড়াভাবে সতর্ক করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস নিউজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হিটলারের মতোই মধ্যপ্রাচ্যে নিজস্ব প্রকল্প তৈরি করতে চান খামেনি।

এ বিষয়ে ওয়াশিংটনের আরব গাল্ফ স্টেটস ইনস্টিটিউটের সিনিয়র বিশ্লেষক ক্রিস্টিন দিওয়ান বলেছেন, ইরানের সঙ্গে রিয়াদের ঘনিষ্ঠ পরামর্শে সৌদি আরবের বাস্তববাদী নীতি ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন, 'তারা জানে, সংঘাত ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে ইরানের সহযোগিতা প্রয়োজন। এমনকি হামাসের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও। তিনি আরও বলেন, কিন্তু কিছু নেতা স্বাভাবিকীকরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন, বাকিরা কঠোর পদক্ষেপের দাবি করেন। সৌদি আরব মধ্যম অবস্থা ধরে রাখতে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। তাদের সফল হতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন।

ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হলে আন-ডকুমেন্টেড

(প্রথম পাতার পর)

প্রধান জাতিকে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি কোভিড-১৯ এর নেওয়া সকল আশ্রয় প্রার্থণা বাতিলের সিদ্ধান্ত পূণর্বহাল করা হবে। এবারে তার এই বাতিলের মূলে অবশ্য আর কোভিড থাকবে না, থাকবে অভিবাসীরা যক্ষার মতো আরও নানাবিধ সংক্রামক রোগ-বালাই নিয়ে আসে আর তাই তাদের আশ্রয় দেওয়া যাবে না। খবর নিউইয়র্ক টাইমস'র।

ট্রাম্পের পরিকল্পনাই হচ্ছে দেশকে আনঅথরাইজড ইমিগ্র্যান্টমুক্ত করা এবং প্রতিবছর মিলিয়ন মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো। গণহারে এই ডিপোর্টেশন যাতে সহজ হয় সে জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন এক পদ্ধতি বের করছেন যার জন্য শুনানিটুকুও প্রয়োজন হবে না। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের এই ঝাঁটা অভিযান বাস্তবায়নে তার পরিকল্পনায় রয়েছে অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহকে নিযুক্ত করা এবং স্থানীয় পুলিশ ও ন্যাশনাল গার্ডের সেনাদের ব্যবহার করা।

আইসিই ডিটেনশন ফ্যাসিলিটি বাড়াতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুলাকায় ক্যাম্প নির্মাণ করতে চান, যখন অবৈধ ইমিগ্রান্টদের কেসগুলো প্রসেসিং চলবে তখন তারা সেখানেই অবস্থান করবেন। আর ডিপোর্টেশন ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষায় থাকবেন। এসবের জন্য কংগ্রেস যদি কোনো তহবিল ছাড় দিতে রাজি না থাকে তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই মিলিটারি বাজেট থেকে অর্থ আনবেন ঠিক যেমনটা তিনি করেছিলেন তার প্রথম দফায় সীমান্ত দেয়াল নির্মাণের জন্য।

গত সেপ্টেম্বরে আইওয়ায় একটি পাবলিক কর্মসূচিতে ট্রাম্প তার এসব পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেন। তিনি বলেন, 'আইশেনহাওয়ার মডেল অনুসরণ করে আমরা আমেরিকার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ডমেস্টিক ডিপোর্টেশন অভিযান চালাবো।' ১৯৫৪ সালে মেক্সিকানদের বিদায় করতে সে অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিলো 'অপারেশন ওয়েটব্যাক'। ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ২০২৫ ইমিগ্রান্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে ইমিগ্রান্টদের ওপর এমন খাড়া নেমে আসবে যা আধুনিক আমেরিকান ইতিহাসে কখনোই দেখা যায়নি। কোটি কোটি মানুষকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। যারা হয়তো বছরের পর বছর এমন কি দশকের পর দশক ধরেই এই দেশে অবস্থান করছেন।

মেয়র এরিকের সেলফোন আইপ্যাড

(প্রথম পাতার পর)

ব্যবহৃত ইলেক্ট্রিনক ডিভাইজগুলো নিয়ে যায়। নিউইয়র্ক টাইমস এসব তথ্য জানিয়েছে।

অন্তত দুটি সেলফোন ও একটি আইপ্যাড ছিলো এই তালিকায়। ২০২১ সালে হাইজোনার'র ক্যাম্পেইন তুরস্ক সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে সম্পন্ন হয়েছিলো। আর তাতে তুরস্ক সরকার ও অন্যান্য সূত্র থেকে মেয়রের নির্বাচন তহবিলে সরাসরি অর্থ যোগান দেওয়া হয়।

এরিক অ্যাডামসের ক্যাম্পেইন অ্যাটর্নি বয়ড জনসন জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে এক্ষেত্রে সবধরনের সহায়তা করেছেন।

'কেন্দ্রীয় তদন্তের পর জানা গেছে কোনো একজন ব্যক্তি অস্বাভাবিক কিছু একটা করেছেন। তদন্তের প্রতি সহায়ক হতে ও স্বচ্ছ থাকতে বিষয়গুলো দ্রুতই তদন্তকারীদের জানানো হয়েছে,' এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

গত সোমবার রাতে একটি কর্মসূচির পর এফবিআই'র কর্মকর্তারা মেয়র এরিক অ্যাডামসের কাছে যান। এসময় দ্রুতই মেয়র তার কাছে থাকা ই-মেইল ডিভাইসগুলো কর্মকর্তাদের দিয়ে দেন। তদন্তে সব ধরনের সহায়তা করেন মেয়র, জানান বয়ড জনসন। তবে কোন ব্যক্তির আচরণে অস্বাভাবিকতা পাওয়া গেছে তা স্পষ্ট করা হয়নি এই বিবৃতিতে।

আর এরিক অ্যাডামস নিজে বলেছেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একজন সাবেক সদস্য হিসেবে, আমি চাই আমার কার্যালয়ের সকল সদস্য আইন মেনে চলবে এবং এই তদন্তে পূর্ণাঙ্গ সহায়তা দেবে। আর আমি সেটাই করে যাবো। আমার লুকোনোর কিছু নেই।

এদিকে, রবিবার মেয়র এরিক অ্যাডামস এই ঘটনায় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি সত্যিই যেটা চাই হচ্ছে এই তদন্ত শেষ হোক। এফবিআইর তদন্তে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন মেয়র।

আমাদের এক সাথে কাজটি করতে হবে, যাতে সকল সত্যই বেরিয়ে আসে, বলেন মেয়র অ্যাডামস ।রবিবার সকালে আমেরিকান এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ৫৮৭ মেমোরিয়া সার্ভিসে যোগ দেওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন মেয়র। এক মিনিটেরও কম সময় তিনি সাংবাদিকদের সামনে কাটানা। এসময় তিনি বলেন, এটি কথা বলার স্থান নয়। আপনারা জানেন আমরা গত মঙ্গলবারই কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেছি। আর তার ফল কি হয়, সেটাই দেখার অপেক্ষায় রয়েছি।

দেশের জন্য আর যুদ্ধ করতে চায় না

(প্রথম পাতার পর)

রাজি নয়। এমনকি বড় বড় যুদ্ধেও দেশটির বয়স্ক মানুষেরা চায়না যুদ্ধে যেতে কিংবা সামরিক শক্তির অংশ হতে। এনবিসি'র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইউএস মিলিটারি তার সামরিক শক্তি নিয়োগের কোটা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। সেনা বাহিনী ও বিমান বাহিনি এ ক্ষেত্রে ১০ হাজার করে সেনা ঘাটতিতে রয়েছে। আর নৌবাহিনীতে এই ঘাটতি ৬ হাজার।

জরিপে দেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে এখন ১৯৮৭ সালের তুলনায় সামরিক শক্তিতে সক্রিয় সেনা সদস্যের সংখ্যা ৩৯% কমে গেছে। সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সৈন্য নিয়োগে এই ঘাটতি বর্তমান বৈশ্বিক যুদ্ধদশায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগের। ইকেলন ইনসাইট নামের একটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত জরিপে দেখানো হয়েছে, উত্তরদাতাদের ৭২% ই বলছেন, আমেরিকা যদি এখন কোনো বড় কিংবা বিধ্বংসী যুদ্ধের মাঝখানেও থাকে তারা এমন যুদ্ধে যাবেন না। মিলিটারি রিক্রুটিং এক্সপার্ট এর সিইও ডেভিড ইউসটিস এর মতে, জটিল কিছু ফ্যাক্টর এই অনীহার পেছনে কাজ করছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ প্রজন্মকে সামরিক বাহিনীতে আগ্রহী করে তুলতে কিছু সমন্বিত সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলো অপেক্ষাকৃত তরুণদের জানাতে যথাযথ যোগাযোগে ব্যর্থ হচ্ছে রিক্রুটাররা। অন্যদিকে রিক্রুটাররা বলছেন, মিলিটারি সিস্টেম এখন জেনারেশন জি'র দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং গেমিং ট্রাক থেকে শুরু করে ফ্লাইং ড্রন পর্যন্ত ব্যবহার হচ্ছে যা মনুষ্যবিহীন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমনই যে আমেরিকানদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করাটাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

আমেরিকান মুসলিমদের খেপিয়ে

(প্রথম পাতার পর)

মুসলিম ও আরব বংশোদ্ভূত আমেরিকান ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের অব্যাহত হামলা বন্ধে বাইডেনের পক্ষ থেকে সরাসরি পদক্ষেপ দাবি করছেন। খবর সিএনএন ও দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের।

গত বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের মুসলিম নেতারা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে স্বল্প সময়ের একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে তারা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য বাইডেনের প্রতি আহ্বান জানান। নেতারা গাজায় একটি যুদ্ধবিরতির দাবিও জানিয়েছেন বলে খবর দিচ্ছে সংবাদ মাধ্যমগুলো। সম্প্রতি গাজায় ইসরায়েলি হামলায় মৃতের সংখ্যা প্রকাশ করেছে হামাস। এ সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বাইডেন। বৈঠকে এর ব্যাখ্যা দিয়ে বাইডেন বলেছেন, কার্যত তিনি হামাস ও ফিলিস্তিনি জনগণের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছিলেন। এ ছাড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনের উদ্বেগ সম্পর্কেও তিনি বৈঠকে অবগত হন।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে এ সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে বিষয়টি মোকাবেলা করা নিয়ে সমালোচনার মুখে রয়েছেন জো বাইডেন। যুক্তরাষ্ট্র এরই মধ্যে ইসরায়েলকে সামরিক সহযোগিতা দিয়েছে। বাইডেন প্রশাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহমর্মী না হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। এই মুসলিম নেতাদের অনেকেই ২০২০ সালে বাইডেনের পক্ষে দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোটের প্রচার চালিয়ে ছিলেন। তাদের অনেকেই সতর্ক করেছেন, গাজায় ইসরায়েলের হামলার ঘটনা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনের ভূমিকা নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে।

গত সপ্তাহের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ও ফিলিস্তিনি আমেরিকান নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের শীর্ষ কর্মকর্তারাও মুসলিম মার্কিনিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। গাজায় ইসরায়েলের হামলায় বিপুল সংখ্যক বেসামরিক মানুষ নিহত হওয়ার জেরে এসব পদক্ষেপ আসছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দল ডেমোক্রেটিক পার্টির অনেক নেতাই এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বিরল ও দীর্ঘ এক বিবৃতিতে গাজায় পানি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়া নিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন

(প্রথম পাতার পর)

জাতিসংঘ অবশ্য ১০ মাস আগেই বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়নে পৌঁছায় বলে জানিয়েছেন। ২০২২ সালের ২২ নভেম্বর দিনটিকে সে জন্য '৮ বিলিয়ন দিবস' হিসেবেও ঘোষণা করা হয়। তবে কিছু কিছু দেশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তাদের জনসংখ্যা গণনা করায় এবং কোনো কোনো দেশ একেবারেই আদমশুমারি না করায় এই ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। অনেক দেশেই এখনো জন্ম ও মৃত্যুর রেকর্ড রাখা হচ্ছে না। ভারত ও নাইজেরিয়ার মতো বৃহৎ জনসংখ্যার দেশে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আদমশুমারি করা হয় নি।

সহস্রাব্দের শুরুতে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়ন হয়। এর পর গত ২৩ বছরে তা ৮ বিলিয়নে পৌঁছালো। এর আগে ১৯৬০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ৪০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা দ্বিগুন হয়ে যায়। মানুষের জীবৎকাল বেড়ে যাওয়াই সাম্প্রতিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের গড় বয়স ৩২ বছর। যা ২০৬০ সাল নাগাদ ৩৯ বছরে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট,
কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী,
ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট
সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC
Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন,
তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার
যে কোন স্টেটে ডাকযোগে
ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE
BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently
Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড সেরা ১০০ ক্ষমতাধরের তালিকায়

বাংলাদেশি আমেরিকান করিম চৌধুরী

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালায়েন্স ফর সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার (অ্যাসাল) এর জাতীয় কমিটির সেক্রেটারি মো. করিম চৌধুরী নিউইয়র্কের স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের পাওয়ার ১০০ এর একজন হিসেবে গণ্য হচ্ছেন। মর্যাদাকর রাজনৈতিক জার্নাল 'সিটি অ্যান্ড স্টেড অব নিউইয়র্ক' প্রণীত ২০২৩ সালের তালিকায় উঠে এসেছে তার নাম। নিউইয়র্কের সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একজন হিসাবে নির্বাচিত করিম চৌধুরী এর আগে ২০২১ এবং ২০২২ সালেও এই তালিকায় এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ এশীয় তথা অন্যান্য সংখ্যালঘু গ্রুপের বৈষম্য ও অন্যায্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কাজ করছেন করিম চৌধুরী। ১৯৯৭ সাল থেকে করিম চৌধুরী নিউইয়র্কের শিক্ষা দফতরে সরকারি কর্মচারি হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ২০০১ সাল থেকে নিউইয়র্কের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। এবং শ্রমিক নেতা হিসেবি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশন-এনওয়াইএসপিইএফ এর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য ছিলেন তিনি। নিউ-ইয়র্ক স্টেটের ৫৫,০০০ কর্মীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই বাংলাদেশি আমেরিকান।

একজন রেজিটার্ড ডেমোক্র্যাট হিসেবে নিউইয়র্কের রাজনীতিতে বিশেষ করে স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ডের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখেন। স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড ডেমোক্রেটির পার্টির লেবার চিফ তিনি। ২০১৯ সালে জো বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে ডেলিগেট হওয়ার সুযোগ পান করিম চৌধুরী। নিউইয়র্কের বাইরেও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার রাজনীতিতে তার সুপরিচিতি রয়েছে। ইউএস কংগ্রেসনাল অ্যাওয়ার্ডসহ বেশ কিছু জাতীয় ও স্টেট পর্যায়ের পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, পেয়েছেন অনেক প্রক্লেমেশন ও সাইটেশন। অসংগঠিতদের সংগঠিত করা ও বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার কারণেই এসব স্বীকৃতি মিলেছে করিম চৌধুরীর।

ফার্স্ট জেনারেশন ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র আসেন করিম চৌধুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক সংগ্রাম ইতিহাসের সাক্ষী হয়েই তিনি এ দেশে পারি জমান। নিউইয়র্কে পৌঁছে করিম চৌধুরী স্যাটান আয়ল্যান্ডে বসবাস শুরু করার পর থেকেই দক্ষিণ এশীয়দের সংগঠিত করতে শুরু করেন। প্রথমে তিনি কাজ শুরু করেন নিম্ন-আয়ের ইমিগ্র্যান্টদের পরিবারগুলোর সাথে। তারা যাতে ভালো মজুরির কাজ পেতে পারেন এবং দারিদ্রদশা থেকে বের হয়ে আসতে পারেন সেটাই ছিলো তার লক্ষ্য। সরকারি ও বেসরকারি খাতে যাতে ভালো মজুরির কাজ পাওয়া যায় সে জন্য বিভিন্ন বিকল্প উপায়ে চেষ্টা করতে তিনি এই মানুষগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্ট্যাটান আয়ল্যান্ডের অভিবাসী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ান এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে তারা যেনো নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সে চেষ্টা অব্যহত রাখেন। করিম চৌধুরীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চেষ্টায় অনেক ট্যাক্স থেকে সুবিধা নেওয়া মানুষ নিজেই ট্যাক্স জেনারেটরে পরিণত হন। কোনো ব্যক্তি বা পরিবারকে তাদের বিরাজমান সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে পারার মধ্যেই নিজের কাজের আনন্দ খুঁজে নেন তিনি। কমিউনিটির মানুষগুলো যাতে কাজ খুঁজে পান সে জন্য তাদের রেজুমি তৈরি করে দেওয়া, কাজের জন্য আবেদন, কাজের জন্য প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগগুলো নিশ্চিত করেন। আর এসব কারণে গোটা সংখ্যালঘু গ্রুপের মধ্যে তিনি সুপরিচিত। ২০০১ সালেই করিম চৌধুরী নিউইয়র্ক সিটি সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে যোগ দেন এবং এনওয়াইসি লোকাল ৩৭১ এর সক্রিয় সদস্য হন। একজন সক্রিয় ইউনিয়ন মেম্বার হিসেবে নিজের



ইউনিটে সদস্যদের সংগঠিত করা শুরু করেন। ২০০৭ সালে নিউইয়র্ক স্টেট সিভিল সার্ভিস সিস্টেমে যোগ দেন তিনি। এবং দ্রুতই নিউইয়র্ক স্টেট পাবলিক এমপ্লয়ি ফেডারেশন (পিইএফ) এর সক্রিয় সদস্য হন। ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পিইএফ ডিভিশন ৩৪৯ এর কাউন্সিল লিডার। পরে জয়েন্ট অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন অ্যাডভাইজরি কমিটির কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পান। স্টেট এজেন্সিগুলোয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক স্টেট, ডিএইচআর ও ইইওসিতে দায়ের করা মামলা ও অসন্তোষ পর্যালোচনা করাই ছিলো তার দায়িত্ব। নিউইয়র্ক সিটি সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিলে পিইএফ'র প্রতিনিধিত্ব করেন করিম চৌধুরী।

২০১৮-১৯ সালে রিচমন্ড কাউন্টি ডেমোক্রেটিক পার্টিকে চাঙ্গা করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন করিম চৌধুরী। এসময় তিনি সংগঠনকটিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় করে তোলেন। পরে তিনি রিচমন্ড ডেমোক্রেটিক পার্টির নির্বাহী সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পান। করিম চৌধুরী ২০১৮ সালে এডি ৬১ এর জুডিশিয়াল ডেলিগেট নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে পুনর্নির্বাচিত হয়ে এখনো সেই পদে রয়েছেন। এনওয়াই কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট ১১ এর পক্ষ থেকে তিনি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে যোগ দেন।

এছাড়াও করিম চৌধুরীর ডাক পড়ে স্টেটওয়াইড লেবার ম্যানেজমেন্ট ও হেলথ অ্যান্ড সেফটি কমিটিগুলোর বৈঠকে। সেখানে তিনি পিইএফ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরাজমান সংকটগুলো নিরসনে দায়িত্ব পালন করেন। একজন আত্মনিয়োজিত শ্রমিক নেতা ছাড়াও তিনি সফল কমিউনিটি সংগঠক হিসেবে গোটা নিউইয়র্কে তার সুপরিচিতি রয়েছে। বিভিন্ন অংশগ্রহণ ও অ্যাক্টিভিজমের মাধ্যমে তিনি সমস্যাগুলোর গুরুত্বানুসারে সমাধানের পথে নির্দেশ করেন।

সাংগঠনিক কর্মকান্ডের এই পথ পরিক্রমায় ২০১৫ সালে করিম চৌধুরী এএসএএএল এর যোগ দেন। সে বছর দক্ষিণ এশিয়ান আমেরিকান শ্রমিক সংঘের স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড চ্যাপ্টারের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন তিনি। এখানে অ্যাসালের ব্যানারে দক্ষিণ এশীয়দের সংগঠিত করতে থাকেন এবং তাদের মধ্যে একটা শক্ত মোর্চা গঠন করেন। ক্রমেই স্ট্যাটান আয়ল্যান্ড বঞ্চিতদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে অ্যাসাল। নিউইয়র্কের এই বোরোতে জনমত গঠন, ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও আদমশুমারিগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে সংগঠনটি। করিম চৌধুরীর তুলনাহীন নেতৃত্ব প্যানডেমিকের সময়টিতে তাকে দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটিতে আরও সুপরিচিত করে তোলে। নিউইয়র্ক সহ অন্যান্য স্টেটেও দক্ষিণ এশীয় নেতাদের কাছে পরিচিতি পান তিনি। এর আগে ২০১৬ সালেই অ্যাসাল এর ন্যাশনাল সেক্রোটারি পদে দায়িত্ব পান এবং নিউইয়রর্কের পাঁচটি ও নিউ জার্সির একটি চ্যাপ্টারের নেতৃত্ব তার হাতে আসে। তার নেতৃত্বে অ্যাসালা নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভানিয়া, মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ওয়াশিংটন ডি.সি, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা ও মিশিগানে ২০টি চ্যাপ্টার গড়ে ওঠে। নিয়মিত তিনি এসব স্টেটে সফর করে সেসব কমিউনিটিতে কণ্ঠস্বর জাগ্রত করে তুলতে কাজ করেন। মোহাম্মেদ করিম চৌধুরীর বড় ছেলে ফাতিন ইফতেখান (২২) ব্রুকলীন টেকনিক্যাল হাইস্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে কিউনি- হান্টার কলেজ থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিয়েছেন। ছোট ছেলে ফাতিন ইশতিয়াক (১৯) হাইস্কুল শেষ করেন স্টাটেন আয়ল্যান্ড টেকনিকাল হাই স্কুল থেকে এবং বর্তমানে ব্রুক ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলর করছেন। তার মেয়ে মানহা কারিমা মাহজাবিন (১১) আইএস ২৭ এর সিক্স গ্রেডার। তার স্ত্রী ফারহানা আহমেদ এনওয়াইসি সিভিল সারভেন্ট হিসেবে কর্মরত। এবং এনওয়াইসি ১৫৪৯ এর সদস্য। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: popultaxservices@gmail.com

Personal Income Tax Preparation for all industries:
- All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
- Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
- Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing

We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স
ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

tax refund

Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



- Road Lesson Local & Highway
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

OPEN 7 DAYS

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ



6 Hours DDC Class
Good For TLC

718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে
ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC

MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
Microsoft SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL

Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট

সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps | Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

নির্বাচন
২০২৩

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

গত ২৯ অক্টোবর
২০২৩
রবিবার





সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ নির্বাচনে

ফিরোজ-আলমগীর পরিষদ

পূর্ণ প্যানেলে নির্বাচিত হওয়ায়

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

অভিনন্দন

শুভেচ্ছান্তেঃ

সন্দ্বীপ ইউনাইটেড উত্তর আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বৈঠকের কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশের নির্বাচন, দিল্লিতে পিটার হাস



ঢাকা ডেস্ক, ১০ নভেম্বর : ভারতের নয়াদিল্লিতে আজ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে মন্ত্রী পর্যায়ের টু প্লাস টু বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। তবে ব্লিঙ্কেনের আসার আগেই সেখানে পৌঁছেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

পিটার হাসের উপস্থিতিতে আলোচনায় বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ইস্যু প্রধান্য পাবে বলে মনে করছে দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রী লয়েড অস্টিন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও মন্ত্রী রাজনাথ সিং বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

একটি সূত্রের বরাত দিয়ে দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ২০২৪ সালের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বেশ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও একটি গণতান্ত্রিক সরকার দেখতে চায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র।

সূত্রের বরাতে পত্রিকাটি বলছে, যুক্তরাষ্ট্র বারবার বলছে– বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় তারা; কিন্তু চীনা হস্তক্ষেপে যা বাধাগ্রস্ত হতে পারে বলে দেশটির আশঙ্কা।

দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাংবাদিক ইয়াসি শেলির প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের স্থানীয় জনগণের চীনপন্থি একটা ঝোঁক আছে। প্রতিবেশী দেশে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ভারতের সংকট বাড়িয়ে তুলতে পারে। চীনপন্থি মোহাম্মদ মুইজ্জু মালদ্বীপের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর, ভারত দ্বীপরাষ্ট্রে তার শক্ত ঘাঁটি হারিয়েছে। প্রতিবেশী এলাকায় একই ধরনের পরিস্থিতি ভারতের প্রভাবকে আরও দুর্বল করে দেবে। ইয়াসি শেলি মনে করেন, বাংলাদেশের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ইন্দো-প্যাসিফিকে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব রুখে দেওয়ার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রতিরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বিনিয়োগ। বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচন, তাই তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তরাষ্ট্র একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে, তা বারবার বলে আসছে।

উল্লেখ্য, মানবাধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে রূপপুরে বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য পণ্য বহনকারী রাশিয়ান জাহাজ উরসা মেজরকে মোংলাবন্দরে নোঙর করা থেকে বিরত রাখে। কেননা জাহাজটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ছিল।

এদিকে গত কয়েক বছরে কক্সবাজারে ১.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বাংলাদেশে প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি তৈরি করেছে চীন। এটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে উদ্বোধন করা হয়। এটি দেশের প্রতিরক্ষা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য বাংলাদেশের 'ফোর্সড গোল ২০৩০'-এর একটি অংশ হিসাবে একসঙ্গে ছয়টি সাবমেরিন এবং আটটি যুদ্ধজাহাজ ডক করার ক্ষমতাসহ নির্মিত হয়েছে।

বাংলাদেশ নিয়ে বিস্তার আলোচনা না হলেও আজকের মিটিংয়ে প্রধান ফোকাস বাংলাদেশ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কানাডার পার্লামেন্টে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রশংসা



ঢাকা ডেস্ক, ১০ নভেম্বর : কানাডার পার্লামেন্টে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন দেশটির অটোয়ার অন্টারিও নেপিয়ান অঞ্চলের এমপি চন্দ্র আরিয়া। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার পার্লামেন্ট অধিবেশনে বক্তব্যকালে তিনি এই প্রশংসা করেন।

এ সময় স্পিকারের উদ্দেশে চন্দ্র আরিয়া বলেন, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক নীতিমালা ঠিক রেখে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির দারুণ উন্নয়ন ঘটেছে। যার ফলে দেশটির লাখ লাখ নাগরিক দারিদ্র্যসীমা থেকে বের হয়ে এসেছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবকাঠামো খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশটির অর্থনীতিকে আরও বেশি চাঙা করে তুলেছে এবং নাগরিকদের জন্য চাকরির বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করেছে।

তিনি আরও যোগ করেন, আমি এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কানাডাকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সমর্থন দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে দেশটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। এছাড়াও বাংলাদেশের আরও বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এই সমর্থন প্রয়োজন।

গত গ্রীষ্মে বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিলাম উল্লেখ করে চন্দ্র আরিয়া বলেন, সেখানে আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আমি বিভিন্ন মন্দির, মঠ ও গির্জা পরিদর্শন ছাড়াও সংখ্যালঘু বহু ধর্মীয় নেতার সঙ্গে দেখা করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ব্যবসায়ীর সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।



বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / November 13 // 2023 বিজ্ঞাপন 25

‘পিপল আপ’ এর উদ্যোগে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মত বিনিময়

ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি



অক্টোবর ৩০, ২০২৩। সোমবার। বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়, ১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক -১১৪৩৫



বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকা। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন স্বার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*
প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস



আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।
আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

নাজমুল আহসান, *সম্পাদক, পরিচয়।*



সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।
বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

ডা. ওয়াজেদ এ খান, *সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*



বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।
গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

মনজুর আহমেদ, *প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল*



যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

আবু তাহের, *সত্তাধিকারী, টাইম টিভি ইউএসএ*
সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা।



বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মঈনুদ্দিন নাসের, *সিনিয়র সাংবাদিক।*



প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ’কে ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

মনওয়ারুল ইসলাম, *সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক কাগজ*

ALEGRA HOME CARE INC. Care With Love Is Humanity
PEOPLE UNITED FOR PROGRESS POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES
Abu Zafar Mahmood Foundation
জয় বাংলাদেশ JOY BANGLADESH MEDIA INC.
JBTV JOY BANGLADESH TELEVISION
CDPAP SERVICES

সাহিত্য সাময়িকী

সম্মিলিত স্বর
ফারুক মাহমুদ

মানুষের হাত হাতে রক্তমাখা শর

বিষের ফোয়ারা ওঠে কত কত নামে
হিংসা আর প্রতিহিংসা কখনো না থামে

বুকে রাখা স্নেহপ্রীতি হয়েছে পাথর

খিদের আলস্য নেই ক্রুদ্ধ পরম্পরা
ক্ষমতার দম্ভশিখা পোড়ে বসুন্ধরা

গানের সুরের মতো নেই কোনো ঘর
মানুষের সঙ্গে থাকে বন্য সহোদর

আত্মপ্রাপ্তি শুধু এক বিকলাঙ্গ বোধ

হে বঞ্চনা, তৈরি থেকো, নেব প্রতিশোধ
ক্ষীণ হোক, তীব্র-তীক্ষ্ণ সম্মিলিত স্বর

সেই রক্তেরা হয় জয়ী
মোখলেসুর রহমান

এবং আমরা বরাবরই সমান্তরালে সূর্যের সাথী
আর আকাশে চাঁদের আলো
যেন আমাদের জীবনের সৌন্দর্য ও সুখের প্রতীক।
কোন নভেম্বরের এক রাত ম্লান চাঁদের আলো
ছায়া দিলো মনের উঠোনে আলোহীন ইমেজ
স্মৃতির পাঁজরে জমা হয় দু:খময় ইতিহাস
বন্দুকের গর্জন জন্ম দিলো মানচিত্রে বেদনার অসুখ।

পৃথিবীর আলোর অধিকারে কোন প্রাণের
অসময়ের মৃত্যু বা হত্যা
পৃথিবী কখনো বরণ করে না
স্মরণে দাগচিহ্ন জমা থাকে পৃথিবীর খতিয়ানে।
রক্তের আর্তনাদে লাল রক্ত কখনো ম্লান হয় না
দিকবিদিক দৌড়ে আর স্থানু হয় বিবেকের আলো ঘরে।
ঝরে যাওয়া রক্তেরা সময়ের ব্যবধানে আরাধনা করে
রক্তেরা কথা কয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক এজলাসে
জুলুমের কান্না জুলুমের ভাষা ঘোরাফেরা করে আরশে।

জেনে রাখো শেষমেষ জুলুম ও রক্তের আর্তনাদ কালান্তর
এবং সেই রক্তেরই হয় জয়।

চিরদিনের পরেও
রেজাউদ্দিন স্টালিন

ধর আমি বাতাস
অবলীলায় ঢুকে যাই তোমার ভিতর
নিশ্বাসে ঢুকি তোমার হৃদয়ে
প্রশ্বাসে বেরিয়ে আসি
সারাক্ষণ বসবাস তোমার সাথে
জাগরণ কিম্বা ঘুমে
চেতনে অবচেতনে

যদি সাগরের ঢেউ আমি
আছড়ে পড়ি তোমার শরীরে

বৃষ্টি? ভাবতে পারো
তুমি ভিজবে না বলে ছুটে পালাও
তবুও আমার আকাঙ্খায়
ভিজে যাও তুমি
দাঁড়াও বারান্দায় এলো চুল তোমার দক্ষিন সমুদ্রের রহস্য
তোমার মুখ ভিজিয়ে দিই আমি
প্রতীক্ষার ছটায়
মুগ্ধতা লুকানো অসীম তোমার মুখ
আর আমি নুয়ে থাকি স্বপ্নের ভারে

এই বাতাস সমুদ্র উন্মাতাল বৃষ্টি
ভালবাসি আমি
আর ভালোবাসি তোমার দেহের দ্রাঘিমায় যত উপত্যকা
ভালোবাসি তোমাকে
চিরদিনের পরেও

রংধনুর ক্যানভাস
ঝুটন দত্ত

এই দিন-রাত চলে যাচ্ছে
যাত্রীবিহীন মালগাড়ির মতো,
কালো ধোঁয়ার হর্ণ বাজিয়ে
তুলির জলছাপে জীবনকে এতটুকু
স্পর্শ করেনি তোমাদের বৈকালীন
রংধনুর ক্যানভাস।

শীতকালীন কংশ নদের মতো মরা
বালুর স্তুপে, কুয়াশার ধোঁয়ায় কেবল
স্থবিরতার সকাল।

আমার মনে হয়
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

আপনাদের কি মনে হয় ?
আমার কেবলি মনে হয়
কিছু রোদ ফুরিয়ে গেছে।
মানুষের মন থেকে কিছু রোদ
ভালবাসার
আশার কিম্বা স্বপ্নের
ফুরিয়ে গেছে।
আর মনের ওই শূন্য জায়গায়
কিছু মেঘ এসে বেঁধেছে বাসা
কি জানি কি ভাবে!

আপনাদের কি মনে হয় ?
আমার কেবলি মনে হয়
মানুষের মন থেকে কিছু সবুজ
হারিয়ে গেছে।
কিছু সবুজ যেগুলি ছিল
একান্ত বিশ্বাসের- একান্ত আস্থার
মুঠো মুঠো দৃঢ়তার
আজ আর নেই।
অবিশ্বাসের খড়কুটো ভরা সেখানে।

ক্রমাগত ক্ষয়ের দিন
অবিরত পরাজয়ের দিন
খালি হাতে ফিরে আসার দিন৩
অবাক দিন৩ এসে গেছে।

শুভ দীপাবলি
কনক কুমার প্রামানিক

আলোয় ভূবন ভরে উঠুক
সকল আঁধার কেটে,
কালিমা মুছে আলো ফুটুক
সবার মানসপটে।

আবির রঙে রাঙিয়ে যাক
কষ্টের শত কালো,
নতুন করে জীবন হোক
সে আলোয় ঝলমল।

সুখ প্রদীপ জ্বেলে মোরা
আলোর পথেই চলি,
সকল জীবকে ভালোবাসা
আর শুভ দীপাবলি।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

‘শ্রাবন্তী সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করেন বলে কষ্ট পান’



বিনোদন ডেস্ক: একাধিকবার সম্পর্কে জড়িয়েছেন, শুধু প্রেম নয় বিয়েও করে বসেছেন। প্রায় দিনই বহু লোকজন এটাকে নিয়ে ট্রোল করতে ছাড়েন না। টলিপাড়াতেও শ্রাবন্তীর একাধিক বিয়ে নিয়ে অনেকেই পেছনে হাসাহাসি করেন। তবে অনেকেই বলেন, অভিনেত্রী আসলে সহজ-সরল মানুষ। সহজেই কাউকে বিশ্বাস করে বসেন, পরে ঠকে যান। সত্যিই কি তাই? কী বলছেন, শ্রাবন্তীর নতুন ছবির পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্র?

এ মুহূর্তে শুভ্রজিৎ মিত্রের‘দেবী চৌধুরানি’ হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছেন শ্রাবন্তী। ডিসেম্বরে শুটিং। তাই আপাতত শ্রশ্রবন্তীর একপ্রকার নিয়মিত ‘ক্লাস নিচ্ছেন’ পরিচালক। সত্যিই কি শ্রাবন্তী বোকা? কী বলছেন ‘দেবী চৌধুরানী’র পরিচালক?

টিভি নাইনকে শুভ্রজিৎ মিত্র বলেন, শ্রাবন্তীকে বেশ ইমোশনাল মনে হয়েছে। তবে তিনি মোটেও বোকা নয়। শ্রাবন্তী ভীষণই স্মার্ট, এমনই বক্তব্য পরিচালকের। তবে লোকে যে বলে শ্রাবন্তী সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলেন, সে কথার সঙ্গে অবশ্য সহমত শুভ্রজিৎ মিত্র। তার কথায়, ‘হ্যাঁ শ্রাবন্তী সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলেন। আমিও তাই। আর সে কারণেই হয়তো খুব কষ্টও পায়।’

এ মুহূর্তে ‘দেবী চৌধুরানি’র জন্য ভীষণই কঠোর পরিশ্রম করছেন শ্রাবন্তী। তিনি ঘোড়ায় চড়া শিখেছেন। লাঠি খেলা, তলোয়ার চালানো– সবই শিখেছেন। মাঝে অবশ্য ছেলে ও হবু বউমাকে নিয়ে থাইল্যান্ডে বেড়াতেও গিয়েছিলেন। সবে কলকাতায় ফিরেছেন অভিনেত্রী।

প্রসঙ্গত, শ্রাবন্তীর বয়স যখন মাত্র ১৬-১৭, তখনই হঠাৎ করে রাজীব বিশ্বাসকে বিয়ে করে বসেছিলেন। খুব সম্ভবত সেটা ছিল ২০০৩ সাল। তাদের এক ছেলেও রয়েছে, ঝিনুক। বহু বছর সংসার করার পর ২০১৬ সালে তাদের সেই বিয়ে ভেঙে যায়। এর পর ২০১৬ সালে মডেল কৃষ্ণ ভিরাজকে বিয়ে করে বসেন তিনি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে বিয়ে ভেঙে যায়। এর পর ২০১৯-এ ফের বিয়ে করেন রোশন সিংকে। সেই বিয়েও টিকল না। বহুদিন হলো রোশনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে শ্রাবন্তীর।



মেজাজ হারালেন ঋষিপুত্র

বিনোদন ডেস্ক: রণবীর কাপুরের ‘অ্যানিমেল’ আগামী ১ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে। তবে আসন্ন এই সিনেমার প্রচারে তাকে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। বুধবার তাকে দেখা মাত্রই ছবি তুলতে যান সাংবাদিকরা। কিন্তু ছবি তোলার মতো মেজাজে না থাকায় ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তাকে সাংবাদিকরা ঘিরে ধরে বলেন, ‘একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।’ তাতেই মেজাজ হারিয়ে অভিনেতা বলেন, কেন দাঁড়াব? এমনিতেই বদমেজাজি বলে দুর্নাম ছিল ঋষি কাপুরের। রণবীর কাপুরও বেশ কয়েকবার সংবাদমাধ্যমকে দেখে মেজাজ হারিয়েছেন। এমনকি তার নামে দুর্নাম রয়েছে, স্ত্রী আলিয়া ভাটের ওপর নাকি খবরদারি করেন। যদিও তার স্ত্রী সেসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তবে অ্যানিমেল মুক্তির আগে কী কারণে রণবীরের মেজাজ খারাপ হলো তার কারণ এখনো অজানা।

১৫ বছরের ছোট প্রেমিকের কাছেই ফিরলেন সুস্মিতা

বিনোদন ডেস্ক: প্রযোজক রমেশ তৌরানির দিওয়ালি পার্টিতে রহমান শলের হাতে হাত রেখে হাজির হয়েছিলেন সুস্মিতা সেন। সেখানেই পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায় রহমানকে জড়িয়ে ছবি তোলার জন্য পোজ দেন অভিনেত্রী। কালো শাড়িতে সুস্মিতার লুক ছিল বরাবরের মতোই নজরকাড়া। সাদা কুর্তা-পাজামা ও বেজ ব্লেজার পরে পোজ দিয়েছেন রহমান। সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সেই ছবি। সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে আবারো মিলন হলো ৪৭ বছর বয়সি সুস্মিতা ও ৩২ বছরের রহমানের।



তিন বছর আগে নিজের বয়সের চেয়ে ১৫ বছরের ছোট রহমানের সঙ্গে প্রেমের খবর দিয়েছিলেন এই সাবেক বিশ্বসুন্দরী। দীর্ঘদিন প্রেমের পর ২০২১ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। গত দুই বছরে কোথাও একসঙ্গে দেখা যায়নি এই জুটিকে।

জানা গেছে, শিগগিরই রহমানের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পরিকল্পনা রয়েছে সুস্মিতার। এমনকি অভিনেত্রীর মেয়েদেরও নাকি রহমানকে বেশ পছন্দ। তাই নিজেদের সম্পর্ককে বিয়েতে রূপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা।



বিশ্বকাপের মাঝেই আনুশকার নতুন ভিডিও ভাইরাল

বিনোদন ডেস্ক: গত কয়েক দিন ধরেই আনুশকা শর্মার দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যদিও তাতে তিনি বা বিরাট কেউই কোনো সম্মতি দেননি। গত ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার অভিনেত্রীর আরও একটি ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। যাতে স্পষ্ট দেখা গেল আনুশকার বেবিবাম্প।

পিঙ্ক ভিলার রিপোর্ট অনুসারে এই ভিডিও বেঙ্গালুরুর। কালো রঙের একটি শর্ট ড্রেস পরে আছেন আনুশকা, যার হাতা বেলুন স্লিভস। আর এই পোশাক থেকেই ফুটে উঠেছে বেবিবাম্প, যা লুকানোর কোনো চেষ্টাই করেননি বিরাট-পত্নী।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, খুব যত্ন করে বিরাট ধরে রেখেছেন বউয়ের হাত। ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক পরে আছেন ওভারসাইজড গ্রে রঙের ট্রাউজার, আর লাইট গ্রে টি-শার্ট। পায়ে স্নিকার্স, মাথায় কালো চুপি।

হিন্দুস্তান টাইমসের একটি রিপোর্ট অনুসারে তাদের সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক মেটারনিটি ক্লিনিকের বাইরেও দেখা গিয়েছিল। সেখানে থাকা পাপারাজ্জিতের ছবি না নিতে অনুরোধ করেন তারা। সঙ্গে জানান, খুব জলদিই করবেন অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট।

ইমরানের ‘চোখে চোখে’ দীঘি!

বিনোদন ডেস্ক: প্রথমবার ইমরানের মিউজিক ভিডিওতে অভিনয় করেছেন নায়িকা দীঘি। ‘চোখে চোখে’ নামের এই গানটি অন্তর্জালে প্রকাশ হয়েছে ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায়, সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে।

ভিডিওতে ইমরান, পূজা ও দীঘি ছাড়াও অভিনয় করেছেন জিলানী। ভক্তদের প্রশংসায় ভাসছেন তারকারা। এ গানের ভিডিও দেখে অনেকেই বলছেন, এমন রোমান্টিক গান ও ভিডিও এখন আর সচরাচর দেখা যায় না। এই রোমান্টিক গানের ভিডিও নির্মাণ করেছেন শাহরিয়ার পলক। তার আগে গানটি লিখেছেন ভারতের পীযুষ দাস আর তাতে সুর-সংগীতায়োজন করেছেন ইমরান নিজেই।

ইমরান বলেন, অসম্ভব মিষ্টি কথা ও সুরের একটি গান। তার সঙ্গে ভিডিওটাও চমৎকার হয়েছে। এবারই প্রথম আমি ও পূজা সহশিল্পী হিসেবে দীঘিকে পেয়েছি। সব মিলিয়ে গানটি প্রকাশ করে আমি খুব হ্যাপি। এজন্য ধন্যবাদ দিতে চাই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিএমভি ও এর কর্ণধার পাপ্পু ভাইকে। আশা করছি, আমরা সামনেও এমন প্রজেক্ট করব।

দীঘি বলেন, গানটা খুবই সুন্দর। একবার শুনলে বারবার শুনতে ইচ্ছা করে। ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে আমার এটাই প্রথম কাজ। প্রথম কাজেই দারুণ অভিজ্ঞতা হলো। আমার খুব ভালো লেগেছে কাজটা করে। আশা করি, সবার গানটা খুব ভালো লাগবে।

পূজা বলেন, ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে প্রায় ৫ বছর পর আবার একটা গান করলাম। মনে হলো- অনেক দিন পর খুব ভালো একটা কাজ করলাম। আশা করি, সবার খুব ভালো লাগবে।



সিএনএনের প্রতিবেদন

আরব বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলের ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক সামরিক অভিযান এবং এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সমর্থনের কারণে দেশটির বিরুদ্ধে আরব বিশ্বের ক্ষোভ বাড়ছে বলে বাইডেন প্রশাসনকে সতর্ক বার্তা দিয়েছেন আমেরিকান কূটনীকিতরা। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এ বিষয়ে এক কূটনীতিক তারবার্তা পেয়েছে সিএনএন। বার্তায় বলা ছিল, ইসরায়েলের ধ্বংসযজ্ঞকে সমর্থন করার জন্য আরব বিশ্বের এক প্রজন্মের কাছে সমর্থন হারাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এই বার্তায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভের কারণে আমেরিকান কর্মকর্তাদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বুধবার (৮ নভেম্বর) ওমানের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত কূটনীতিক তার বার্তার কথাপকথনের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, 'আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে বাজেভাবে হেরে যাচ্ছি।' সতর্ক বার্তায় বলা হয়েছে, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সমর্থন দেখা যাচ্ছে। তারা বিষয়টিকে সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধ এবং নৈতিক অপরাধ হিসেবে দেখছে।

দূতাবাস থেকে প্রাপ্ত এই কূটনীতিক বার্তাটি মাস্কটের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আমেরিকান কর্মকর্তা লিখেছিলেন এবং অন্যদের মধ্যে হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ, সিআইএ এবং এফবিআই-এর কাছে বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল। তবে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের একটি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এই বার্তাকে পুরো অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান আমেরিকান বিরোধী মনোভাবের জাগরণ বলে মনে করছেন না বিশ্লেষকরা।

অপরদিকে কায়রোতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস থেকে সিএনএনের কাছে আসা আরেকটি বার্তা মিসরের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত একটি মন্তব্য উল্লেখ করে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়েছে। মিসরীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত মন্তব্যটি ছিল, 'প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নিষ্ঠুরতা এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি অবজ্ঞা পূর্ববর্তী সকল আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের বর্বরতাকে ছাড়িয়ে গেছে।' এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য সিএনএন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দ্বারস্থ হয়েছে।

গাজায় ধ্বংসযজ্ঞ ও এই অঞ্চলে ভয়াবহ মানবিক সংকটের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকান সমর্থনের জন্য রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশে ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে রয়েছেন। প্রশাসন যখন যুদ্ধবিরতির আহবানকে প্রতিহত করেছে, তখন কর্মকর্তারা গাজায় ত্রাণ সহায়তা বাড়ানোর জন্য কাজ করেছেন এবং ছিটমহলে আরও সহায়তা বাড়াতে ও বেসামরিকদের যুদ্ধ থেকে দূরে চলে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য মানবিক যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আরব বিশ্বের অআমেরিকান মিত্ররা গাজার মানবিক সংকটে তাদের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। গত সপ্তাহান্তে, সেক্রেটারি অব স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আয়োজিত একটি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে মিসর, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরবের শীর্ষ কূটনীতিকরা এবং সেইসঙ্গে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের মহাসচিব উপস্থিত ছিলেন।

শীর্ষ সম্মেলনে আরব নেতারা গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়েছিলেন কিন্তু ব্লিঙ্কেন এই প্রস্তাবের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার কথাই পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তার যুক্তি ছিল, এমনটা করা হলে হামাস পুনরায় সংগঠিত হতে এবং ইসরায়েলের ওপর আরেকটি আক্রমণ চালানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাবে।

বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ইসরায়েল উত্তর গাজার এলাকায় দৈনিক চার ঘণ্টার সামরিক অভিযানের বিরতি দিতে সম্মত হয়েছে।

গাজায় দৈনিক ৪ ঘণ্টার বিরতিতে রাজি ইসরাইল



ঢাকা ডেস্ক, ১১ নভেম্বর : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চল থেকে বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিতে সেখানে লড়াইয়ে দৈনিক চার ঘণ্টার বিরতিতে রাজি হয়েছে ইসরাইল।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন কিরবি এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলের বিরতি শুরুর তিন ঘণ্টা আগে এ বিষয়ে প্রত্যেক দিন ঘোষণা দেওয়া হবে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে গত সোমবার টেলিফোনে হামাস-ইসরাইল যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ওই সময় দুই নেতা গাজায় সাময়িক বিরতির বিষয়ে কথা বলেন। নেতানিয়াহুর সঙ্গে বাইডেনের আলোচনার দুদিন পর বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে গাজায় লড়াইয়ে বিরতিতে ইসরাইলের রাজি হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

জন কিরবি বলেন, ইসরাইলিরা আমাদের বলেছেন যে, বিরতির সময় গাজার উত্তরাঞ্চলে কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হবে না এবং এই প্রক্রিয়াটি আজ থেকেই শুরু হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'আমরা এটা দেখে আনন্দিত, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এই পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ইচ্ছুক।'

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের পক্ষে নয় বলে এর আগে বলেছিল। সেখানে যুদ্ধবিরতি দেওয়া হলে হামাস পুনর্গঠিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

জন কিরবি বলেন, বিরতির সময় গাজা উপত্যকায় প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা পরিবহণের অনুমতি থাকবে। পাশাপাশি গাজার বাসিন্দাদের ক্ষতিকর পথ থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করবে এই বিরতি।

যুক্তরাষ্ট্রের এই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেছেন, বৃহস্পতিবার গাজায় প্রথম মানবিক বিরতির ঘোষণা দেওয়া হবে। ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ দৈনিক চার ঘণ্টার বিরতি শুরুর নির্ধারিত সময় কমপক্ষে তিন ঘণ্টা আগে ঘোষণা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, তিনি হামাসের হাতে আটক কিছু জিম্মির মুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য ইসরাইলিদের 'তিন দিনের বেশি বিরতি' দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও গাজা উপত্যকায় তিনি সাধারণ যুদ্ধবিরতির সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র জন কিরবি আরও বলেছেন, উত্তর গাজায় চার ঘণ্টার বিরতি কার্যকরে ইসরাইলের এই সিদ্ধান্ত 'গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ। আমরা অবশ্যই যতদিন প্রয়োজন হবে, ততদিন এই বিরতি অব্যাহত থাকবে বলে দেখতে চাই।



গাজা ট্র্যাজেডির এক মাস

বিশ্ব কি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে?

ঢাকা ডেস্ক, ১১ নভেম্বর : অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় এক মাস ধরে ইসরাইলের নৃশংস ও ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চলছে। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ আর লাশের সারি। গাজাবাসীর ওপর ইসরাইল সেনাবাহিনীর এ ভয়াবহ তাণ্ডব শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না।

সাদা পতাকা হাতে নিয়ে দখলদার ইসরাইলকে থামানোর জন্য কোনো রাষ্ট্রপ্রধান প্রাণপণ চেষ্টা করছেন না বা গাজাবাসীকে রক্ষায় কোনো দেশ শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে না। বরং আমেরিকাসহ বেশ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ দখলদার ইসরাইলকে নানাভাবে সমর্থন দিয়ে সংঘাত আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই এক মাসে গাজা এক মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। গাজার রাস্তায় রাস্তায় এখন ইসরাইলি ট্যাংক ও সাঁজোয়া বহর।

আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির মতো বোমা। গাজায় বোমা হামলা যেন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত আণবিক বোমা হামলাকেও ছাড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ১৫ হাজার টন ওজনের অ্যাটম বোমা ফেলেছিল। আজও জাপানের এ দুই শহরের মানুষ সেই ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছে। ঠিক একই বর্বরতা গাজায়ও চালাচ্ছে ইসরাইল। ৩১ দিনে ইসরাইল ২৫ হাজার টন বোমা ফেলেছে গাজায়, যা দুটি পারমাণবিক বোমার সমান। সুইজারল্যান্ডভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা ইউরো মেডিটারিয়ান হিউম্যান রাইটস অবজারভেটরির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। ইতিহাসের নির্মম যুদ্ধগুলোকেও হার মানিয়েছে আমেরিকার মদদপুষ্ট মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাইলের এ ভয়াল আগ্রাসন। এখন গাজায় সম্ভবত একটি ভবনও আর পুরোপুরি অক্ষত নেই। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস এক বিবৃতিতে বলেছেন, পুরো গাজা এখন শিশুদের গণকবরস্থানে পরিণত হয়েছে। ৭ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ১০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অসংখ্য বেসামরিক মানুষ। সেভ দ্য চিলড্রেন জানিয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে সংঘাতে মোট যত শিশুর মৃত্যু হয়েছে, তার চেয়ে গাজায় বেশি শিশু নিহত হয়েছে গত তিন সপ্তাহে।

এছাড়া অসংখ্য শিশু ও যুবক নিখোঁজ রয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে অনেক শিশু। ফিলিস্তিনি যুবক ও শিশুদের প্রতি ইসরাইল সেনাদের এ নির্মমতা সব নিষ্ঠুরতাকে ছাড়িয়ে গেছে। তারা গাজার হাসপাতালগুলোয় বোমা নিক্ষেপ করছে। পরিস্থিতি এতটাই সংকটময় যে, আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো কোনো হাসপাতাল আর অবশিষ্ট নেই। সব হাসপাতাল বোমার আঘাতে তছনছ হয়ে গেছে। হাসপাতালে নেই পর্যাপ্ত পানি, ওষুধ, বিদ্যুৎ। নেই গজ, ব্যান্ডেজ বা চেতনানাশক ওষুধ।

এমনকি ডাক্তাররা বাধ্য হয়ে অনেক রোগীকে চেতনানাশক ইঞ্জেকশন ছাড়াই সার্জারি করছেন। ইসরাইলি সেনাবাহিনী বিদ্যুৎ, পানিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে। আর চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাবে চিকিৎসা না পেয়ে পিতার সামনে সন্তান, সন্তানের সামনে বোমা হামলায় আহত মা-বাবা ও নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে, যা খুবই হৃদয়বিদারক।

বর্তমানে এক মহাসংকটময় পরিস্থিতি পার করছে গাজাবাসী। অবরুদ্ধ গাজায় এখন শুধুই হাহাকার আর চারদিকে স্বাধীনতাকামী নিরীহ মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদ। এ আর্তনাদ আর গগনবিদারি চিৎকার যেন শোনার কেউ নেই। বিশ্ববাসী ৭৫ বছর ধরে ইসরাইলি সৈন্যদের এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নীরব দর্শক। মনে হয় শুধু অবলোকন করা ছাড়া আর কিছুই তাদের করার নেই!

মাঝেমধ্যে দু-চার বাক্যের একটা বিবৃতি দিয়েই তারা শান্ত থাকছে। গাজাবাসীর ওপর ইসরাইলিদের এ হামলার নিন্দা বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ জানিয়েছে বটে, কিন্তু কার্যত কেউ গাজাবাসীর জন্য এগিয়ে আসছে না। শুধু বিবৃতি আর ঘৃণা জানিয়ে আরব দেশসহ বিশ্ববিবেক চুপ থাকছে।

গাজাকে মনে করা হয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় উন্মুক্ত কারাগার। কিন্তু আমার মনে হয়, গাজাবাসী কারাগারের থেকেও বেশি নির্যাতন আর জুলমের শিকার হচ্ছে। কয়েদিরা তাদের মেয়াদ শেষে কারাগার থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু গাজাবাসীর মুক্তি নেই। ইসরাইল বহু বছর ধরে পুরো গাজাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। ইসরাইলের অনুমতি ছাড়া সেখান থেকে ঢোকা বা বের হওয়ার কোনো উপায় নেই। ইসরাইল সম্মত না হলে সেখানে পানি, খাদ্য বা জ্বালানি কিছুই আসে না।



আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তদন্তে ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ভূমি ও সম্পত্তি দখল, হত্যা, বেআইনিভাবে আটকে রেখে নির্যাতন, অবরোধ আরোপ, বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের হাজারও প্রমাণ উঠে এসেছে। হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে আটকে রাখা হয়েছে ইসরাইলের বিভিন্ন কারাগারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে এসব তথ্য আছে।

আমরা আমাদের বাবা-মা, শিক্ষক, এলাকার বয়োবৃদ্ধদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ, ব্রিটিশ ও পাকিস্তানের শাসন-শোষণের ইতিহাস বা গল্প শুনেছি। কিন্তু গাজাবাসীর মতো এত নির্মমতার শিকার কেউ হয়নি। গাজাবাসীর ইতিহাস সবচেয়ে বেদনার। শুনেছি দুঃখের পর সুঃখ আসে, কিন্তু গাজাবাসীর দুঃখের পর আরও দুঃখ আসে। জন্মের পর থেকেই ইসরাইলি সৈন্যদের নিক্ষেপিত বোমার বারুদের গন্ধ তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠে। ইসরাইলি সেনাদের বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয় তাদের।

নির্যাতিত ফিলিস্তিনিরা রক্ত দিয়ে ৭৫ বছর ধরে দখলদার ইসরাইলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করছেন, তা তাদের মাতৃভূমি রক্ষার সংগ্রাম। তারা দীর্ঘ সময় ধরে অত্যাচারিত ও নির্যাতিত। এখন তারা নিজের মাতৃভূমিতে নিজেদের অস্তিত্বই হারাতে বসেছেন। প্রতিনিয়ত ইসরাইল বাহিনী দখল করে নিচ্ছে তাদের আবাসভূমি। ইসরাইলের আগ্রাসনে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে, হত্যার শিকার হয়েছে, পঙ্গু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ক্যানসারখ্যাত ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নির্যাতনের মাঝে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে বাঁচতে হচ্ছে।

১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জোরপূর্বক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ফিলিস্তিনিরা নির্যাতিত হচ্ছে। বলা হয়, ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে হাত ঠিক করে ইসরাইলি সৈন্যরা। গাজার চারপাশেই হাজারও ইসরাইলি সেনার চৌপ্রহর সশস্ত্র প্রহরা। ফিলিস্তিনের আকাশটাও যেন আজ খোলা নেই। ইসরাইলের জঙ্গিবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা দিয়ে ভরপুর।

অবরুদ্ধ জনপদটির বাতাসও ভরে গেছে রাসায়নিক হামলার মরণ-বিষে। বিশ্বের মোড়ল রাষ্ট্রগুলো দখলদার ইসরাইলের পক্ষেই অবস্থান নিচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি দেশ এ সংঘাতের মূল খলনায়ক হিসাবে কাজ করছে। তারা এ সংঘাতের সঠিক সমাধানের চেষ্টা না করে বরং ইসরাইলকে নানাভাবে সহায়তা দিয়ে সংঘাত চলমান রাখছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের তদন্তে ইসরাইলি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের ভূমি ও সম্পত্তি দখল, হত্যা, বেআইনিভাবে আটকে রেখে নির্যাতন, অবরোধ আরোপ, বাধ্যতামূলক স্থানান্তরের হাজারও প্রমাণ উঠে এসেছে। হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে আটকে রাখা হয়েছে ইসরাইলের বিভিন্ন কারাগারে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর কাছে এসব তথ্য আছে।

নাৎসিদের থেকেও অধিক ভয়ংকর হয়ে উঠেছে জায়নবাদীরা। ফিলিস্তিনিদের ওপর যুগ যুগ ইসরাইলি বাহিনীর এসব নারকীয় তাণ্ডবের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে গোটা বিশ্ব। ফিলিস্তিন জনগণ ৭৫ বছর ধরে মুক্তির জন্য অপেক্ষা করছে। জানি না আর কত কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দিলে, আর কত প্রাণের বিনিময়ে ফিলিস্তিনিরা মুক্তি পাবে এবং নিজেদের মাতৃভূমিতে নিরাপদ হবে। এ ইতিহাস বড়ই বেদনার। এ ইতিহাস দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের সংগ্রামের ও রুখে দাঁড়ানোর।

লুৎফর রহমান নাঈম : সংগঠক ও লেখক

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

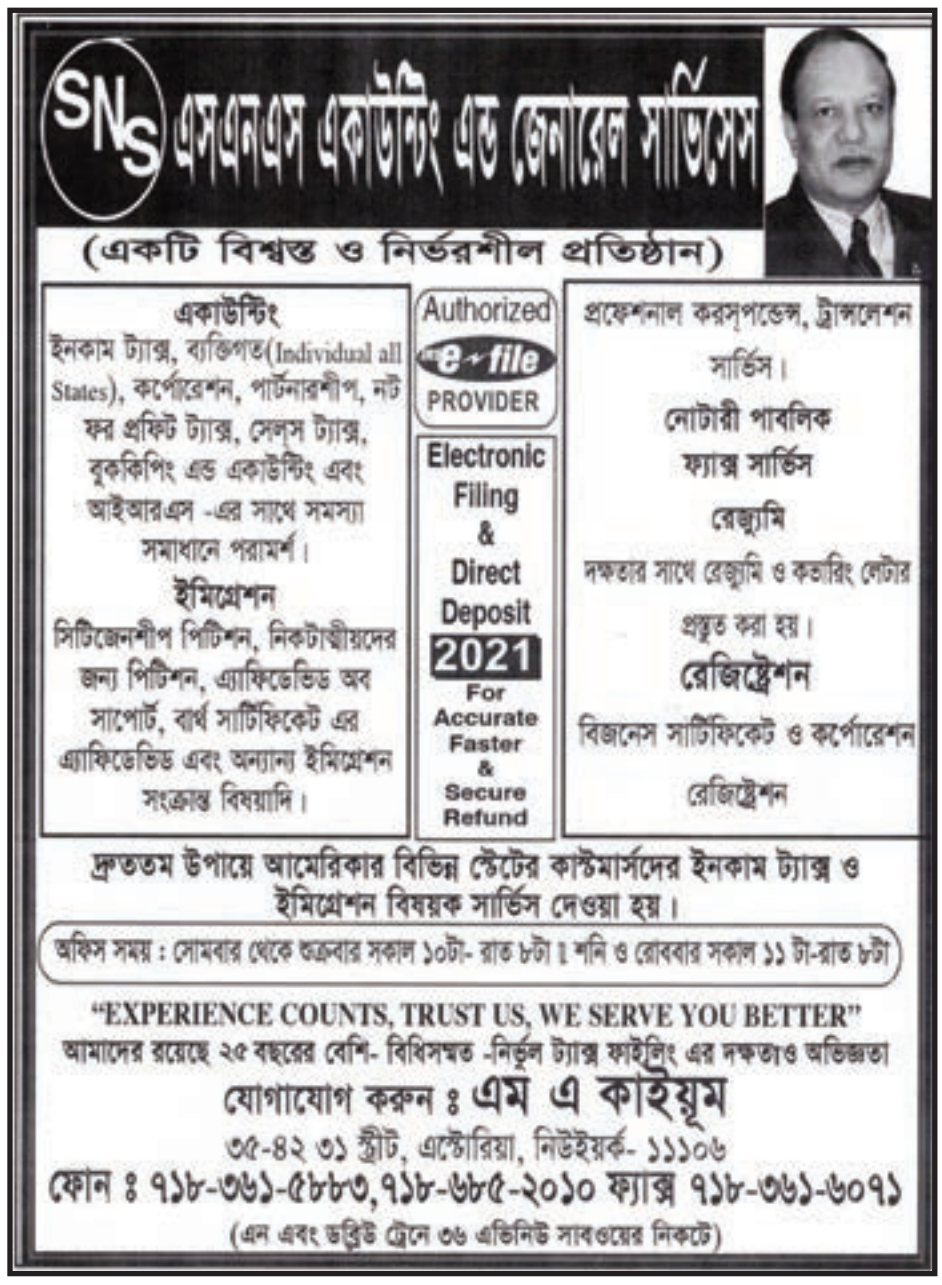
কারাগারে ঠাঁই নেই : ১২ দিনে ১০ হাজারের বেশি গ্রেফতার

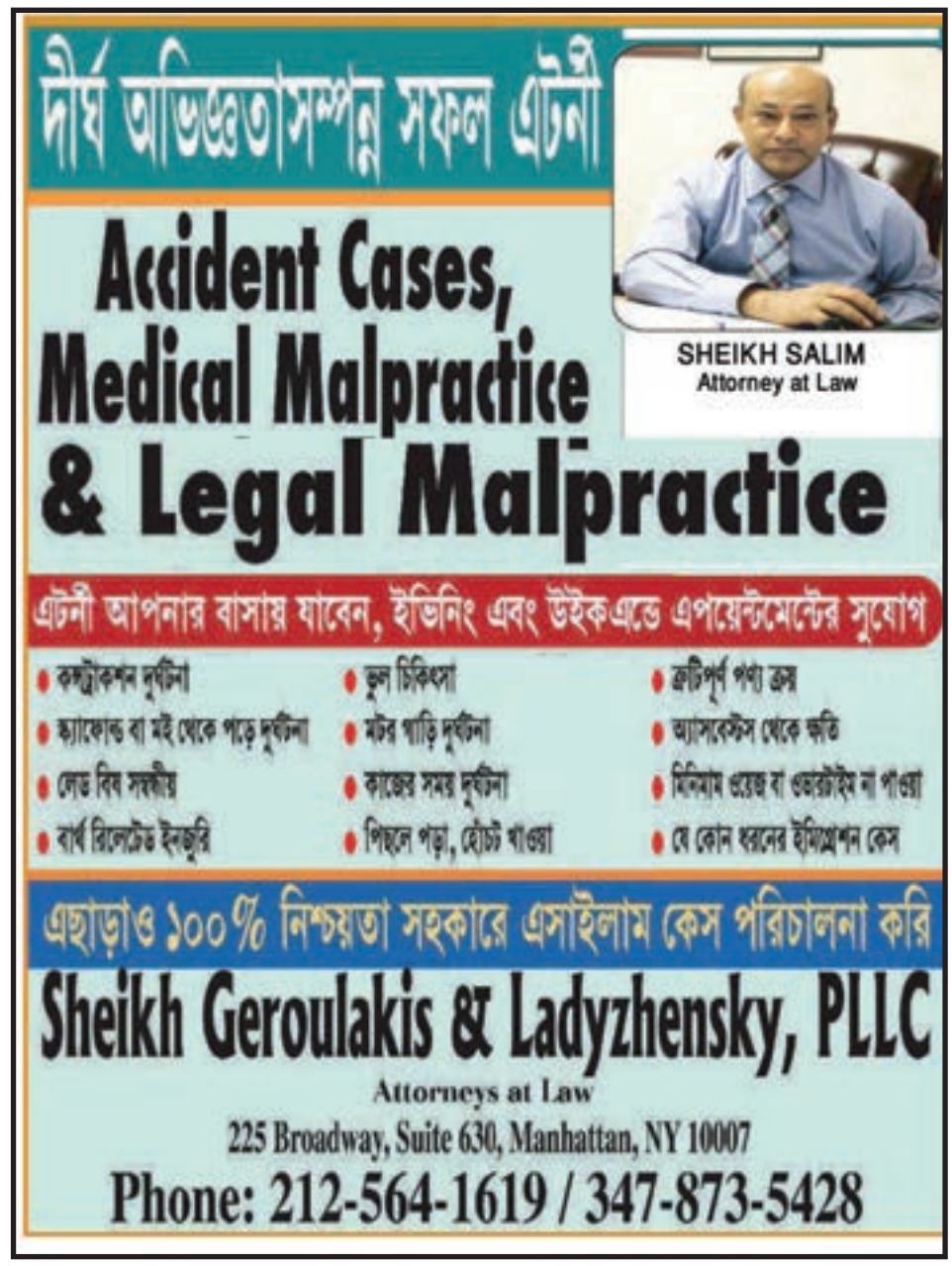
নাছির উদ্দিন শোয়েব: গত ২৮ অক্টোবর বিএনপির ঢাকায় মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনার পর সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযান চলছে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অভিযানে বিএনপি-জামায়াতের কয়েক হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিএনপি-জামায়াতের তথ্য অনুযায়ী গত ১২ দিনে সারাদেশে ১০ হাজারের বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতারা গ্রেফতার হয়ে এখন কারাগারে। এছাড়াও আরও অনেককে আটকের পর তাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। বিরোধী নেতা-কর্মীদের গণগ্রেফতারের কারণে কারাগারে এখন ঠাঁই নেই অবস্থা। কেন্দ্রীয় কারাগারসহ দেশের ৬৮ কারাগারে এখন ধারণ ক্ষমতার চেয়ে দ্বিগুনের বেশি বন্দী রয়েছে বলে কারা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। সারা দেশে বিএনপি নেতা-কর্মীদের ওপর এখন 'গ্রেফতার ঝড়' বয়ে চলেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

এদিকে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে জানা গেছে, গত ২৫ অক্টোবর থেকে ৯ নবেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে দলটির ১ হাজার ৯৭৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় নিহত হয়েছেন ৩ জন। আহত হয়েছেন প্রায় ৪০০ জন। গুপ্ত হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছেন ১৬ জন। পুলিশ পায়ে গুলী করেছে দু'জনকে। এছাড়াও ৯ নবেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ১০ নবেম্বর দুপুর ১টা পর্যন্ত সারাদেশে জামায়াতের ৪১ নেতা-কর্মী আটক হয়েছেন বলে জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারের পর বিএনপি ও জামায়াত সারাদেশে একদিনের হরতাল এবং দুই দফায় অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এরপর ইউনিফর্মধারী এবং সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিরোধী নেতা-কর্মীদের বাসা-বাড়িতে অভিযান চালায়। নেতা-কর্মীদের না পেয়ে কোথাও কোথাও তাদের স্বজনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ আছে। যাদের ধরে নেয়া হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজির করা হয় না এমন অভিযোগও আছে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে দিনের পর দিন গোয়েন্দা দফতরে রাখা হয় বলে জানান আটকদের স্বজনেরা।

প্রিয়জনের খোঁজ না পেয়ে আত্মীয় স্বজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। নিরীহ এমন অনেকে আছেন যাদের আটক করা হয়েছে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছলও নয়। আদালত চত্বরে ঘুরে কয়েক দিনে এমনই দৃশ্য দেখা গেছে। ২৮ অক্টোবর বিএনপি নেতা-কর্মীদের সাথে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহিংসতার পর বিএনপির সমাবেশ পন্ড হয়ে যায়। এরপর গ্রেফতার করা হয় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে। এ ঘটনায় একদিনের হরতাল ডাকে বিএনপি। এরপর সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে এবং মির্জা ফখরুলসহ কেন্দ্রীয় নেতাদের মুক্তির দাবিতে সকাল থেকে ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ কর্মসূচি পালন করে বিএনপি। এছাড়াও তাদের যুগপৎ আন্দোলনের শরিকরাও এই অবরোধ পালন করে। পাশাপাশি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও আলাদা করে এই ৪৮ ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এর আগে ৩১ অক্টোবর-২ নবেম্বর পর্যন্ত টানা অবরোধ পালন করে বিএনপি-জামায়াত। হরতালের দিন সকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। হরতালের পর একদিন বিরতি দিয়ে ৩১ অক্টোবর থেকে টানা ৩ দিনের অবরোধ কর্মসূচি দেয় বিএনপি-জামায়াত। ওই কয়েকদিনে মির্জা আব্বাস, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, আলতাফ হোসেন চৌধুরী, ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর ও ইমরান সালেহ প্রিন্সসহ বিএনপির শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিএনপির মহাসমাবেশ, হরতাল, অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাসে আগুন ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় দায়ের করা মামলায় চলছে গ্রেপ্তার অভিযান। প্রতিদিনই রাজধানীতে বিএনপি-জামায়াতের শত শত নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হচ্ছেন। যার প্রভাব পড়েছে কেরানীগঞ্জে অবস্থিত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি বন্দী থাকায় হিমশিম খাচ্ছে কারা কর্তৃপক্ষ। চাপ সামাল দিতে অনেক বন্দীকে গাজীপুরে অবস্থিত কাশিমপুর কারাগারে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।







Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SE CI

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

ইন্ডিয়া, না ভারত?

॥ পবিত্র সরকার ॥

সবাই জানে, ভারতে বিজেপিবিরোধী দলগুলোর একটি জোট হয়েছে। তাতে আদর্শের দিক থেকে পরস্পরের মধ্যে লাঠালাঠি চলে এমন নানা দলও আছে, যেমন বাংলায় সিপিআই (এম) তৃণমূল।

অনেকেই এ ব্যাপারটায় অবাক হলেও নিশ্চিতভাবেই একটা জোট হয়েছে। এবং যেসব খবর বেরোচ্ছে, সে জোটও এখনো খুব পোক্ত হয়নি। বেশ নড়বড়ে, আদৌ কোমর বেঁধে লড়াইয়ে নামতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তাতে কী! বিরোধীদের জোট হয়েছে, এতেই শাসকরা ভয়ংকর ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ে যে গেছে তার প্রমাণ মিলেছে, 'ইন্ডিয়া' বনাম ভারত যুদ্ধে। 'ইন্ডিয়া' কী? না, ভারত নামে দেশটা নয়, তা আপাতত বিরোধীদের দলের জোটটির সমবেত নাম। কতগুলো ভালো ভালো কথার প্রথম অক্ষর জুড়ে ধপৎড়ংঃরপ বা অগ্রবর্ণীয় নাম, ওহফরধহ ঘধঃরড়হধষ উবাবষড়ঢ়সবহ-ঃধষ ওহপষঁংরাব অষষরধহপব-এর সংক্ষেপ। এ বছর ১৮ জুলাইয় বোধহয় তৈরি হয়েছে এ জোট।

আর কিছু নয়, তার শরীর-স্বাস্থ্য কেমন দাঁড়ায়, সে হামাগুড়ি দিচ্ছে নাকি হাঁটছে, তা দেখার আগেই আমাদের ছাপ্পান্ন ইঞ্চির ভদ্রলোক তার টেবিলের কাঠের নামপাটায় ইন্ডিয়ার জায়গায় 'ভারত' কথাটা বসিয়ে দিলেন, বোঝালেন যে 'ইন্ডিয়া' কথাটা তিনি আর ব্যবহার করবেন না। যেন 'ইন্ডিয়া' কথাটা তার বা তার দলের গায়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে, কোথাও ইন্ডিয়া কথাটার নামগন্ধ থাকলে ২০২৪-এর সংসদের নির্বাচনে তাদের ভরাডুবি সুনিশ্চিত।

ওই যে বাংলার গাঁয়ের লোকদের বিশ্বাস থাকে না, রাত্রিবেলায় সাপের বা বাঘের নাম করতে নেই, করলেই এসে কামড়াবে-এ অনেকটা সেরকম। তাই দাও ওদের নাম বদলে : সাপকে বলো 'লতা', আর বাঘকে বলো 'বড়মিঞা' বা 'বড় শেয়াল'। ব্যাস, নিশ্চিন্ত। এ এক অদ্ভুত কুসংস্কার! কে ভাবতে পেরেছিল যে, একটা বানানো নাম তাদের কাছে এমন আতঙ্করকর হয়ে উঠবে। অবশ্য কুসংস্কার এদের প্রিয় ব্যসন, কারণ কুসংস্কারই এদের কাছে বিজ্ঞান। ফলে মনে হয়, আগামী নির্বাচনে যাই হোক, এ একটি কাজ করেই তারা একটা অগ্রিম পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। ভয় পেয়ে গেছেন যে, এটা এত সহজে সবাইকে বুঝতে দেবেন, তা ভাবতেই কী রকম লাগে। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতির কি এটা মানায়? কুসংস্কার মূর্খতারই নামান্তর, একটা অন্যের যমজ। এর পুরো ব্যাপারটাই, আমাদের মনে হয়, আসছে সেই অশিক্ষিত ধারণা থেকে যে, ইন্ডিয়া একটা ইংরেজি শব্দ। কাজেই হিন্দিপ্রেমী রাষ্ট্রপ্রধানদের তার ওপর সাত্ত্বিক রাগ হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়। সিন্ধু থেকে পারস্যের লোকেরা পূর্ববঙ্গ আর অসমের ধরনে 'হিন্দু' করেছিল। পূর্ব বাংলার লোকেরা 'শালা'কে কী বলে তা আপনারা জানেন, আর অসমিয়ারা অসম সাহিত্য সভার সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাকে বলেন অহম হাহিত্য হভার হভাপতি হত্যেন্দ্রনাথ হর্মা।

এর সূত্র ধরে প্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ আবার হ্ ফেলে দিয়ে 'ইন্দ্' কথাটা নিয়েছিলেন, নিয়ে 'ইন্দিয়া' (গ্রিকে ট্, ড্ নেই, আমাদেরই মতো ত্, দ্ আছে) ব্যবহার করেছিলেন। -ইয়া-টা তখন ছিল দেশবোধক প্রত্যয়, যেমন পারসিয়া, রুশিয়া, রুমানিয়া, এমনকি ব্রিটানিয়া। আমাদের শাসকদের 'আংরেজি হটাও' বলে একটা স্লোগান আছে আমরা জানি, হিন্দিকে ভারতের সর্বত্র গিলিয়ে দিতে পারলে এরা বিমল আনন্দ পাবেন। 'ইন্ডিয়া' কথাটা যেহেতু ইংরেজরা তৈরি করেনি, তাই তাদের ক্রোধ আর বিদ্বেষের যোগ্য নয়, সেটা তারা বুঝবেন কিনা জানি না।



আরে 'ইন্ডিয়া' ছেড়ে দিন মশাইরা। এখন তো দেখছি 'হিন্দু' কথাটাই বাদ দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে, ফেসবুকে কদিন থেকে 'সনাতন ধর্ম' কথাটা খুব ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি জানি না, হিন্দু-এই ছোট্ট কথাটার বদলে 'সনাতনী' বা 'সনাতন ধর্মী' কথাটা আমরা হিন্দুরা কীভাবে সামলাব। সনাতন মানে যদি প্রাচীন হয়, হিন্দুধর্মের সবকিছু কি সমান প্রাচীন? ঔপনিষদিক আর বৈষ্ণব ধর্ম কি সমান প্রাচীন? এসব পুরাতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন জানি না।

২.

কিন্তু মোদ্দা ফল যা দাঁড়াল, এ শব্দযুদ্ধের কারণে নির্বাচনের আগে, ভারতবাসীর ঘাড়ে আরেকটা বিপুল খরচের দায় চাপল। এমন নয় যে, ভারতের দারিদ্র্য সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে অমৃত মহোৎসবের মওকায়; শিক্ষায়, সমৃদ্ধিতে, স্বাস্থ্যে, আনন্দে থইথই করছে দেশ, রাষ্ট্রের কর্তব্যের হাত একেবারে খালি; কাজেই ইন্ডিয়াকে ভাগাও, ভারতকে লাগাও। দেখা যাচ্ছে, থরহরি কম্পমান শাসকরা নির্বাচনকে ছাড়িয়ে এটাকে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থার রূপ দিতে চলেছে। এর মূলে আছে আরেকটা কুসংস্কার-যেন সব 'ইন্ডিয়া' মুছে 'ভারত' করলে শাসকদের দল চিরস্থায়ীভাবে ভারতের সিংহাসনে অনড় হয়ে সেঁটে থাকবে। তা যদি এরা ভেবে থাকে, সে জিজ্ঞাসু নাগরিকমাত্র। এরই মধ্যে স্বাধিকারপ্রাপ্ত সংগঠন এনসিইআরটির কাছে নির্দেশ চলে গেছে, আর সে নির্দেশ তারা মাথানত করে মান্যও করেছে যে, সিবিএসই, আইএসসি ইত্যাদির যত পাঠ্যবই আছে, সব জায়গাতেই ইন্ডিয়া কেটে ভারত করতে হবে। কীভাবে তা সম্ভব হবে জানি না। যেখানে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বা প্রপার নাউন আছে, সেখানেও কি এই কর্ম হবে? ধরা যাক, বিভার্লি নিকল্সের 'মাদার ইন্ডিয়া' বইটার উল্লেখ আছে কোথাও, সেটাও কি কেটে 'মাদার ভারত' করবে? বা ব্যাশাম সাহেবের 'দ্য ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়জ ইন্ডিয়া'?

এরা আমাদের সংবিধানের প্রথম বাক্য 'ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত' কেটে 'ভারত দ্যাট ইজ ভারত' করবে না তো? আমি তো সেই ভেবেই আতঙ্কে শিউরে আছি। শুনেছি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছেও নির্দেশ গেছে এবং রিজার্ভ ব্যাংকও নাকি চটপট নোটিশ জারি করেছে। এবার 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ভারত' হবে, 'স্টেট ব্যাংক অব ভারত' হবে (আমার ব্যাংকের নাম আর নথিপত্রও বদলে যাবে, 'ইন্ডিয়ান ব্যাংক' 'ভার্তীয় ব্যাংক' হবে। শুধু তাই নয়, যত নোট, মুদ্রা সব কিছুতে ইন্ডিয়া কেটে ভারত গুড়ে যথেষ্ট পরিমাণ বালি শুধু নয়, প্রচুর কাঁকরও আছে।

কী কী পরিবর্তন করতে হবে, তার তালিকা করা হয়তো আমাদের মতো লোকের অসাধ্য। আমি ঐতিহাসিক নই, নথিসংগ্রাহক তথ্যভান্ডারিও নই, বসাতে হবে। অনেকগুলোতে মহাত্মা গান্ধী হাসিমুখে বসে আছেন, তিনি ব্যাপারটা কীভাবে দেখবেন জানি না। আমাদের ডাকঘরগুলোতে 'ইন্ডিয়া পোস্ট' লেখা আছে, দেশজুড়ে তার লাখ লাখ সাইনবোর্ড নতুন করে লেখাতে হবে। ভারতে যত কিছু উৎপাদিত হয়, ওষুধ ও প্রসাধনদ্রব্য, যন্ত্রপাতি, জামা-কাপড়, বাসনকোসন, বইপত্র, টুথ ব্রাশ, পেস্ট থেকে দাড়ি কামানোর জি-নিসপত্র-অর্থাৎ যা কিছু ব্র্যান্ডিং আর প্যাকেজ করতে হয়, সব কিছুতে মেড ইন ইন্ডিয়ার বদলে 'মেড ইন ভারত' লিখতে হবে। এমনকি ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং সি-ংহাসনে বসার কিছু পরে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' বলে একটা স্লোগান দিয়েছিলেন-তারও কী সদ্গতি হবে জানি না।

এখানেই শেষ নয়। সরকারি এলাকার বাইরে, প্রাইভেট যে কোম্পানিগুলো, তাদের নামে ইন্ডিয়া থাকলে তাদেরও কি সেগুলো বদলাতে বাধ্য করা হবে? তারা তো সরকারের নির্দেশ মানতে বাধ্য নয়! বা এ পরিবর্তন কি মেরা ভারত মহানের সীমানায় আবদ্ধ থাকবে? ধরুন, বিদেশে-সেখানে কী হবে? সেখানে প্রচুর 'ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট' আছে, যাতে 'ইন্ডিয়ান কুইজিন' পরিবেশন করা হয়, তাদের নাম বদলাতে বাধ্য করা হবে? রাজার হাত কতটা লম্বা তাই ভাবছি আমরা। মুম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে, তাজ বেঙ্গলের সামনেকার 'গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া'-এর কী হবে? দিল্লিতেও তো বোধহয় একটা 'ই-ন্ডিয়া গেট' আছে, তার?

এতে যে বিপুল খরচ হবে, তা তো জনসাধারণের দেওয়া ট্যাক্সের টাকারই এক রকমের শ্রাদ্ধশান্তি, তাই না? তা তো শাসক বা শাসক দলের পকেট থেকে আসবে না, তাদের বন্ধু শিল্পপতিরাও জোগাবেন না। তাহলে? এ এক উন্মাদের কারবার বলে আমার মনে হয়, গোষ্ঠীবিশেষের একটা রাজনৈতিক আতঙ্ক থেকে এই মূঢ় অপব্যয়ের দায়। আমি এই 'তাহলে'র হেঁয়ালির সামনে আমার বিহ্বল জিজ্ঞাসা নিয়ে বসে থাকি।

৩.

আমার এক অতিচালাক বন্ধু এ বিষয়টা নিয়ে এক বিচিত্র ঠাট্টা করল। বলল, দ্যাখ্, আমেরিকানরা আমাদের শাসকদের বুকজোড়া বন্ধু, তা শুধু প্যালেস্টাইন নীতি কেন, এ ব্যাপারটা থেকেও বোঝা যায়। আমি বোকার মতো বললাম, কী রকম? সে বলল, কেন, এই যে ওরা রেড ইন্ডিয়ান নামটা তুলে দিয়ে 'নেটিভ আমেরিকান' করে নিল, তাতে কি এর ইঙ্গিত নেই? কিংবা ওদের একটা রাজ্যের নামও রেখেছে 'ইন্ডিয়ানা', তার রাজধানীর নাম 'ইন্ডিয়ানাপোলিস'। ইন্ডিয়ানা মানে 'ই-ন্ডিয়া-না'। সহজ ব্যাপার!

আমি হাসব, না কাঁদব-বুঝতে পারলাম না।

পবিত্র সরকার : ভারতের খ্যাতনামা লেখক; সাবেক উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
স্যাবার স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

- নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য
- বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বাংলাদেশে বিরোধী নেতাকর্মীদের ওপর কঠোর দমন-পীড়ন চলছে: দ্য গার্ডিয়ান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে আর কোনো জায়গা খালি নেই। গত দুই সপ্তাহে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর প্রায় ১০ হাজার বিরোধী দলের নেতা, সমর্থক ও কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই হাজার হাজার অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দি কয়েক মাস ধরে কারাগারের সেলের ভেতরে রয়েছে। এদের অনেকের বিরুদ্ধে ডজন ডজন, কারো বিরুদ্ধে শত শত ফৌজদারি অভিযোগ রয়েছে।

রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের ধারণক্ষমতা প্রায় চার হাজার। সেখানে বন্দির সংখ্যা এখন ১৩ হাজার ৬০০ ছাড়িয়ে গেছে। জানুয়ারীতে বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার আওয়ামী লীগ দল টানা চতুর্থ মেয়াদে ক্ষমতায় আসার জন্য 'প্রধান বিরোধী দল' বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ওপর নির্মম দমন-পীড়নের মাত্রা বাড়িয়েছে। বাংলাদেশের খুব কম লোকই বিশ্বাস করে যে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু বা গণতান্ত্রিক হবে। বিএনপি বলেছে, যতদিন হাসিনা দায়িত্বে থাকবেন, ততদিন তারা নির্বাচনে অংশ নেবেন না।

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে এসব কথা বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কয়েক মাস ধরে বিরোধীদের হয়রানি চললেও, শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে ২৮ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির একটি সমাবেশ সরকারি দমন-পীড়নকে আরও জোরদার করতে প্ররোচিত করে। সমাবেশের আগের দিনগুলোতে বিএনপির শতাধিক নেতাকে আটক করা হয়। সেদিন, কয়েক হাজার বিএনপি সমর্থক রাস্তায় নামলে, হাসিনার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের পুলিশের সঙ্গে, লাঠি, লোহার রড, ছুরি এবং অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সমাবেশে হামলা করতে দেখা যায়।

গার্ডিয়ান বলছে, সহিংসতায় একজন বিএনপি কর্মী, একজন পুলিশ কর্মকর্তা ও একজন সাংবাদিকসহ অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আলী রিয়াজ বলেছেন, বিএনপিকে দমন করার জন্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা সহিংসতা 'পূর্বপরিকল্পিত'। সমাবেশের আগে এই সহিংসতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ইন্টারনেট পরিষেবাগুলোকে অবরুদ্ধ করা হয়েছিল শুধুমাত্র কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যাহত করার জন্যই নয় বরং পুলিশের কর্মকান্ডের সরাসরি সম্প্রচার রোধ করার জন্যও।

পরবর্তীতে বিএনপি নেতারা এবং র‍্যাংক-এন্ড-ফাইল সদস্যরা বলছেন, শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে বাধা দেওয়ার জন্য তাদের নিশানা করা হয়েছে। রবার্ট এফ কেনেডি মানবাধিকার সংস্থার ভাইস-প্রেসিডেন্ট অ্যাঞ্জেলিটা বেয়েন্স বলছেন, গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশে বিরোধী নেতা, কর্মী এবং বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতারের সংখ্যা প্রমাণ করে ভিন্নমতের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন কতটা চরম আকার ধারণ করেছে।

গ্রেফতার হওয়া কয়েক হাজার সদস্যের মধ্যে বিএনপির অন্যতম সিনিয়র নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও রয়েছেন। ২৯ অক্টোবর আটক করার কয়েক ঘণ্টা আগে গার্ডিয়ানের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। মির্জা আলমগীর বলেছিলেন, আমরা অগণিত ঘটনা দেখেছি যেখানে আমাদের কর্মীদের মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পুলিশ এবং বিচার বিভাগ আমাদের নীরব করার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে।

গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়া কয়েকজন বিএনপি নেতা এখন আত্মগোপনে রয়েছেন। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের বিরুদ্ধে এখন ৪৫০টিরও বেশি মামলা রয়েছে এবং ২৮ অক্টোবরের বিক্ষোভের পর সহিংসতা ও হত্যার অভিযোগে ১৭০ জন নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে সোহেল আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছেন। একটি অজ্ঞাত স্থান থেকে সোহেল বর্ণনা করেছেন যে, কীভাবে গত কয়েক মাস ধরে তার বিরুদ্ধে অন্তহীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের দৌড়ে তিনি একই ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন- শেখ হাসিনাকে পুনরায় নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচনে কারচুপি করা হয়েছিল- সোহেলকে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

হাবিব উন নবী খান সোহেল আরও বলেন, জুন মাস থেকে প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাতটি মামলার শুনানির জন্য আমাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন আদালতে হাজিরা দিতে হয়েছে। আমার অনেক সিনিয়র সহকর্মী শুনানিতে অংশ নিচ্ছেন এবং প্রতিদিন আদালতে দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছেন।

আরেক মধ্য-স্তরের বিএনপি নেতা আজিজুর রহমান মুছাব্বির (৪১) গ্রেফতার ও মুক্তির পাকেচক্রে আটকে আছেন। একটি সমাবেশে সহিংসতা শুরু হওয়ার পরে ২০২২ সালের ৮ ডিসেম্বর তাকে প্রথম গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং ফেব্রুয়ারীতে তাকে জামিন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কারাগারের দরজার বাইরে পুলিশ তাকে পুনরায় গ্রেফতার করে। তিনি মার্চ মাসে আবার জামিনে মুক্তি পান এবং আবার অবিলম্বে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। এ চক্র সমানে চলছে। তিনি এখন আবার কারাগারে ফিরে এসেছেন ৭০টি বিভিন্ন অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে। আজিজুর রহমানের স্ত্রী সুরাইয়া বেগম আক্ষেপের সুরে বলেন, সরকার তাকে রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে রাখার জন্য কারাগারে আটক রেখেছে, আমরা সবাই হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার।

যেহেতু শেখ হাসিনা ২০০৮ সালে প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাকে বাংলাদেশে অর্থনীতি পুনরুজ্জীবনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার চারটি পদের মেয়াদ গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ এবং ভিন্নমত বা যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক বিরোধীতার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদী পদক্ষেপ দ্বারাও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

বিএনপির কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৯ সাল থেকে বিএনপি ও এর সদস্য সংগঠনের ৫০ লাখের বেশি নেতাকর্মী ও সমর্থকের বিরুদ্ধে ১৩৮ হাজারেরও বেশি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্টের মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান, যিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের নথিপত্র করছেন, তিনি বলেছেন, বিরোধীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লংঘন করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে বলপূর্বক গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, নির্যাতন। বাংলাদেশে যখনই নির্বাচন হয় তখনই বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভুয়া ফৌজদারি মামলা ঠুকে বিরোধী কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এবং তাদের নির্বিচারে আটক করা হয়। ২০১৮ সালের আগের নির্বাচনে বিরোধীদের হয়রানি এবং ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিযোগ ওঠে। সেই নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে 'অগণতান্ত্রিক' বলে নিন্দা করা হয়েছিল। বেশিরভাগই এখন অনুমান করেন যে, অনুরূপ দৃশ্য জানুয়ারীতেও দেখা যাবে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংঘটিত করার জন্য হাসিনাকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই সপ্তাহে বৃটিশ হাইকমিশনার সহিংসতা পরিহার এবং অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করার আহবান জানাতে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার সম্প্রতি নির্বাচন প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য অজ্ঞাতনামা সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং গত মাসে বাংলাদেশে আমেরিকান রাষ্ট্রদূত হাসিনাকে বিএনপির সঙ্গে সংলাপের আহবান জানিয়েছেন। যদিও যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের বিরুদ্ধে ভন্ডামির অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাল্টা আঘাত করেছেন। তিনি বলেন- বাইডেন কি কখনো ট্রাম্পের সঙ্গে সংলাপ করেছেন? যেদিন তাদের সংলাপ হবে, আমিও বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপ করব।

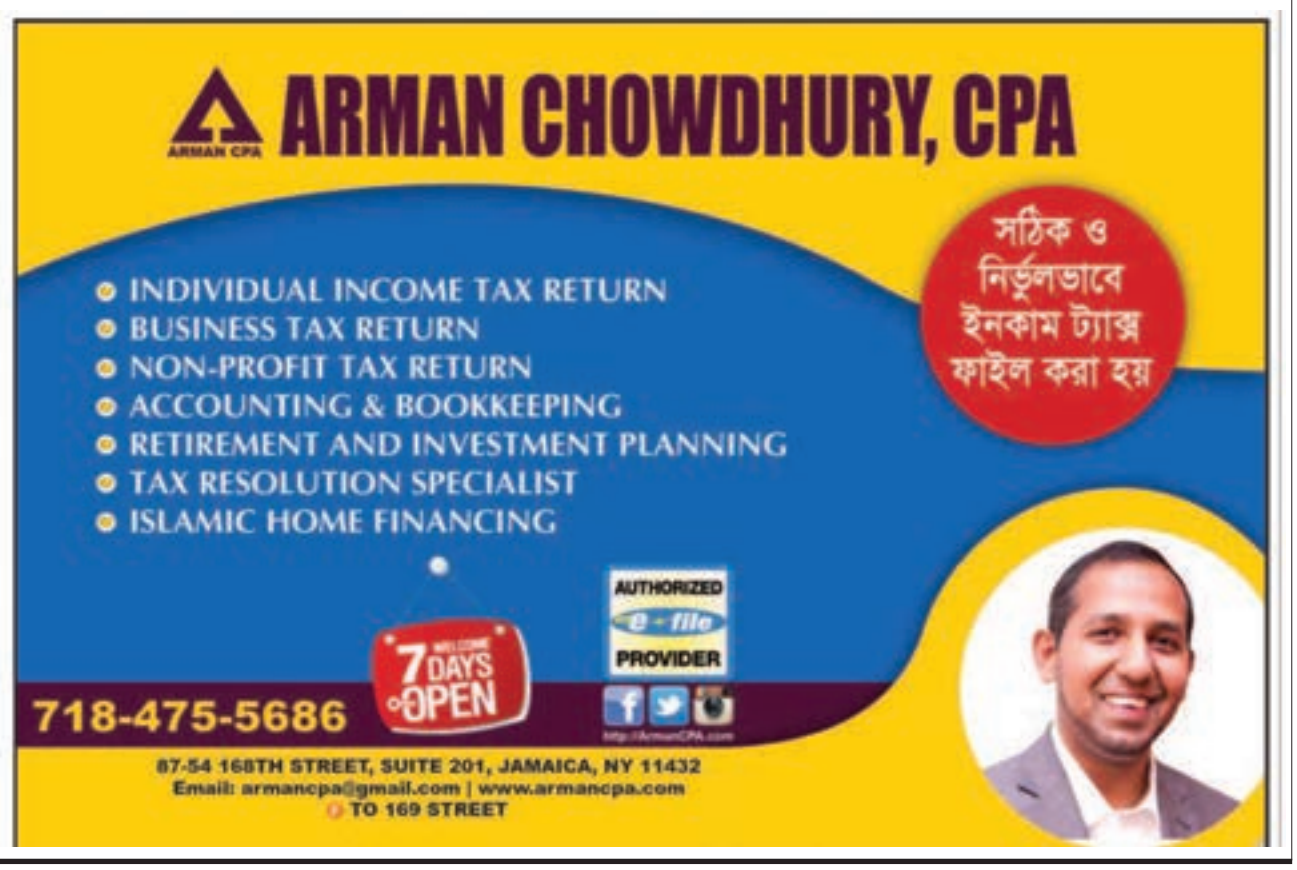
বিশ্লেষকরা বলছেন, শেখ হাসিনার সরকার এখন বিচার বিভাগ ও পুলিশকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের অস্ত্র তৈরি করেছে। এই সপ্তাহে, একটি ভিডিও ক্লিপে টহলরত পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে একদল সশস্ত্র আওয়ামী কর্মীদের বলতে শোনা গেছে, এক একটি করে বিএনপি লোকদের ধরুন এবং তাদের সবাইকে হত্যা করুন।

যদিও বিএনপি সদস্যদের গণগ্রেফতারের বিষয়টি আসন্ন নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত বলে সরকার ও পুলিশ উভয়েই অস্বীকার করছে। আইন ও বিচারমন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, এই ফৌজদারি মামলাগুলোর সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতারা গার্ডিয়ানের মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেননি।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মুখপাত্র মোহাম্মদ ফারুক হোসেন বলেন, তারা অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পরই তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবরের সমাবেশে পুলিশ কর্মকর্তাদের হত্যা ও আহত করার জন্য দায়ীদের গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মোবাশ্বের হাসান বলেছেন যে, শেখ হাসিনার নিপীড়নমূলক পদ্ধতিগুলো বিএনপির আন্দোলনের গতি বাড়াচ্ছে, কারণ হাসিনার সরকার এখন দুর্বল অর্থনীতি এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছে। কারণ ২৮ অক্টোবরের সমাবেশে রাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি দরিদ্র শ্রমিকরাও দলে দলে অংশ নেন। হাসান বলেন, সাধারণ মানুষের স্পন্দনের সঙ্গে মিশে গেছে বিএনপির সমাবেশগুলো। বিএনপির ক্রমবর্ধমান গতিকে বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রস্ফুটিত গণআন্দোলনে বিকশিত হওয়া থেকে বিরত করার লক্ষ্যে সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপকে একটি 'পরিকল্পিত পদক্ষেপ' বলেই মনে হচ্ছে।





১৭ বছরে প্রথম দেখা, ৩০ বছরের বন্ধুত্ব

(শেষের পাতার পর)

বিবেচিত হয় । তখন মাত্র ফিল্মি ক্যারিয়ার শুরু কিং খানের । আব্বাস মস্তান পরিচালিত 'বাজিগর' দিয়েই শাহরুখ বাজি জিতে নেন বলিউডের । এই সিনেমায় জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হন শাহরুখ-কাজল । সময়ের পরিক্রমায় দুজন হয়ে ওঠেন বলিউডের সবচেয়ে আইকনিক জুটি ।

সিনেমাটির ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সামাজিক মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন কাজল । ইনস্টাগ্রামে অভিনেত্রী সিনেমার কয়েকটি অদেখা ছবি শেয়ার করে তার স্মরণীয় যাত্রার কথা স্মরণ করেছেন । কাজল প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহরুখ খানের সাথে চলচ্চিত্রের সেটে প্রথমবারের মতো দেখা করেছিলেন ।

কাজল লিখেছেন, 'বাজিগর ৩০ বছর পূর্ণ করেছে । প্রথমবারের মতো সিনেমার সেটে আমি সরোজ জির (প্রয়াত সরোজ খান, ভারতীয় কোরিওগ্রাফার) সাথে কাজ করেছি, প্রথমবার আমি শাহরুখ খানের সাথে দেখা করেছি, প্রথমবার আমি আনু মালিকের সাথে দেখা করেছি ।'

অভিনেত্রী আরো প্রকাশ করেছেন, ১৯৯৩ সালের ক্রাইম থ্রিলার সিনেমাটির শুটিংয়ের সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর । সিনেমার নির্মাতা এবং কলাকুশলীদের প্রতি ভালোবাসা জানিয়ে কাজল লিখেছেন, 'আব্বাস ভাই এবং মস্তান ভাই আসলে আমার সঙ্গে চমৎকার আচরণ করেছেন । তাদের সন্তানের মতো প্রশ্রয় দিয়েছেন । আর জনি লিভার, শিল্পা শেঠিকে কিভাবে ভুলতে পারি!' ৪৯ বছর বয়সী বলিউড তারকা আরো জানান, আজ অবধি বাজিগরের চিরসবুজ গান এবং মনোমুগ্ধকর সংলাপগুলো তার মুখে প্রশান্তির হাসি এনে দেয় ।

'বাজিগর'-এ নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করে নতুন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন শাহরুখ খান । খল চরিত্রেও দর্শক হৃদয়ে এভাবে ছাপ ফেলা যায়, তা 'বাজিগর' দিয়েই প্রমাণ করেছিলেন শাহরুখ খান ।

সিনেমাটির জন্য ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি । এ ছাড়াও নিজের ক্যারিয়ারে 'ডর', 'আনজাম'-এর মতো সুপারহিট সিনেমায় নেগেটিভ চরিত্রে অভিনয় করে মূল চরিত্রকে ছাপিয়ে গেছেন শাহরুখ । তবে 'বাজিগর' তার ক্যারিয়ারে অন্যতম এক মাইলফলক হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে । আজও দর্শকমনে চিরসবুজ 'বাজিগর' ।

একজন পিটার হাস!

(শেষের পাতার পর)

করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই! পিটার হাস হিসু করতে গেলেও পারলে পেছনে পেছনে গিয়ে হাজির! বাথরুমে কি করলেন, এতক্ষণ সময় নিলেন কেন, তিন মিনিটের কাজ দশ মিনিট কেন লাগলো! ভদ্রলোক সাবের হোসেন চৌধুরীর সাথে দেখা করেছেন । ব্যস শুরু হয়ে গেছে গবেষণা পর্যালোচনা বিশ্লেষন উপসংহার! দুই ঘন্টা ধরে কি আলোচনা হলো, রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কি বার্তা দিলেন! যেন পিটার হাস আর লোক পেলেন না- প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সালমান এফ রহমান, স্বরাষ্ট্রসচিব সব ফেল মেরে এখন সাবের চৌধুরীকে ধরেছেন! ২৮ তারিখের আগে এক বীমাওয়ালা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সুবাদে নৈশভোজে দাওয়াত দিলেন, সাথে পছন্দের কিছু অভ্যাগত । ব্যস, শিরোনাম হয়ে গেল বিএনপির ৫০ নেতাকর্মীর সাথে পিটার হাসের গোপন বৈঠক! যার জেরে বীমাওয়ালা কয়েকদিন হাজতবাস করে এলেন! সাবের চৌধুরী জলবায়ু বিষয়ক একটা সরকারি ফোরামের প্রধান । যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কর্মসূচী আছে এ বিষয়ে । পিটার হাস সে ব্যপারে কথা বলতে সাবের সাহেবের বাসায় যেতেই পারেন । দীর্ঘ আলোচনায় রাজনীতি নির্বাচন নিয়ে কথা উঠতেও পারে । সাবের চৌধুরী কি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রধানমন্ত্রীকে বলে পরিস্থিতি পাল্টে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন! হাস সাহেব আর লোক পেলেন না!

পিটার হাস যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিনিধি । তিনি যা বলেন যা করেন যেখানে যান বা যার সাথে দেখা করেন তার সরকারের অনুমতিক্রমে বা নির্দেশিত হয়ে । বাংলাদেশে তার কোন নিজস্ব বা ব্যক্তিগত এজেন্ডা নাই । এখানে তিনি নিছক একজন চাকুরিজীবি । সরকারের এজেন্ডা বা পলিসি বাস্তবায়নই তার মূল দায়িত্ব । এখানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা বা নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্বশীর সরকার প্রতিষ্ঠায় ততটুকুই দৌড়ঝাপ করছেন যতটুকু তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে । আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী একটা অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে কাজ করেছেন । দুই পক্ষের মাঝে সংলাপের কথাও বলেছেন । সরকার জবাব দিয়ে দিয়েছে । পিটার হাসের দায়িত্ব ছিল ওই পর্যন্তই । অনেককেই দেখলাম প্রশ্ন তুলেছেন হাস সাহেব এখন চুপ কেন । আমি যেটা বুঝি, চুপ কারন এই পর্যায়ে তার আপাতত: কোন ভুমিকা নাই । ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে সে সময়ের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ড্যান মজেনা একতরফা নির্বাচন ঠেকাতে অনেক দৌড়ঝাপ করেছেন । ভারত সরকারকে বোঝাতে দিল্লী পর্যন্ত ছুটে গেছেন । এক পর্যায়ে বলা হয়েছে ক্ষ্যান্ত দাও, উনি চুপ হয়ে গেছেন । সব বিরোধী দলকে বাদ রেখে একতরফা নির্বাচন হয়েছে সরকারও গঠিত হয়েছে, মেয়াদশেষে উনি ফিরে গেছেন । এতে ড্যান মজেনার ব্যক্তিগত সাফল্য ব্যর্থতার কিছু ছিলনা । আজও যদি দেশে একই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে পিটার হাসের কোন ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি নাই । এটা বাংলাদেশ আর যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশের সরকারের ব্যপার ।

নির্বাচন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তার শেষ কার্ডটি খেলে দিয়েছেন । এখন বল বাইডেন প্রশাসনের কোর্টে । কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে তারা কোন গু টি চালে, পাল্টাচালে শেখ হাসিনা কোন কার্ড খে লেন । পিটার হাস কেবল তখনই সরব হবেন যদি তার সরকার কোন নতুন দায়িত্ব দেয় ।

সতর্ক থাকতে হবে যেন ভিউশিকারি সাংবাদিকতা তিলকে তাল বানিয়ে বা কোন ইস্যুতে বেহুদা গাবগ্যাজাগেজি করে বিভ্রান্ত করতে না পারে ।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ১৯ নভেম্বর

(শেষের পাতার পর)

অংশ নিতে পারবেন ।

এদিকে প্রেসক্লাবের নির্বাচন পরিচালনার জন্য ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা আনোয়ার হোসাইন মঞ্জুকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সাবেক সহ সভাপতি হাবিব রহমান ও সদস্য এবিএম সালেহ উদ্দীনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে ।





সভাপতি শাহ নেওয়াজ সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ









(শেষের পাতার পর)

হয়েছেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাব্বী সৈয়দ। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির বৃহত্তর জ্যামাইকায় ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশী কমিউনিটির শিল্প, সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডেকে আরো সু-শৃঙ্খল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ সামাজিক সংগঠনের প্রত্যাশাই নতুন সংগঠনের লক্ষ্য বলে সংশ্লিস্টরা জানান। খবর ইউএনএ'র।

সভাপতিহীন ব্যতিক্রমী এই সভা পরিচালনা করেন কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব। কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বকাংলাদেশী সভায় উপস্থিত ছিলেন। সংশ্লিস্ট সুত্র জানায়, সভার প্রথম পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের মতামত ব্যক্ত করার পর উপস্থিত চার জনকে কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই চার ব্যক্তি হলেন নাসির আলী খান পল, আজহারুল হক মিলন, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ আলী, তৈয়বুর রহমান হারুন। পরবর্তীতের তাদের প্রস্তাবে জেবিএ'র প্রস্তাবিত নতুন উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রয়োজনে প্রস্তাবিত কার্যকরী কমিটি সংশোধন বা সংযোজন হতে পারে এবং উপদেষ্টা পরিষদসের সকলেই সম মর্যাদায় উপদেষ্টা হবেন বলে সংগঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা আহসান হাবিব ইউএনএ প্রতিনিধিকে জানান।

উপদেষ্টা পরিষদ: নাসির আলী খান পল, মোর্শেদ আলম, আওয়াল সিদ্দিকী, কাজী আজহারুল হক মিলন, ফখরুল আলম, মোহাম্মদ তৈয়েবুর রহমান হারুন, আজহার হক, মোস্তাক আহমেদ নিউটন, আকাশ রহমান, এডভোকেট মতিউর রহমান, রেজাউল করীম চৌধুরী, রাফাত হোসাইন, খলিলুর রহমান, শেখ ইলিয়াস হাবীব, শাহ মোয়াজ্জেম, আলমগীর ভূইয়া, কাজী হেলাল আহমেদ, রুবাইয়া রহমান, মোহাম্মদ কবীর, আকতার রহমান ও ডা. নার্গিস রহমান।

কার্যকরী পরিষদ: সভাপতি- শাহ নেওয়াজ, সিনিয়র সহ সভাপতি- আহসান হাবিব, সহ সভাপতি মাকসুদ চৌধুরী ও রীনা সাহা, সাধারণ সম্পাদক- রাব্বী সৈয়দ, সহ সাধারণ সম্পাদক- আনজাম সিদ্দিকী রাফি, কোষাধ্যক্ষ- আহনাফ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক- লুৎফর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- মঞ্জুর কাদের, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আসাদুজ্জামান বাবু, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মরিয়ম মারিয়া, প্রচার সম্পাদক- জলি আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক- এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- এডভোকেট সামিউল করিম আলমগীর, ক্রীড়া সম্পাদক- সজিব চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক- বদরুদ্দোজা সাগর, আপ্যায়ন সম্পাদক- মোতালিব সিকদার, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- কবি সালেহা ইসলাম, কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ আলী, মোসলেহউদ্দিন খান সেলিম, ডিউক খান, সেলিম খান, ডা. নাফিসুর রহমান, শেখ হায়দার আলী, কাজী জামান বিটু, সুলতান বোখারী, শিবলী নোমানী, মনিউর রহমান জাহাঙ্গীর, শামস চৌধুরী রুশো, সোহেল সীমান্ত, হাফিজ উদ্দিন, ডা. আইরুন নাহার রুলী, নাজিয়া জাহান, মাহবুবুল ফিরোজ, হুমায়ুন কবীর তুহিন ও মোস্তফা অনিক রাজ।

কৃতজ্ঞ হও! বাড়িয়ে দেবো

(শেষের পাতার পর)

ঔশর্যশালী) ও জি-কুউয়াতিল মাতিন (শক্তিধর, মহ-াপরাক্রমশালী)। তিনি বলেছেন,"আর স্মরণ করো তোমাদের রব এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি কৃতজ্ঞ থাকো তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো আর যদি নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে আমার শাস্তি বড়ই কঠিন।" (সুরা ইবরাহিম:৭) অর্থাৎ যদি আমার নিয়ামতসমূহের অধিকার ও মর্যাদা চিহ্নিত করে সেগুলোর সঠিকভাবে ব্যবহার করো, আমার বিধানের মোকাবেলায় অহংকারে মত্ত হতে ও বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ না হও এবং আমার অনুগ্রহের অবদান স্বীকার করে নিয়ে আমার বিধানের অনুগত থাকো, তাহলে আমি তোমাদের আরো বেশী দেবো।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একজন পরিশীলিত ও ভদ্রলোকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে অভদ্র ও অশভ্য মানুষের চরিত্র হলো অকৃতজ্ঞতা ও অহংকার। কৃতজ্ঞতা উন্নত চরিত্রের অধিকারীদেরও বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর শ্রেষ্টসৃষ্টি আম্বিয়ায়ে কেরামগণ এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। আমরা সেই বিখ্যাত হাদীসটি সম্পর্কে কমবেশী সকলেই জানি যে, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সা: ছিলেন মাসুম, যার আগের ও পেছনের গুণাহ আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। আল্লাহ নিজে বলছেন যে, তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী। তদুপুরি তিনি সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?" হযরত আয়েশা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী সা: রাতে এত অধিক সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পদযুগল ফেটে যেতো। আয়েশা রা: বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তো আপনার আগের ও পেছনের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তবু আপনি কেন তা করছেন? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করবো না? তাঁর মেদ বর্ধিত হলে তিনি বসে সালাত আদায় করতেন। যখন রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে কিরা'আত পড়তেন, তারপর রুকু করতেন।"(বুখরী:৪৮৩৭ ও ১১১৮, কিতাবুত তাফ-সিরিল কুরআন: বাবু কাউলিহি ..আ.প্র:৪৪৭১, ইফা: ৪৪৭৪) তিনি সালাতের পর এই দু'আটি করার জন্য হযরত মু'আয রা: কে নির্দেশ দেন। "হে আল্লাহ! তোমার জিকির, তোমার কৃতজ্ঞতা ও সুন্দরভাবে তোমার ইবাদাত করতে সাহায্য করো।"(সুনানে আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

হয়তো আল্লাহর শোকর গোজার করবেন, নয়তো কুফরে লিপ্ত হবেন, এ দু'য়ের মাঝে তৃতীয় কোন অবস্থান কারো জন্য তৈয়ার করা হয় নাই। শোকর গোজার অর্থ হলো, আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর অভিভাবকত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর মহানত্বের স্বীকৃতি, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি ও আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের স্বীকৃতি সর্বোপুরি আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি। কেউ যদি শোকরগুজার না করে, তাহলে বুঝতে হবে সে মূলত: আল্লাহকেই অস্বীকার করছে। সে তার মহান প্রভু সম্পর্কে মারাত্মক ধোঁকায় পড়ে আছে। আসলে, আমাদের অস্তিত্ব নিজেই ঘোষনা করছে যে, আমরা নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যায়নি। আমাদের পিতামাতাও আমাদের সৃষ্টি করেননি। বা আমাদের মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে মানুষ হিসাবে তৈয়ার হয়ে যায়নি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। আমাদের সামনে অসংখ্য ধরনের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উন্নত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। সুতরাং বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় আমাদের মাথা নত হয়ে যাবে এবং মহান রবের মোকাবেলায় কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। আমরা এও তো জানি যে, আমাদের প্রভু কেবলসমাত্র রহীম ও করীম করুণাময় ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাব্বার ও কাহ্হার-মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দানকারীও বটে। এত কিছু জেনেও যখন কৃতজ্ঞতার মাথা নত হয়নি, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সে কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের একটি হাদীস উল্লেখ করে প্রবন্ধটি শেষ করতে চাই। আবু হোরায়রা রা: থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসুল সা: কে বলতে শুনেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিলেন। একজন শ্বেতরোগী, একজন মাথায় টাকওয়ালা আর একজন অন্ধ। মহান আল্লাহ তাদের পরীক্ষা করতে চাইলেন। কাজেই, তাদের নিকট একজন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা প্রথমে শ্বেতরোগীর নিকট আসলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কোন জিনিস অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, সুন্দর রং ও চামড়া, কেননা মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন। ফলে তার রোগ সেরে গেল। তাকে সুন্দর রং ও চামড়া দান করা হলো। অত:পর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন ধরণের সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল, উট। তাকে দশ মাসের গর্ভবতী উটনী দেয়া হলো। তখন ফিরিশতা বললেন, এতে তোমার জন্য বরকত হোক। ফিরিশতা টাকওয়ালার কাছে গেলেন এবং বললেন, তোমার নিকট কোন জিনিস অধিক পছন্দনীয়? সে জবাব দিল, সুন্দর চুল এবং আমার হতে যেন এ রোগ চলে যায়। মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষনাৎ মাথার টাক চলে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। ফেরেশতা বললেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল গরু। তাকে একটি গর্ভবতী গরু দান করলেন। ফেরেশতা দু'আ করলেন, এতে তোমার জন্য বরকত দান করা হোক।অত:পরফেরেশতা অন্ধের নিট আসলেন এবংতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে জবাব দিল, আল্লাহ যেন আমার চোখের জোত্যি ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পারি। নবী সা: বললেন, তখন ফেরেশতা তার চোখের ওপর হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তৎক্ষনাৎ আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে বলল,ছাগল। তখন তিনি তাকে একটি গর্ভবতী ছাগী দিলেন। উপড়ে উল্লেখিত লোকদের পশুগুলো বাচ্চা দিলো। ফলে একজনের উটে ময়দান ভরে গেল, অপরজনের গরুতে মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আরেকজনের ছাগলে উপত্যকা ভরে গেল। অত:পর ঐ ফেরেশতা পূর্ববর্তী আকৃতি প্রকৃতি ধারণ করে শ্বেতরোগীর কাছে এসে বললেন, আমি একজন নি:স্ব ব্যক্তি। আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার গন্তব্যে পৌছার জন্য আল্লাহ ব্যতীত কোন উপায় নেই। আমি তোমার নিকট ঐ সত্তার নামে একটি উট চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং ও কোমল চামড়া এবং সম্পদ দান করেছেন। আমি এর ওপর সওয়ার হয়ে আমার গন্তব্যে পৌছাব। তখন লোকটি তাকে বলল, আমার ওপর বহু দায়িত্ব আছে। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, সম্ববত আমি তোমাকে চিনি। তুমি কি এক সময় শ্বেত রোগী ছিলে না? মানুষ তোমাকে ঘৃণা করতো। তুমি কি ফকির ছিলে না? অত:পর আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন। তখন সে বলল, আমি তো এ সম্পদ আমার পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশ সুত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে সেরূপ করে দিন, যেমন তুমি ছিলে। অত:পর ফেরেশতা মাথার টাকওয়ালার নিকট তাঁর সেই বেশভূষা ও আকৃতিতে গেলেন এবং তাকে ঠিক তেমনই বললেন, যেরূপ শ্বেতরোগীকে বলেছিলেন। এও তাঁকে ঠিক অনুরূপ জবাব দিল যেমন জবাব দিয়েছিলো শ্বেতরোগী। তখন ফেরেশতা বললেন, তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও তবে আল্লাহ তোমাকে সেরূপ করে দিন,যেমন তুমি ছিলে। শেষে ফেরেশতা অন্ধ লোকটির নিকট তাঁর আকৃতিতে আসলেন এবং বললেন, আমি একজন নি:স্ব লোক, মুসাফির মানুষ; আমার সফরের সকল সম্বল শেষ হয়ে গেছে। আজ বাড়ি পৌছার ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত কোন গতি নেই। তাই আমি তোমার কাছে সেই সত্তার নামে একটি ছাগী চাচ্ছি যিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমি এ ছাগীটি নিয়ে আমার এ সফরে বাড়ি পৌছাতে পারব। সে বলল, প্রকৃতপক্ষেই আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি ফকির ছিলাম। আল্লাহ আমাকে সম্পদশালী করেছেন। এখন তুমি যা চাও নিয়ে যাও। আল্লাহর কসম। আল্লাহর জন্য তুমি যা কিছু নিবে, তার জন্য আমি তোমার নিকট কোন প্রশংসাই দাবী করব না। তখন ফিরিশতা বললেন, তোমার সম্পদ তুমি রেখে দাও। তোমাদের তিনজনের পরীক্ষা নেয়া হলো মাত্র। আল্লাহ তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তোমার সাথী দ্বয়ের ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"(বুখারী: ৩৪৬৪, কিতাবুল আহাদিসিল আম্বিয়া, বাবু হাদিসু আবরাসা ওয়া.....মুসলিম:২৯৬৪)

আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতে আমরা ডুবে আছি, যা গুণে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন," যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুনতে চাও তাহলে গুণতে পারবে না।"(সুরা আন নাহল:১৮) তাই আমাদেরকে সারাক্ষণ তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করে যেতে হবে মৃত্যু অবদি। কৃতজ্ঞতা দু-প্রকার। এক, বাস্তব কৃতজ্ঞা। যেমন আল্লাহ আমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে খরচ করে, দান করে করে তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। জ্ঞান দেয়া হয়েছে, জ্ঞানের মশাল জ্বালাতে জ্বালাতে মৃত্যুবরণ করতে হবে। শক্তি-সামর্থ দান করা হয়েছে, শক্তি সামর্থ আল্লাহর পথে, আল্লাহর সার্বভৌম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ব্যয় করে কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। দুই, মৌখিক কৃতজ্ঞতা। রাসুলুল্লাহ সা: সকাল বিকাল ও সার্বক্ষণিক কিছু মৌখিক কৃতজ্ঞতামূলক শব্দ শিখিয়েছেন, সেগুলো পালন করতে হবে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

শুরু হচ্ছে শীত, ফিট থাকবেন যেভাবে

(শেষের পাতার পর)

বিয়ে, বনভোজন, নানারকম মেলা আরো কত কি! উৎসবমুখর এ পরিবেশ সবার মনে ভালো লাগার সৃষ্টি করে। কিন্তু শীতকে উপভোগ করতে গিয়ে আমরা যাতে আমাদের স্বাস্থ্যের কথা ভুলে না যাই। বিয়ে বাড়ি কিংবা বন্ধুদের আড্ডা কিছুই যেন খাবার ছাড়া জমে না আবার হরেক রকমের শীতের পিঠাপুলির আয়োজন তো রয়েছেই। তাই শীত আসলে অন্যান্য সময় থেকে যেন সবারই একটু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়াদাওয়া হয়ে যায়। বিনিময়ে দেখা দেয় নানারকম স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন ওজন বেড়ে যাওয়া, গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, পেট ব্যথা ইত্যাদি। তাই বলে সামাজিকতা এড়িয়ে যাওয়া তো যাবে না, তাই শীতকে উপভোগ করার পাশাপাশি নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেবেন তা নিয়ে আমাদের আয়োজন।

প্রতিদিন হাঁটুন

শীতের সময় সবার শরীর জুড়েই কিছুটা আলসেমি দেখা দেয়। কিন্তু ফিট থাকতে চাইলে আলসেমিকে বিদায় জানিয়ে রোজ ৩০ থেকে ৪০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস করুন। প্রতিদিন সঠিক গতিতে হাঁটলে রক্তের চলমান ফ্যাট ধ্বংস হয়ে যায়। নিয়মিত হাঁটার ফলে হজমের সমস্যা দূর হয় ও হার্ট ভালো থাকে। শীতের মৌসুমে কমবেশী অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া হয়ে থাকে, নিয়মিত হাঁটলে সেই খাবারের ক্যালরি বার্ন হয়ে যাবে। টানা হাঁটতে না চাইলে হা কয়েক ভাগে ভাগ করে নিন যেমন এক বেলা পনেরো মিনিট হাঁটুন পরের বেলা আবার পনেরো মিনিট।

প্রোটিনকে প্রাধান্য দিন

যেকোনো দাওয়াত বা অনুষ্ঠানে গেলে চেষ্টা করুন কার্বোহাইড্রেট কম গ্রহণ করে প্রোটিন বেশি করে খেতে। যেমন ভাত বা রাইস জাতীয় খাবার কম নিয়ে মাছ, মাংস, ডিম খেতে পারেন। প্রোটিন জাতীয় খাবার আমাদের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে সাহায্য করে ও অনেকক্ষণ আমাদের পেটে ভরা অনুভূতি দেয়। প্রতিবেলার খাবারের সাথে বেশি করে সালাদ খাওয়ার চেষ্টা করুন ও খেয়াল রাখুন আপনার খাবারে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন সি থাকে যেমন টমেটো, লেবু, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি। খাবারের পর এক বাটি টক দই খেতে পারেন টক দই হজমের ক্ষমতা বাড়ায় ও ক্যালসিয়াম দেয়।

শাক সবজি খান

যারা স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন বেছে নিতে চায় শীত তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় হতে পারে। কারণ এ সময় বাজারে সাশ্রয়ী দামে প্রচুর তাজা শাকসবজি পাওয়া যায়। তাই আপনার খাবারের পাতে ভাতের তুলনায় বেশি শাকসবজি রাখুন। শাক সবজিতে ক্যালরি কম থাকে ও প্রচুর পুষ্টি ও ভিটামিন থাকে। যেমন শীতের সময় সবচেয়ে বেশি দেখা যায় ফুলকপি, ফুলকপিতে ওমেগা- ৩ ফ্যাটি এসিড রয়েছে যা কোলেস্টেলের মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।

পর্যাপ্ত পানি পান করুন

গবেষণায় দেখা গেছে যারা খাবারের পনেরো মিনিট আগে এক গ্লাস পানি পান করে তারা তুলনামূলকভাবে কম খায়। কারণ পানি পেট ভরিয়ে দিয়ে খিদা অনুভূতি অনেকটা কমিয়ে দেয়। তাছাড়া শীতকালে অন্যান্য ঋতুর তুলনায় সবার পানি কম পান করা হয়। তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। অনেকে মনে করে গ্রীষ্মকালে বেশি পানি পান করার প্রয়োজন হয়। আসলে তা নয় বারো মাসই আমাদের শরীরের পানি প্রয়োজন।

ঘরের খাবার খান

যেকোনো দাওয়াতে যাওয়ার আগে পুরোপুরি খালি পেটে ক্ষুধা নিয়ে যাবেন না, এতে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা হয়ে যাবে। তাই দাওয়াতে সবার আগে ঘরের স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেয়ে যান ফলে ক্ষুধা থাকবে না ও বাইরের খাবার কম খাওয়া হবে। বাইরের কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে করলে চেষ্টা করুন তা ঘরে তৈরি করে নিতে। কারণ বাইরের খাবারের অতিরিক্ত তেল মসলা ব্যবহার করা হয় যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে। হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

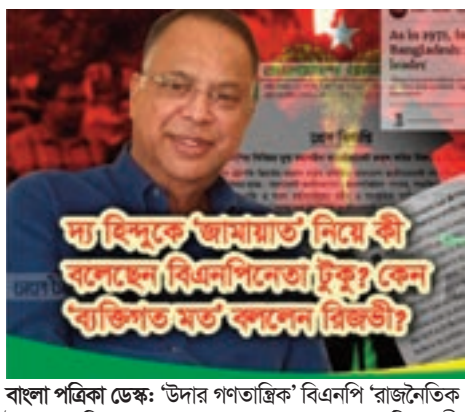
B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

দ্য হিন্দুকে 'জামায়াত' নিয়ে কী বলেছেন বিএনপিনেতা টুকু? কেন 'ব্যক্তিগত মত' বললেন রিজভী?



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'উদার গণতান্ত্রিক' বিএনপি 'রাজনৈতিক ইসলামে' বিশ্বাস করে না বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বিএনপির 'নির্বাচনী রাজনৈতিক জোট' এখন অতীতের ব্যাপার বলেও তিনি দাবি করেছেন। ভারতের ইংরেজি দৈনিক দ্য হিন্দুকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের জবাবে টুকু জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন বছরগুলোতে কেন জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেননি সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিএনপিনেতা টুকু।

কল্লোল ভট্টাচার্যের নেওয়া টুকুর দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি গত ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার দ্য হিন্দু তাদের অনলাইন সংস্করণে প্রকাশ করে। ওই সাক্ষাৎকারে টুকুর কিছু বক্তব্য নিয়ে এরইমধ্যে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী বিবৃতি দিয়েছেন।

ভারতীয় ইংরেজি দৈনিকটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টুকু বাংলাদেশে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসা করেছেন। একইসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্খার প্রতি ভারতের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দেওয়া উচিত বলেও মনে করেন।

দ্য হিন্দু বলেছে, বিএনপি সরকারের সাবেক প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ভারতে তার সংক্ষিপ্ত সফরকালে এ সাক্ষাৎকার দেন। তিনি আজমির শরীফে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির মাজার জিয়ারত করেছেন। গত ৮ নভেম্বর বুধবার ভারত ত্যাগের আগে টুকু এ সাক্ষাৎকার দেন।

সাক্ষাৎকারে টুকু বলেন, তিনি তার দলের কয়েকজন স্থায়ী কমিটির সদস্যদের একজন যারা এ পর্যন্ত কারাগারের বাইরে ছিলেন। যদিও তিনিও দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, যা তাকে গত ছয় মাস ধরে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করেছিল।

সাক্ষাৎকার নেওয়া সাংবাদিক কল্লোল ভট্টাচার্য বেশ কয়েকটি প্রশ্ন রাখেন টুকুর কাছে। তার একটি ছিল 'আওয়ামী লীগ বিরোধীদলকে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বলে অভিযোগ করেছে এবং আপনার দলের (বিএনপি) সঙ্গে ইসলামপন্থীদের সম্পর্ক রয়েছে।' জবাবে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য টুকু বলেন, 'আমরা সবাই দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছি। আমি বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের মতো মুক্তিযোদ্ধা। মেজর জিয়াই ১৯৭১ সালে রেডিওতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। শেখ মুজিব বাকশাল ফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন এবং বাংলাদেশে একক দলীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার দুর্ভাগ্যজনক হত্যার পর একক দলীয় শাসনের অবসান ঘটে। তখনই জিয়াউর রহমান বহুদলীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।'

'গণতন্ত্রে আওয়ামী লীগের কোনো একচেটিয়া অধিকার নেই। তারা বছরের পর বছর ধরে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যাচার করে আসছে। জামায়াতের সঙ্গে আমাদের নির্বাচনী জোট ছিল। গণতন্ত্রে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক জোট তৈরি হয়। ভারতেও এক পর্যায়ে বিজেপি ও বাম দলগুলোর মধ্যে অনেক জোট হয়েছে।'

বিএনপিনেতা টুকু বলেন, 'বিএনপি একটি উদার গণতান্ত্রিক দল এবং আমরা রাজনৈতিক ইসলামে বিশ্বাস করি না। জামায়াতের সঙ্গে সেই জোট এখন অতীতের ব্যাপার। প্রশ্নটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। কেন তিনি জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেননি তার জবাব দেওয়া উচিত।'

ধর্মনিরপেক্ষতা ও জামায়াত নিয়ে টুকুর বক্তব্য দলের নয়: বিএনপি

দ্য হিন্দুকে টুকু বলেন, বিএনপি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল। তার দল 'রাজনৈতিক ইসলাম' এর ব্যবহারের বিরোধী। জামায়াতের সঙ্গে তাদের জোট এখন অতীত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: 'বিএনপি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল', 'জামায়াতের সঙ্গে জোট অতীত' ইত্যাদি মন্তব্য করে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ভারতের প্রভাবশালী দৈনিক দ্য হিন্দুকে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তা বিএনপির অবস্থান নয় জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গত ৮ নভেম্বর দ্য হিন্দুতে সাক্ষাৎকার প্রকাশের তৃতীয় দিন শনিবার (১১ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা জানান দলটির মুখপাত্র।

রিজভী বলেন, 'সম্প্রতি ভারতীয় একটি ইংরেজি দৈনিক 'দ্যা হিন্দু' তে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সেক্যুলারিজম (ধর্ম নিরপেক্ষতা), পলিটিক্যাল ইসলাম (রাজনৈতিক ইসলাম) সম্পর্কে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তা এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কিত যে মতামত প্রদান করেছেন, সেসব বক্তব্য এবং মতামত একান্তই তার নিজস্ব। এর সঙ্গে দলের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।"

বিবৃতিতে বলা হয়, 'শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিএনপির মূল ভিত্তি হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। জনগণভিত্তিক গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সকল ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের নাম বিএনপি।'

এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে টুকুর ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে কল করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি। বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্যের অবস্থান সম্পর্কে জানেন না দলের অন্য নেতারাও। গত ২৮ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশে তাকে দেখা যায়নি।

দ্য হিন্দুকে কী বলেছেন টুকু?

দ্য হিন্দুকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টুকু বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি, গত ২৮ অক্টোবর নয়া পল্টনে সমাবেশের দিন হাঙ্গামার পর গ্রেপ্তার অভিযানসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন। টুকুর দাবি, সরকারের পক্ষ থেকে যে সহিংসতার অভিযোগ আনা হচ্ছে, এর সঙ্গে বিএনপির কোনো সম্পর্ক নেই। সরকারি এজেন্সিগুলোই এগুলো করছে।

১৯৯৬ সালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া 'সত্যিকারের গণতান্ত্রিক চেতনা' থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনেছিলেন বলে দাবি করে তিনি প্রশ্ন রাখেন, যদি শেখ হাসিনা এত আত্মবিশ্বাসীই হবেন, তাহলে কেন তিনি এখন এই দাবি মেনে নেবেন না। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি অভিযোগ করে টুকু আরও জানান, শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচনে তার দল অংশ নেবে না।

দ্য হিন্দুর হয়ে সাক্ষাৎকারটি নেন কল্লোল ভট্টাচার্য। তিনি বিএনপি নেতাকে বলেন, 'আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বিরোধীদেরকে স্বাধীনতাবিরোধী এবং ইসলামপন্থীদের সঙ্গে জোট করার অভিযোগ করা হয়।' জবাবে টুকু বলেন, 'তারা (আওয়ামী লীগ) আমাদের সম্পর্কে বহু বছর ধরে অসত্য কথা বলে আসছে। জামায়াতের সঙ্গে আসাদের নির্বাচনী ঐক্য ছিল। গণতন্ত্রে নানা সময় এই ধরনের রাজনৈতিক জোট দেখা যায়। ভারতেও বিজেপি এবং বামপন্থীদের মধ্যে কোনো কোনো পয়েন্টে ঐক্য দেখা গেছে।'

'বিএনপি একটি উদার গণতান্ত্রিক দল এবং আমরা 'রাজনৈতিক ইসলামে' বিশ্বাস করি না। জামায়াতের সঙ্গে সেই জোট এখন অতীত। শেখ হাসিনার কাছে প্রশ্ন, তাকে জবাব দেওয়া উচিত, তিনি এত বছর ক্ষমতায় থাকতেও কেন জামায়াতকে নিষিদ্ধ করেননি?" বিএনপিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, তার দল 'রাজনৈতিক ইসলাম' এর ব্যবহারের বিরোধী। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ইসলামপন্থীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিএনপি নেতা এও বলেন, '১৯৭১ সালের মতোই ভারতের বাংলাদেশের জনগণকে সমর্থন করা উচিত।' এখন বাংলাদেশের মানুষ একটি স্বচ্ছ নির্বাচনের অধিকার থেকে বঞ্চিত দাবি করে টুকু বলেন, 'বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমি আশা করব, বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ক্ষয়ের সময় ভারত চুপ করে থাকবে না।'

ভারতের ভূমিকায় হতাশার কথাও বলেন তিনি। বলেন, 'এখন পর্যন্ত আমরা ভারতের পক্ষ থেকে এমন কোনো মন্তব্য দেখতে পাইনি যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসাও করেন টুকু। তিনি বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে কথা বলছে। আমরা একে স্বাগত জানাই এবং আশা করব, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ভারতও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলবে।'

'জামায়াতবিরোধী' বক্তব্য আগেও দিয়েছেন টুকু

গত বছরের অগাস্টে যখন বিএনপি ও জামায়াতের জোট ভেঙে যাওয়া নিয়ে গুঞ্জন উঠেছিল, সে সময়ও টুকুর বক্তব্যের প্রতিবাদ আসে বিএনপির পক্ষ থেকে। অগাস্টেই বিএনপির আমির শফিকুর রহমান একটি দলীয় আয়োজনে বলেছিলেন, বিএনপির সঙ্গে তাদের জোট ভেঙে গেছে।

বিএনপির পক্ষ থেকে যখন এ বিষয়ে কিছু বলা হচ্ছিল না, তখন ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর হাজারীবাগে বিএনপির এক জনসভায় টুকু বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের অনেকের মুখে একটা বুলি হয়ে গেছে বিএনপি-জামায়াত, বিএনপি-জামায়াত। আমি বলছি- এখন সময় এসেছে, আওয়ামী লীগ-জামায়াত, আওয়ামী লীগ-জামায়াত বলার।' 'জামায়াতও উর্দু, আওয়ামী লীগও উর্দু- এই মন্তব্য করে তিনি বলেছিলেন, 'দুটো একসঙ্গে মিলবে ভালো। কেননা উনারা (সরকার) জামায়াতের নিবন্ধন ক্যানসেল করেন, কিন্তু বেআইনি ঘোষণা করেন না। তাহলে কি আমি বলব, ওনাদের (জামায়াত-আওয়ামী লীগের) পরকীয়া চলছে?'

পরদিন জামায়াতের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, 'টুকুর রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত, অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন তা দেশবাসীকে বিস্মিত করেছে। এটি কোনো রাজনীতিবিদের ভাষা হতে পারে না। তার এ বক্তব্য স্বৈরাচারী শাসনকে প্রলম্বিত করার ক্ষেত্র তৈরি করবে।' পরে ৮ ডিসেম্বর বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর একটি সংবাদ সম্মেলনে স্বীকার করেন তাদের জোট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ২০ দলীয় জোটের শরিকরা যুগপৎ আন্দোলনে যাবে।

এরপর বিএনপি যুগপৎ আন্দোলনে গেলেও জামায়াত দূরে দূরে ছিল। তবে গত ২৮ অক্টোবর থেকে বিএনপি ও জামায়াত একই কর্মসূচি দিচ্ছে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

- সম্পূর্ণ হালাল খাবার
- ক্যাটারিং
- লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 7.00**	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$ 8.00**	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$10.00**	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট **$11.00**

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education is Our Priority!



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হি-লসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বাসা ভাড়া/ রীশ্মমেট

২০-৫০ ৩২ স্ট্রীট বেসমেন্টে ১টি

বাসা ভাড়া

উডহ্যাভেন এলাকায় ৩ বেড, ১ লিভিং, কিচেন এবং বাথরুম (১ম তলা) ভাড়া হবে। জে ট্রেন এবং কিউ-৫৬, কিউ-২৪, কিউ-৫৩, কিউ-৫২, কিউ-১১ এবং বি-১ বাসের সন্নিকটে। ভাড়া ২৪০০ ডলার। সববিল একত্রে।
যোগাযোগঃ
জিনাত ৬৪৬ ২৮৯ ০৫৩৯.

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজের জন্য ফুল টাইম একজন বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক। শুধুমাত্র সিরিয়াস আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ:
৭১৮-৭৫৩-০০৮৬

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: মোহাম্মদ তুহিন
☎ ৭১৮-৩১০-০৪১৩

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

পাত্র-পাত্রী চাই

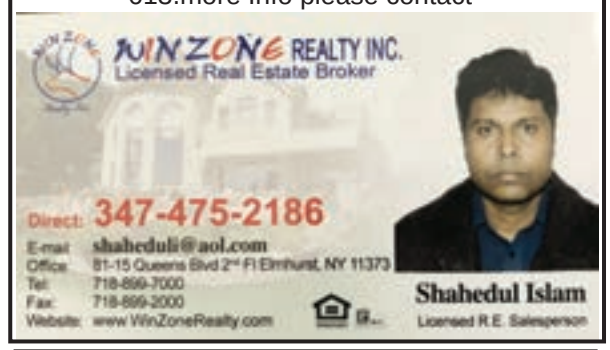
(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444







অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ দাবী

(শেষের পাতার পর)

বরোর বিভিন্ন এলাকায় সমাবেশ ছাড়াও বিশ্বখ্যাত ইংরেজী দৈনিক দ্য নিউইয়র্ক টাইমস কার্যালয়ের সামনেও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। নিউইয়র্ক টাইমস ও সিটির অন্যতম দৈনিক নিউইয়র্ক পোষ্ট সহ কোন কোন মিডিয়া প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে এবং ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এমন অভিযোগ করে টাইমস ভবনের সামনে বিক্ষোভ করে। এজন্য নিউইয়র্ক টাইমস ভবনের সামনে বিশেষ পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়।

প্রো-প্যালেস্টাইন গ্রুপগুলোর আহবানে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা স্কুলগুলোতে হাজিরা দিয়ে আবার স্কুল থেকে বের হয়ে সমাবেশগুলোতে অংশ নেয়। তাদের সাথে অনেক স্কুলে শিক্ষকরাও অংশ নেন। এদিকে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ম্যানহাটনের ব্রায়ান পার্কের সামনে জড়ো হন কয়েক শত শিক্ষার্থী। তাদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে নানা বয়সের, নানা ধর্ম ও বর্ণের হাজারো মানুষ এ প্রতিবাদ-বিক্ষোভে যোগ দেন। এমনকি নিউইয়র্কে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক ইহুদি ধর্মাবলম্বী ও ইসরাইলী নাগরিকও ফিলিস্তিনের পক্ষে শ্লোগান দেন। বিক্ষোভ চলাকালে যুদ্ধ বন্ধ ও গাজাকে অবিলম্বে মুক্ত করে দেয়ার দাবী সম্বলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন তারা। এসময় ফিলিস্তিনের পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশী পতাকাও দেখা যায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ কর্মসূচিতে।

সমাবেশ থেকে শিক্ষার্থীরা জানায়, জাতিসংঘসহ পুরো দুনিয়ার প্রতিবাদ সত্ত্বেও গাজার নিরীহ জনগণের ওপর বর্বর আগ্রাসন চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। প্রতিদিন হাজার হাজার নারী, শিশু ও বেসামরিক মানুষকে তারা পাখির মত হত্যা করছে। অথচ, এ অমানবিক ও বর্বর যুদ্ধাপরাধকে স্পষ্ট সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

ইসরাইলকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণা দিয়ে সমাবেশে বক্তারা বলেন, এই সন্ত্রাসীদের সহযোগিতার জন্য আমেরিকার জনগণের ট্যাক্সের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করার এখতিয়ার বাইডেন সরকারের নেই। ইসরাইল অভিমুখী আর কোন যুদ্ধ সামগ্রিবাহী জাহাজ আমেরিকা ছেড়ে যেতে পারবে না বলেও হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন শিক্ষার্থীরা। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভকারীরা ম্যানহাটনের রাজপথে মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন।

এদিকে উল্লেখিত সমাবেশে যোগদানকারী অভিবাসীদের বিভিন্ন অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'ড্রাম'-এর অন্যতম সংগঠক বাংলাদেশী কাজী ফৌজিয়া জানান, আমাদের আন্দোলন মানবতার পক্ষে, বাইডেন প্রশাসন বা ডেমোক্র্যাট দলের বিরুদ্ধে নয়। আমরা চাই আমাদের ট্যাক্সের অর্থ যেনো ইসরাইলের স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়। তিনি বলেন, নির্যাতিত-নিপিড়ীত প্যালেস্টাইনীদের পক্ষে আমরা লাগাতার প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সমাবেশ চালিয়ে যাচ্ছি, চালিয়ে যাবে। নিউইয়র্কের কংগ্রেস সদস্য/সদস্যা ছাড়াও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অভিসের সামনে পর্যায়ক্রমে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ সমাবেশ চলছে। তিনি এসব কর্মসূচীতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের কাছে ফোনকল, ইমেইল বা চিঠি লিখে প্যালেস্টাইনীদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য

নিউইয়র্কে উত্তাপহীন ভোট

(শেষের পাতার পর)

সবগুলো কাউন্টির সিভিল কোর্টের জজ নির্বাচন সহ আরো কিছু পদে মঙ্গলবার দিনব্যাপী ভোটগ্রহন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত ৪ বছর পরপর সিটি কাউন্সিল সদস্যদের জন্য নির্বাচন হয়। এ বছরের নির্বাচন হলো ২ বছর পর। নির্বাচনে অতীতের চেয়ে এবার সাড়া-শব্দ ছিলো কম, ছিলো না ভোটের উত্তাপ। র‍্যাংকড চয়েস পদ্ধতিতে ভোট অনুষ্ঠিত হয়। ২০২১ সালে নির্বাচনের পর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল আসনে রিডিস্টিক্টিং হয়েছে। ফলে নতুনভাবে আঁকা হয়েছে প্রায় সবগুলো আসনের সীমানা ম্যাপ। তাই নতুন ডিস্টিক্ট ম্যাপে মঙ্গলবার পুনরায় নির্বাচন হলো। যদিও এনিয়ে অনেক ভোটারই ছিলেন বিভ্রান্ত। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলীন বরোর কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত কাউন্সিলওম্যান শাহনা হানিফ পুন:নির্বাচিত হয়েছেন। শাহনার প্রাপ্ত ভোট ১৭,৪৬১। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী আরকাডিউজ টোমাসজেওয়াস্কি'র প্রাপ্ত ভোট ২,৬২৪। জ্যামাইকার কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ থেকে কাউন্সিলম্যান জিম এফ জিনারোও পুন:নির্বাচিত হয়েছেন। জিম-এর প্রাপ্ত ভোট ৬,৮৬২। তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান প্রার্থী জোনাথান লিনালদি'র প্রাপ্ত ভোট ২,১৬৮।

অপরদিকে জ্যাকসন হাইটস থেকে শেখর কৃষ্ণান পুনরায় সিটি কাউন্সিম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও কুইন্সের ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী হিসেবে পুন: নির্বাচিত হয়েছেন মেলিন্ডা কাটস। নির্বাচিতরা বাংলাদেশী কমিউনিটির বন্ধু হিসেবে পরিচিত।

সিটি কাউন্সিলের আসনগুলোর মধ্যে নির্বাচিতরা হলেন: সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১ থেকে ক্রীস্টোফার মার্টি, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২ থেকেকার্লিনা রিভেরা, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩ থেকে এরিক বোটচার, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪ থেকেকেইথ পাওয়ার্স, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৫ থেকে জুলি মেনিন, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৬ থেকে গালি ব্রেওয়ার, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৭ থেকে শাউন আবরেউ (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৮ থেকে দিয়ানা আলেয়া, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৯ থেকে ইউসুফ সালাম (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১০ থেকে কারমেন ডি লা রোজা (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১১ থেকে এরিক ডিনোউজ, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১২ থেকে কেভিন রিলে, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৩ থেকে ক্রিষ্টি মারমোরাতো (রিপাবলিকান), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৪ থেকে পিরিনা সানচেজ, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৫ থেকে ওজওয়াল্ড ফেলিজ, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৬ থেকে আলথে ষ্টেভেন্স, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৭ থেকে রাফায়েল সালামানকা, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৮ থেকে আমান্দা ফারিয়াস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-১৯ থেকে ভিকি প্যালাডিনো (রিপাবলিকান), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২০ থেকে সানড্রা উং, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২১ থেকে ফ্রান্সিসকো মায়া (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২২ থেকে টিফানি ক্যাবেন, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৩ থেকে লিন্ডা লি, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ জিম এফ জিনারো, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৫ থেকে শেখর কৃষ্ণান, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৬ থেকে জুলি উন, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৭ থেকে নানতাসা উইলিয়ামস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৮ থেকে অ্যাডরিনি অ্যাডামস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৯ থেকে ল্যান স্কুলম্যান, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩০ থেকে রবার্ট হলডেন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩১ থেকে সেলভেনা ব্রোকস-পাওয়ার্স, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩২ থেকে জোয়ান অ্যারিওলা (রিপাবলিকান, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৩ থেকে লিংকন রেস্টলার, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৪ থেকে জেনিফার গুতেরেজ, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৫ থেকে ক্রিস্টাল হাডসন (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৬ থেকে চাই ওজে (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৭ থেকে স্যান্ডি নূরস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৮ থেকে অ্যালেক্স অ্যাভিলেস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৩৯ থেকে শাহানা হানিফ, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪০ থেকে রিটা জোসেফ, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪১ থেকে ডারলিন মেলি (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪২ থেকে ক্রিস ব্যাংক (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪৩ থেকে সুসান জুংয়ং, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪৪ থেকে কালমান ইয়েগার (রিপাবলিকান), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪৫ থেকে ফারাহ লুইস (বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট- ৪৬ থেকে মেরসেডিস নার্সিসেস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪৭ থেকে জাস্টিন ব্রানান, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪৮ থেকে ইনা ভার্নিকোভ (রিপাবলিকান)। উল্লেখ্য, প্রো-প্যালেস্টাইন ইনা ভার্নিকোভ সম্প্রতি ব্রুকলীনে আয়োজিত প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সমাবেশে অস্ত্র বহনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন। কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৪৯ থেকে কামিল্লা হ্যাঙ্কস, কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৫০ থেকে ডেভিড কার (রিপাবলিকান, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-৫১ থেকে জোসেফ বোরেলি (রিপাবলিকান, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত)। আরো উল্লেখ্য, ২/১টি আসন ছাড়া নির্বাচিত সকলেই ডেমোক্র্যাট দলীয়।

অপ্রতিরোধ্য ভারত, হারাতে পারেনি কেউই

(শেষের পাতার পর)

বিশ্বকাপের স্বাগতিকরা গ্রুপপর্বে অপরাজিত থেকে সবার আগে এবং সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। গ্রুপপর্বে ৯ ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারেনি কোনো দল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে বিশ্বকাপের রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৯ রানে অলআউট করে ৫২ বল হাতে রেখে ৬ উইকেটের দাপুটে জয় পায় ভারত। এরপর আফগানিস্তান, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ১৯১ রানে অলআউট করে ১১৭ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পায় ভারত। ভারতকে হারানোর টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে ৩৫৮ রান তাড়ায় ৫৫ রানে অলআউট হয়ে ৩০২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারে ১৯৯৬ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শ্রীলংকা।

বাংলাদেশকে ২৫৬ রানে থামিয়ে ৫১ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটের জয় পায় ভারত। চলতি বিশ্বকাপের ২০ বছর আগে ২০০৩ সালে নিউজিল্যান্ডকে ওয়ানডেতে হারিয়েছিল ভারত। দীর্ঘদিন পর কিউইদের ফের হারায় কোহলিরা।

বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২২৯/৯ রান করেও ব্রিটিশদের ১২৯ রানে অলআউট করে ১০০ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায় ভারত। পরের ম্যাচে শ্রীলংকার বিপক্ষে ৩৫৭ রান করে লংকানদের ৫৫ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ৩০২ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় পায়।

বিশ্বকাপের চলতি আসরে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো খেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ফর্মের তুঙ্গে থাকা দলটি ভারতের বিপক্ষে পাত্তাও পায়নি। ৩২৭ রানের টার্গেট তাড়ায় ৮৩ রানে অলআউট হয়ে ২৪৩ রানের বড় ব্যবধানে হেরে যায়।

রোববার (১২ নভেম্বর) বেঙ্গালুরুতে গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হয় ভারত। আগে ব্যাট করে লোকেশ রাহুলের (১০২*) রেকর্ড সেঞ্চুরি আর শ্রেয়াস আইয়ারের (১২৮*) সেঞ্চুরিতে ভর করে ৫ উইকেটে ৪১০ রান করে ভারত। দলের হয়ে এছাড়া ৬১, ৫১ ও ৫১ রান করে করেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, ওপেনার শুভমান গিল ও সাবেক অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

টার্গেট তাড়া করতে নেমে জসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজের গতি আর রবিন্দ্র জাদেজার স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে ২৫০ রানে অলআউট হয় নেদারল্যান্ডস। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন তেজা নিদামানুরু। ৪৫ রান করেন সাইব্র্যান্ড এঙ্গেলব্রেখট।

ভারতের হয়ে জসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ ও রবিন্দ্র জাদেজা ২টি করে উইকেট শিকার করেন।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / November 13 // 2023

ছদরুন নূরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা ছদরুন নূর হাসপাতাল তেকে বাসায় ফিরেছেন। গত মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) জ্যমাইকার নিজ বাসায় তার ব্লাড প্রেসার ডাউন হলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কুইন্স জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি এই হাসপাতালে চারদিন চিকিৎসা নিয়ে শনিবার বাসায় ফিরেছেন। উল্লেখ্য, ছদরুন নূর দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন। খবর ইউএনএ'র।

প্রবীণ প্রবাসী ছদরুন নূরের সুস্থতা কামনায় ইতিপূর্বে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর পক্ষ থেকে সভাপতি বদরুল খান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি সবার দোয়া কামনা করেছেন। এদিকে বাসায় ফিরে ছদরুন নূর তার অসুস্থতায় যারা দোয়া করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।







বাংলাদেশের সোসাইটির নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের শপথ গ্রহণ : চেয়ারম্যান এম আজিজ

নিউইয়র্ক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেছেন। সোসাইটির কার্যালয়ে গত ৫ নভেম্বর রোববার বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম পূর্ণাঙ্গ সভায় সংগঠনের সভাপতি ও বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া ট্রাস্টির ১২ সদস্যকে শপথ বাক্য পাঠ করান। বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এম আজিজ, আক্তার হোসেন, আজিমুর রহমান বোরহান, মফিজুর রহমান, এমদাদুল হক কামাল, আব্দুল হাসিব হাসনু, ওয়াসি চৌধুরী, মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, খোকন মোশারফ, শাহজাহান সিরাজী, জহিরুল ইসলাম মোল্লা, মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম উপস্থিত থেকে শপথ বাক্য পাঠ করেন।

সভায় কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিদ্দিকীর, সহ-সভাপতি- ফারুক চৌধুরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ মোঃ নওশেদ হোসেন, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ আখতার বাবুল, সুশান্ত দত্ত, মোহাম্মদ সাদী মিন্টু ও শাহ মিজানুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

শপথ গ্রহণ শেষে বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম সভাতেই ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ট্রাস্টির চেয়ারম্যান পদে দুইজন প্রার্থী এম আজিজ ও আজিমুর রহমান বোরহান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ট্রাস্টি সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টির চেয়ারম্যান এম আজিজ পুনরায় বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।





ড. নীনা আহমেদ ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদে বিজয়ী

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া স্টেটের ফিলাডেলফিয়া সিটির ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে 'সিটি কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ' পদে বিজয়ী হলেন ড. নীনা আহমেদ। মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এ আসনে ৯ জন প্রার্থী ছিলেন। এরমধ্যে বাংলাদেশী-আমেরিকান ড. নীনা আহমেদ বিজয়ী হয়েছেন। সিটি মেয়রের মতোই পুরো সিটির ভোটে কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদ প্রার্থীদের বিজয়ী হতে হয় অর্থাৎ মেয়রের সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী থাকেন তারা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়রকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ/সহযোগিতা করেন। উল্লেখ্য, ড. নীনা এর আগে এই সিটির ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদে নিনাসহ আরো ৪ জন বিজয়ী হন।

অপরদিকে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত মিলর্বন বরোর কাউন্সিল নির্বাচনে অপর দুই বাংলাদেশী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়েছেন। এর একজন হলেন মোহাম্মদ নূরুল হাসান। এটি তার তৃতীয়বারের মতো বিজয়। নির্বাচিত অপরজন হলেন নতুন প্রজন্মের সালাহউদ্দিন মিয়া। এবারই প্রথম নির্বাচনের প্রার্থী হয়ে প্রথমবারের মতো কাউন্সিলার নির্বাচিত হন সালাহউদ্দিন মিয়া।



এদিকে ড. নীনা আহমেদের বিজয়ে ফিলাডেলফিয়াসহ সমগ্র আমেরিকায় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে আনন্দের উল্লাস চলছে। সকলেই তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

পাশাপাশি মিলর্বন বরোতে নতুন দু'জন কাউন্সিলম্যান জয়ী হওয়ায় মিলর্বন বরো এখন পুরোটাই বাংলাদেশীদের দখলে। মেয়র সহ ৫ জন কাউন্সিলম্যান এবং ট্যাক্স কালেকটর সবাই বাংলাদেশী-আমেরিকান।

অভিনন্দন: ফিলাডেলফিয়া সিটির কাউন্সিলম্যান অ্যাট লার্জ পদে ড. নীনা আহমেদ এবং মিলর্বন বরোতে কাউন্সিলম্যান পদে মোহাম্মদ নূরুল হাসান ও সালাহউদ্দিন মিয়া জয়ী হওয়া তাদেরকে বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়ার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানানো হয়েছে।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MBA
CPA

সাঈদ তারেকের কলাম

একজন পিটার হাস!



সোস্যাল মিডিয়ায় নতুন এক উপদ্রবের নাম 'ভিউশিকারি সাংবাদিকতা'। একটা ইস্যু পেলেই তাকে চিবে তেতোরস বের করে দেয়ার পরও ক্ষ্যামা নেই। এদের হাল টার্গেটগুলোর অন্যতম হচ্ছেন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। ভদ্রলোক কোথায় গেলেন কার সাথে দেখা করলেন কি কথা বললেন কোথায় কি খেলেন কি দেখলেন, হাসলেন না কাঁদলেন- যা কিছু একটা খবর বের করে সত্যমিথ্যা মিলিয়ে সালাদ সহকারে পরিবেশন না (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নিউইয়র্কের নতুন সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক

সভাপতি শাহ নেওয়াজ সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ

বাংলাপত্রিকা রিপোর্ট: বাংলাদেশী অধ্যুষিত নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকায় নতুন সংগঠন আত্ম প্রকাশ করলো। নতুন এই সংগঠনের নাম 'জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক' সংক্ষেপে 'জেবিএ'। প্রবাসী বাংলাদেশীদের এক সভায় নবগঠিত জেবিএ'র আগামী দুই বছরের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ ঘোষণা করা হয়। শুক্রবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে মিট এন্ড গ্রীট' শীর্ষক সংগঠনের প্রথম সভায় ঘোষিত নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ এবং সাধারণ সম্পাদক মনোনীত (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)







কৃতজ্ঞ হও! বাড়িয়ে দেবো

জাফর আহমাদ

এটি কোন মানুষের কথা নয়, বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যিনি আল ওহ্যাব (দাতা), আল মাজিদ (মহিমান্বিত), আল গানিয়্যু (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

নিউইয়র্কের রাজপথে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ-সমাবেশ

অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ দাবি



বিশেষ প্রতিনিধি: অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের দাবীতে নিউইয়র্কের স্কুল শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীরা রাজপথে নেমে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার (৯ নভেম্বর) ম্যানহাটন ও কুইন্সে বিক্ষোভ কর্মসূচি পাল করে। এসব কর্মসূচি থেকে অবিলম্বে গাজাকে মুক্ত করে দেয়া না হলে আমেরিকাকে অচল করে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিক্ষোভকারীরা নিউইয়র্ক সিটির মিডটাউন, নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী ও কুইন্স (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা ১৯ নভেম্বর

বাংলাপত্রিকা রিপোর্ট বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা শেষে ক্লাবের ২০২৪-২০২৫ সালের কার্যকরী পরিষদের ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ক্লাব সূত্রে জানা গেছে। ঐদিন বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত সাধারণ সভার কার্যক্রম চলবে। পরবর্তীতে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলবে। খবর ইউএনএ'র। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সদস্য নবায়নের সর্বশেষ তারিখ ছিলো ৪ নভেম্বর শনিবার মধ্যরাত ১২টা। এই সময়ের মধ্যে ৭৫জন সদস্য তাদের সদস্যপদ নবায়ন করেন বলে জানা গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় এই ৭৫জন সদস্য (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

খেলার খবর

অপ্রতিরোধ্য ভারত, হারাতে পারেনি কেউই

স্পোর্টস ডেস্ক: বিশ্বকাপের চলতি আসরে অবিশ্বাস্য ফর্মে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

শুরু হচ্ছে শীত, ফিট থাকবেন যেভাবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শীতের আমেজ যেন তার সাথে নিয়ে আসে উৎসবের আমেজকেও। শীত আসতে না আসতেই শুরু হয়ে যায় (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

বিনোদন

১৭ বছরে প্রথম দেখা, ৩০ বছরের বন্ধুত্ব

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের অন্যতম আইকনিক চলচ্চিত্র 'বাজিগর'-এর ৩০ বছর পূর্ণ হলো ১২ নভেম্বর। সিনেমাটি শাহরুখ খানের ক্যারিয়ারের একটি মাইলফলক হিসেবেই (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি

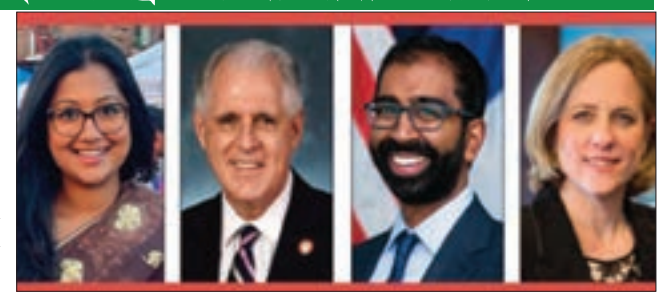


এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

ব্রুকলীনে শাহানা হানিফ, জ্যামাইকায় জিম জিনারো, জ্যাকসন হাইটসে শেখর পুনরায় জয়ী, কুইন্সে ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নী আবার মেলিন্ডা

নিউইয়র্কে উত্তাপহীন ভোট

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটিতে মঙ্গলবার (৭ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ছিলো না কোন উত্তাপ। সিটির ৫ বরোর মধ্যে তিন বরোর ডিষ্ট্রিক্ট এটর্নি, সিটি কাউন্সিলের ৫১টি আসন আর স্টেটের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)




GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

সন্দীপ সোসাইটির প্রথম সভায় অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সন্দীপ সোসাইটি ইউএসএ'র ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ নির্বাচনে পূর্ণ প্যানেল এ বিজয়ী 'ফিরোজ-আলমগীর পরিষদ' এর নির্বাচনী ওয়াদার অন্যতম ছিল সন্দীপ সোসাইটিকে মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা। প্যানেল এর প্রথম কোনো সভায় নিউইয়র্ক স্টেটের তৃতীয় সর্বোচ্চ পদের অধিকারী অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)



বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com